চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৬ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ : www.jagarandaily.com

নিশ্চিন্তের প্রতীক
Sister
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 6 April, 2020 ■ আগরতলা, ৬ এপ্রিল, ২০২০ ইং ■ ২৩ চৈত্র ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নিজ আবাসনে আলো নিভিয়ে প্রদীপ প্রজ্বলন করেন রবিবার রাত নয়টায়।

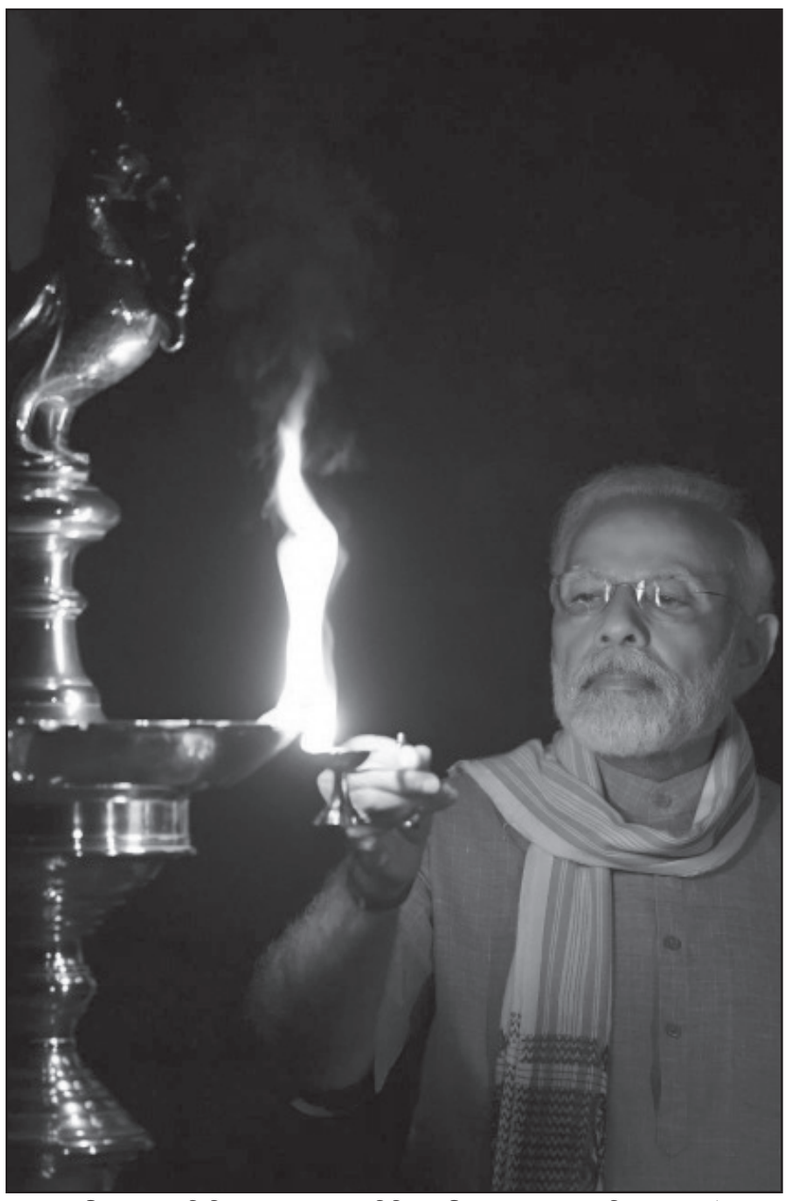

রাত ৯টায় ৯মিনিটের জন্য নিভল ঘরের বাতি, জ্বলল প্রদীপ, টর্চ, মোবাইল ও মোমবাতি

করোনা যুদ্ধে সৈনিকদের কুর্নিশ জানিয়ে ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের বার্তা দেশবাসীর

নয়াদিল্লি, ৫ এপ্রিল (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আহ্বানে সাড়া দিয়ে রবিবার ঘড়ির কাঁটায় রাত ন'টাতেই আলো নিভিয়ে মোমবাতি, প্রদীপ, টর্চ জ্বালাল দেশবাসী। হল অকাল দীপাবলি। বিভিন্ন শহরে, গ্রামে, জেলায় জেলায় মোমবাতি, প্রদীপ, জ্বালিয়ে "মহাশক্তি" জাগ্রত করার আহ্বানে সাড়া দিল দেশ। আবার অনেক জায়গায় আতসবাজির আলোতে ভরে উঠলো এলাকা। এমন ছবিও ধরা পড়লো। সকলের প্রার্থনা একটাই, এবার ১৩৩ কোটি মানুষকে মুক্তি দিক করোনা ভাইরাস। সারা দেশের সঙ্গে রাজ্যের ছবিটাও প্রায় একই।

শুক্রবার সকাল নটায় ভিডিও বার্তায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, এই কঠিন সময়ে আমরা সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে সারাদেশের সঙ্গে একাত্ম হতে ঘরের আলো নিভিয়ে মোমবাতি, প্রদীপ, টর্চ জ্বালিয়ে গোটা দেশের মহাশক্তি জাগ্রত করে আমাদের একযোগে করোনার বিরুদ্ধে লড়াই করে করোনাকে হারাতে হবে। দেশের মানুষের সদিচ্ছাতেই দূর হবে করোনা। বিরোধীরা তাঁর এই মত নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি। তবে আজ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আহ্বানে সাড়া দিল দেশবাসী। ঘড়ির কাঁটায় রাত ন'টা বাজতেই নিভে গেল আলো। জ্বলে উঠল মোমবাতি, প্রদীপ, টর্চ। হল অকাল দীপাবলি। বিভিন্ন শহরে, গ্রামে, জেলায় জেলায় মোমবাতি, প্রদীপ, জ্বালিয়ে "মহাশক্তি" জাগ্রত করার আহ্বানে সাড়া দিল দেশ। সকলের প্রার্থনা একটাই, এবার ১৩৩ কোটি মানুষকে মুক্তি দিক করোনা ভাইরাস। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ, রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ, রাজনাথ সিং এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও প্রদীপ জ্বালিয়েছেন। এ দিন নরেন্দ্র মোদীর ডাকে সাড়া দিয়ে নিজের বাসভবনকে প্রদীপে সাজান যোগী আদিত্যনাথ। প্রদীপের আলোয় লেখা হয় "ওম"।

ধানমন্ত্রীর আবেদনে সাড়া দিয়ে এদিন রাত ৯টায় বাড়ির সমস্ত লাইট নিভিয়ে প্রদীপ জ্বালালেন দেশের সেরা ক্রীড়াবিদরা। শচিন, বিরাটের সঙ্গে মোদীর আবেদনে সাড়া দিয়ে প্রদীপ জ্বালান অলিম্পিকেপদক জয়ী ব্যাডমিন্টন তারকা পিভি সিন্ধু এবং সাইনা নেহওয়ালও। পরিবারের সঙ্গে প্রদীপ জ্বালালেন ভারতীয় দলের প্রাক্তন ক্রিকেটার সুরেশ রায়নাও।

সারা দেশের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের ছবিটাও প্রায় একই। রাজ্যে ঠিক নটার সময় নিভে যায় রাজভবনের আলো। জ্বলে ওঠে মোমবাতি। সারা রাজ্যজুড়ে ছিল এই ছবি। এদিন রাজ্যবাসির সঙ্গে এদিন আলো বন্ধ রেখে মোমবাতি হাতে দাঁড়ালেন বিজেপি নেতারাও। এদিন বাঁকুড়ার বিজেপি সাংসদ ডাঃ সুভাষ সরকার সপরিবারে ওই সময়ে বাড়ির সমস্ত আলো বন্ধ রেখে মোমবাতি হাতে দাঁড়াতে দেখা যায়।শুধু সুভাষ সরকারই নয়, রাজ্যের বিজেপি সাংসদরা সবাই প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ মেনে বাড়িতে প্রদীপ জ্বালান। শুধু বিজেপি সাংসদরাই নয়, বাংলার বিজেপি বিধায়করাও যে যার বাড়িতে প্রদীপ জ্বালান। নিজের সল্টলেকের বাড়িতে আলো জ্বালান বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষও। সবার একটাই বার্তা, করোনা গ্রাস থেকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনা ঃ বিদ্যুতের বকেয়া পরিশোধ না হলেও তিন মাস সংযোগ ছিন্ন হবে না

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ এপ্রিল।। বিদ্যুতের বিল বকেয়া থাকলেও তিন মাস পর্যন্ত সংযোগ ছিন্ন করা হবে না। করোনা ভাইরাসের কারণে পরিস্থিতির জন্য ত্রিপুরাবাসীকে সামান্য স্বস্তি দেওয়ার চেষ্টা করল ত্রিপুরা সরকার। তবে, বকেয়া বিল পরিশোধের সুযোগ যাঁদের রয়েছে, তাঁদের কাছে বকেয়া পরিশোধের আবেদন জানিয়েছে সরকার। এছাড়া, লকডাউন চলাকালীন বকেয়া বিদ্যুৎ পরিশোধে বিলম্বের জন্য জরিমানার ৫০ শতাংশ মকুব করারও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

এ-বিষয়ে ত্রিপুরা বিদ্যুৎ নিয়ামক আয়োগের অধ্যক্ষ ডি রাধাকৃষ্ণণ বলেন, ত্রিপুরা বিদ্যুৎ আইনের ১০৮ ধারায় ত্রিপুরা সরকার কিছু নির্দেশ জারি করেছে। তাতে, ভোক্তাদের যাতে কোনও অসুবিধা না হয়, তা সুনিশ্চিত করার স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়েছে। তাঁর কথায় ওই নির্দেশিকা মোতাবেক করোনা ভাইরাসের প্রকোপ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত ভোক্তারা অসুবিধার সম্মুখীন হবেন না, তা সুনিশ্চিত করা হবে। সে-ক্ষেত্রে আগামী তিন মাস অথবা করোনা ভাইরাসের প্রকোপ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত বিদ্যুতের বকেয়া বিল পরিশোধ না করলেও সংযোগ ছিন্ন করা হবে না। তবে, সুযোগ হলে ভোক্তারা বকেয়া বিল পরিশোধ করুন, আবেদন রাখেন তিনি। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আইজিএমের দন্ত বিভাগে অগ্নিকান্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ এপ্রিল ।। আইজিএম হাসপাতালের দন্ত বিভাগের বহির্বিভাগে ভোররাতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা সংগঠিত হয়েছে। খবর পেয়ে দমকল বাহিনী এসে আগুন আয়ত্ত্বে আনে। শর্টসার্কিট থেকেই অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত। শর্টসার্কিটের ফলে একটি এসি সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অন্যকোন জিনিসপত্র তেমন ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। জানা যায়, বেসরকারি নিরাপত্তা কর্মীরা হঠাৎই কালো ধোয়া দেখতে পেয়ে দমকল বাহিনীকে খবর দেন। দমকল বাহিনী এসে পরিস্থিতি শামাল দেওয়ায় বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে আইজিএম হাসপাতাল।

করোনা ঃ মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে এফআইআর, বেআইনিভাবে অশোকস্তম্ভ ব্যবহার করে ফাঁসলেন অভিযোগকারী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ এপ্রিল।। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ নিয়ে ভুল তথ্য দেওয়ার জন্য ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। কিন্তু বেআইনিভাবে অশোকস্তম্ভ ব্যবহার করে ফাঁসলেন মামলাকারী। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ নিয়ে ভুল তথ্য দিয়ে জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টির অভিযোগ এনে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে মামলা করেছেন প্রাক্তন কংগ্রেস বিধায়ক গোপাল রায়। এদিকে বেআইনিভাবে অশোক স্তম্ভ ব্যবহার করেছেন বলে মামলাকারী গোপাল রায়ের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে।

আইনজীবী অরবিন্দ দেব নিউ ক্যাপিটাল কমপ্লেক্স থানায় তাঁর বিরুদ্ধে ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪৬৯ এবং ১২০(বি) ধারায় মামলা করেছেন। পুলিশ আজ গোপাল রায়ের বাড়িতে গিয়েছিল। কিন্তু তাকে গ্রেফতার করেনি। প্রতিবাদের কণ্ঠ রোধ করার জন্যই তাঁর বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে বলে দাবি করেন গোপালবাবু। এদিকে, বিজেপির ত্রিপুরা প্রদেশ কমিটি-র মুখপাত্র দাবি করেন, মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে মামলা নোংরা রাজনীতি এবং কংগ্রেসের দেউলিয়াপনার নিদর্শন।

কংগ্রেসের প্রাক্তন বিধায়ক গোপাল রায় করোনা ভাইরাসে সংক্রমণ নিয়ে করিমগঞ্জ (অসম) ও মণিপুরে আক্রান্তের সংখ্যার ভুল তথ্য দিয়ে আতঙ্ক ছড়াচ্ছেন বলে অভিযোগ এনে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে নিউ ক্যাপিটাল কমপ্লেক্স থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। এজাহারে তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব গত ২ মার্চ জিবি হাসপাতাল পরিদর্শনে গিয়ে ১৬ জন এবং মণিপুরে ১৯ জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন বলে সাংবাদিকদের জানিয়েছিলেন। কিন্তু, করিমগঞ্জ এবং মণিপুরে আক্রান্তের ওই তথ্য কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের কাছে নেই। তাতে স্পষ্ট, মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ্যে ভুল তথ্য দিয়েছেন। ওই ভুল তথ্যে জনমনে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। তাই, মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে মামলা গ্রহণ করা হোক।

কিন্তু, অশোক স্তম্ভ ব্যবহৃত কাগজে অভিযোগপত্র জমা বিপদ ডেকে আনেন গোপাল রায়। প্রাক্তন বিধায়ক হিসেবে অশোক স্তম্ভ ব্যবহার করা বেআইনি, এই অভিযোগ এনে আইনজীবী অরবিন্দ দেব নিউ ক্যাপিটাল কমপ্লেক্স থানায় তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। তিনি এজাহারে বলেন, মুখ্যমন্ত্রীকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্যই নামের পাশে অশোক স্তম্ভ ব্যবহার করা কাগজে অভিযোগ জানিয়েছেন গোপাল রায়। তাঁর বিরুদ্ধে ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪৬৯ এবং ১২০(বি) ধারায় মামলা করেছেন অরবিন্দ দেব।

মামলা নিয়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ঘরের আলো নিভিয়ে মুখ্যমন্ত্রী সহ প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করলেন রাজ্যবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ এপ্রিল।। বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহু দূর। আজ দেশবাসী আবারও প্রমাণ করলেন, যে কোনও বিপদে আমরা ঐক্যবদ্ধ। করোনা যুদ্ধে সৈনিকদের সমগ্র দেশবাসী একত্রিতভাবে কুর্নিশ জানিয়েছেন। অন্তত অধিকাংশ ত্রিপুরাবাসী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে ঘড়ির কাটায় ঠিক ৯-টা বাজতেই বাড়ির সমস্ত বৈদ্যুতিন আলো নিভিয়ে দেন। ৯ মিনিটের জন্য প্রদীপ, মোমবাতি, টর্চ এবং মোবাইল, যে যেমন পেরেছেন আলো জ্বালিয়ে ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ে শামিল, প্রমাণ দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লবকুমার দেব স্ত্রী-পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে প্রদীপ জ্বালিয়েছেন। এদিকে অতি উৎসাহী কিছু মানুষ বাজি পুড়িয়ে এই মহান যজ্ঞে শামিল হয়েছেন। ৯ মিনিট সমাপ্ত হতেই অনেকে শাঁখ বাজিয়ে উলুধ্বনি দিয়েছেন। তবে, করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় দেশ আজ একজোট হয়েছে, বলা যেতেই পারে।

আজ রবিবার সকাল থেকেই প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায় রাত নয়টার কার্যক্রমের। বিভিন্ন সংস্থা গরিবদের মধ্যে মোমবাতি বিলি করেছে। তাছাড়া, আর্থিক দিক দিয়ে দুর্বল তাঁদেরকেও মোমবাতি বিলি করা হয়েছে। ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী-জায়া নীতি দেব আজ দুস্থদের মধ্যে পূর্বাদেয়া সামাজিক সংস্থার তরফে মোমবাতি বিলি করেছেন।

ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী এবং সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক গতকাল ত্রিপুরাবাসীর উদ্দেশ্যে আজ রাত ৯ টায় ৯ মিনিটের জন্য আলো জ্বালিয়ে করোনা যুদ্ধে সৈনিকদের কুর্নিশ জানানোর আবেদন জানিয়েছিলেন। বিধায়ক সুদীপ রায়বর্মণও এক ভিডিও বার্তায় একই আবেদন রেখেছিলেন। ত্রিপুরাবাসীও একজোট হয়ে তাঁদের আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন।

ত্রিপুরায় চোরাইবাড়ি থেকে সাব্রুম পর্যন্ত একই চিত্র ফুটে উঠেছে আজ রাত নয়টায়। চারিদিকে অন্ধকারের মাঝে এক চিলতে আলো উঁকি মারছিল। কিছু উৎসাহী মানুষ বাজি পুড়িয়েছেন ঠিকই। কিন্তু তাঁদেরও একই বক্তব্য, করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে আমরা একত্রিত হয়ে লড়াই করবো। লকডাউনে অন্যান্য দিন রাতেও কয়েকজনকে দেখতে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ত্রিশ মিনিটের তুফানে তছনছ উদয়পুরের বিভিন্ন গ্রাম

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৫ এপ্রিল।। ত্রিশ মিনিটের তুফালে লন্ডভন্ড হয়ে যায় উদয়পুরের বিভিন্ন এলাকা। বহু বাড়ি ঘর তছনছ হয়ে যায়। বিদ্যুৎ পরিষেবা বিঘ্নিত হয়। গাছপালা ভেঙ্গে পড়ে বিদ্যুৎ পরিবাহী তারের উপর। নিষ্প্রদীপ বিস্তীর্ণ এলাকা।

সংবাদে প্রকাশ, রবিবার বিকাল সাড়ে চারটা নাগাদ ঘূর্ণিঝড় আছড়ে পড়ে উদয়পুরের বিভিন্ন এলাকায়। প্রায় ত্রিশ মিনিট স্থায়ী ছিল এই ঝড় তুফান। তাতে মুড়াপাড়া, পালাটানা, খিলপাড়া, ফুলকুমারী ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনা ঃ গুজব ছড়ানোর দায়ে গ্রেপ্তার সরকারী কর্মী

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ৫ এপ্রিল।। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ নিয়ে গুজব ছড়ানোর দায়ে এক সরকারী কর্মচারীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। বক্সনগর আশাবাড়ির বাসিন্দা প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বর্তমান বিধায়ক শহিদ চৌধুরীর ভাগ্নে সজল হুসেন ত্রিপুরায় করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগী চিহ্নিত হয়েছেন বলে ফেইসবুকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নিজামউদ্দিন ঃ রাজ্যের আরও এক ব্যক্তি করোনা আক্রান্ত, চিকিৎসাধীন দিল্লিতে, খোঁজ চলছে সঙ্গীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ এপ্রিল।। ত্রিপুরার আরও একজন কারণে ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। তবে তিনি দিল্লি রয়েছেন। সেখানেই তার চিকিৎসা চলছে। তার সাথে আরও একজন ছিলেন। তার খোঁজ চলছে। রবিবার সন্ধ্যায় এই খবর জানান স্টেট সার্ভেইলেন্স অফিসার ডা. দ্বীপকুমার দেববর্মা। তাঁর কথায়, রাজধানী আগরতলার বাসিন্দা বছর ২৩-এর ওই যুবক দিল্লির হজরত নিজামউদ্দিন মরকজে তবলিগ-ই জামাতে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

ডা. দেববর্মা জানান, দিল্লির হজরত নিজামউদ্দিন মরকজে তবলিগ-ই জামাতে অংশগ্রহণ করতে ত্রিপুরা থেকে ১৮ মার্চ গিয়েছিলেন ওই যুবক। ২৯ মার্চ পর্যন্ত তিনি নিজামউদ্দিন মসজিদেই ছিলেন। তার পর দিল্লি পুলিশ তাঁর খোঁজ পায় এবং তাঁকে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছিল। ডা. দ্বীপকুমার দেববর্মার কথায়, গত ২ মার্চ তার রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। দিল্লি থেকে তার করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের খবর জানানো হয়েছে। তিনি বলেন, ওই ব্যক্তির সাথে টেলিফোনে কথা হয়েছে। তা থেকে জানতে পেরেছি, তার সাথে আরও একজন ছিলেন। আক্রান্ত যুবকের দাবি, তার সঙ্গী দিল্লিতেই রয়েছেন। কিন্তু আদৌ তিনি দিল্লি না অন্য কোথাও রয়েছেন তার খোঁজ করা হচ্ছে।

ডা. দ্বীপ আরও বলেন, ওই যুবক সাথে আরেকজনকে নিয়ে গত ১৮ মার্চ ত্রিপুরেশ্বরী এক্সপ্রেসে দিল্লি যান। ২৯ মার্চ পর্যন্ত তারা একসাথেই ছিলেন। তবে তার সঙ্গী পালিয়ে বেড়ালেও গোয়েন্দা পুলিশ তাকে খুঁজে বের করবেই, জোরের সঙ্গে বলেন তিনি।

লকডাউন ঃ কুর্তিতে জনতা-পুলিশ খন্ডযুদ্ধ আহত কনস্টেবল, গ্রেপ্তার এক হামলাকারী

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ৫ এপ্রিল।। চক্রান্তের গন্ধ আসছে। সংকটকালীন সময়ে রাজনৈতিক রুটি সেকার উদ্দেশ্য কাদের? গ্রামের সাধারণ মানুষকে কারা ভুল বুঝাচ্ছে? এ প্রশ্নগুলো উঠে আসছে শনিবারের ঘটনায়।পুলিশ ও জনতার খণ্ডযুদ্ধে আহত এক পুলিশ কর্মী। লকডাউন মানা চলবেনা, বাড়িতে না থেকে রাস্তায় আমরা বেরোবো, এই মনোভাব নিয়ে আসাম-ত্রিপুরা সীমান্তের কুর্তি রাজনগর গ্রামে সংখ্যালঘুরা পুলিশের সঙ্গে মারামারিতে জড়িয়ে পড়ে। সমস্ত দেশের লোকজনদের রক্ষার্থে দেশে লকডাউন শুরু হতেই উত্তর ত্রিপুরা পুলিশ প্রশাসন এবং জেলাশাসক আসাম-ত্রিপুরার প্রধান সড়কসহ অলিগলি রাস্তাগুলো সিল করে দেয়। শুধুমাত্র ৮ নং আসাম আগরতলা জাতীয় সড়ক দিয়ে পন্যবাহী লড়ি ও জরুরী কালীন যানবাহন গুলি করার তল্লাশি ও নজরদারির মাধ্যমে রাজ্যে প্রবেশ করছে।

এদিকে গতকাল উত্তর জেলার কদমতলা থানাধীন কুর্তিতে একশ জন টিএসআর জোয়ান নিরাপত্তার" কাছে আনা হয়। আসাম ত্রিপুরা সীমান্তে কড়া নজরদারিতে যেন মস্তকে আকাশ ভেঙ্গে পড়ে রাজনগরবাসীর। যথারীতি কুর্তি এলাকাতে পুলিশ ও টিএসআর বাহিনীর পাহারা চলে।আজও একইভাবে সীমান্তের ওই এলাকাগুলিতে চরম টহলদারি দেয় প্রশাসন। যাতে করে আসামের কোন মানুষ ত্রিপুরাতে প্রবেশ করতে না পারে। কিন্তু সেখানে আসামের মানুষ ক্ষুব্দ না হয়ে উল্টো ত্রিপুরা রাজ্যের কুর্তি মধ্য রাজনগর গ্রামের মানুষরা চরম ক্ষোভ প্রকাশ করেন কদমতলা পুলিশের বিরুদ্ধে। আজ সেখানে কদমতলা পুলিশ ও টিএসআর জওয়ানরা ডিউটি করা অবস্থায় স্থানীয় উশৃংখল যুবক পুলিশকে লক্ষ্য করে পাথর ছুড়ে। তাতে সঙ্গে সঙ্গেই কদমতলা থানার কনস্টেবল আস্কর আলী(৩৬) (পিতা আনফর আলি বাড়ি দঃ কদমতলা পঞ্চায়েতের ১নং ওয়ার্ডে বাসিন্দা) আহত হয়। সেখান থেকে তাকে কদমতলা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে আসা হয়। বর্তমানে সে আহত অবস্থায় চিকিৎসাধীন। সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে ছুটে যান মহকুমা পুলিশ আধিকারিক এবং এলাকায় মোতায়েন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৮ ◘ সংখ্যা ১৭৬ ◘ ৬ এপ্রিল ২০২০ ইং ◘ ২৪ চৈত্র ◘ সোমবার ◘ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

বাজারে সর্বনাশা খেলা

ব্যবসায়ীরা গলা কাটিতেছে। চড়া দামে বিক্রি হইতেছে একেবারে প্রকাশ্যে। লকডাউনের কল্যাণে এবং পুলিশের মারের ভয়ে বাজারে কেনাকাটা করিতে যাওয়া ক্রেতারা জানিয়া বুঝিয়া গলা কাটিতে দিতেছেন। কথায় আছে না নেপোয় মারে দৈ। একশ্রেণীর ব্যবসায়ীরা চড়া দামে জিনিষ বেচিলে প্রতিবাদ করিবার সুযোগও নাই। জিনিষপত্র কোনও রকমে কিনিয়া ঘরে পৌঁছানোই বড় কথা। সাধারণ একটি উদাহরণ দিলেই বিষয়টি সম্পর্কে খানিক ধারণা হইতে পারে। মহারাজগঞ্জ বাজারে পোলট্রি ডিমের খুচরা এক পাতার দাম যেখানে ১৬০ টাকা সেখানে লক্ষ্মীনারায়ণবাড়ি টাউন হল রোডের প্রবেশ মুখে নতুন একটি দোকান গজাইয়াছে। সেই দোকানে একই দিনে পোলট্রি ডিমের এক পাতা বিক্রি করা হইতেছে দুইশত টাকা কিংবা একশত নব্বই টাকায়। মহারাজগঞ্জ বাজার হইতে এই দোকানের দূরত্ব এক মাইল হইতে সামান্য বেশী। এই যে চড়া দামে বিক্রি হইতেছে প্রশাসনের সেখানে কি কিছু করণীয় নাই? শুধু ডিম নহে অন্যান্য পণ্য বিক্রিতেও চড়া দাম রাখিতেছে দোকানীরা। ক্রেতারাও মহা সমস্যায়, হাতে সময় নাই, পুলিশের লাঠি, তাই চড়া দাম দিয়া জিনিষ লইয়া বাড়ি মুখো হইতেছেন। লকডাউনের সুযোগে ব্যবসায়ীরা গলা কাটিবে আর ক্রেতারা চোখ বুঝিয়া সহ্য করিবে? ইহা কোন্ বিচার? করোনাকালীন কড়াকড়িতে অস্থিরতার মধ্যে হতদরিদ্র মধ্যবিত্তের যেমন চরম সর্বনাশ তখন একশ্রেণীর সুযোগ সন্ধানী মজুতদারদের পোয়াবারো। রাজ্য সরকার যখন অত্যাবশ্যকীয় পণ্য মজুত এবং যোগান নিয়া আশাবাদী এব্য রাজ্যবাসীকে আশ্বস্ত করিয়া চলিয়াছেন তখন রাজ্য সরকারের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারীকদের চোখে ধুলা দিয়া মহারাজগঞ্জ বাজারের পাইকারী ব্যবসায়ীরা কার্য্যত মুদি পণ্যে ডাকাতি শুরু করিয়াছেন। এই কারণেই প্রতিটি বাজারে ভুষিমালের দোকানীরা জিনিষপত্রের দাম বেশী নিতেছে। লকডাউনের কল্যাণে পাইকারী দোকান হইতে পণ্য ক্রয় করাও এক ভাগ্যের ব্যাপার। পাইকারী দোকানদারদের কাছে খুচরা দোকানীরা বাধ্য হইয়া যেন নতজানু হইয়া থাকেন। যেন মগের রাজত্বের প্রাক প্রস্তুতি। কোনও নিয়ন্ত্রণ না থাকায় নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষের দামও লাফাইয়া বাড়িতেছে। আশংকা এইখানেই যে, হয়তো লকডাউন ধাপে ধাপে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত গড়াইতে পারে, এমন একটি আশংকার ফলে শনিবার সকালে মহারাজগঞ্জ বাজারে সব জিনিষেই যেন আগুন লাগিয়া যায়। পরিস্থিতি এমন দাঁড়াইয়াছে পাইকারী দোকানীরা জিনিষ ছাড়িতে চাহিতেছেন না। বাজারে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টির এই চেষ্টার বিরুদ্ধে প্রশাসনের কোনও ভূমিকা তো চোখে পড়িতেছে না।

রাজ্য প্রশাসন যদি এই মুহুর্তে তৎপর না হয় তাহা হইলে বিপর্য্যয় নামিয়া আসিতে পারে। রাজ্য প্রশাসন মহারাজগঞ্জ বাজারে হানা দিয়া এই মুহুর্তে মজুত পণ্যের সন্ধান করা ও প্রকাশ্যে স্টক টাঙ্গাইয়া দেওয়া খুব জরুরী। বিভিন্ন গো ডাউন তল্লাসী করিতে পারে। অন্যদিকে চুড়াইবাড়ি দিয়া লরী প্রবেশ করিবার সময় কোন ব্যবসায়ীর কত সামগ্রী আসিতেছে তাহার তালিকা নিয়া সরকারী হেপাজতে নিতে পারে। সেই হেপাজত হইতেই নির্ধারিত মূল্যে খুচরা ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করা যাইতে পারে। ইহাতে সাধারণ মানুষ পাইকারী ব্যবসায়ীদের লুণ্ঠন হইতে কিছুটা বাঁচিতে পারিবে। আজ পরিস্থিতি ভয়াবহ করিয়া তুলিতে যাহারা লুণ্ঠন চালাইতেছেন সেই ব্যবসায়ীরা ত্রিপুরায় সর্বনাশের আগুন জ্বালাইতে সচেষ্ট। এখনই, শুরু হইবার আগেই এই আগুনে জল ঢালিয়া দিতে হইবে।

নির্দেশিকাই সার, শহরের অধিকাংশ বড় মিষ্টির দোকান চার দিন ধরে বন্ধ

কলকাতা, ৫ এপ্রিল (হি.স.): মিষ্টির দোকান খোলা রাখার সরকারি নির্দেশিকাই সার। কলকাতার অধিকাংশ বড় মিষ্টির দোকান চার দিন ধরে বন্ধ। লকডাউনে প্রায় নকডাউন রাজ্যের মিষ্টান্নশিল্প। করোনার কামড়ে মিষ্টির দোকানগুলো বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সঙ্কটে পড়েছেন দুগ্ধ উৎপাদকদের একটা বড় অংশ। কারণ, তাঁদের অন্যতম প্রধান ক্রেতা মিষ্টির দোকানগুলো। এই সব দোকান বন্ধ থাকায় খাটালে দুধের অপচয় হচ্ছে। প্রচুর দুধ ফেলে দিতে হয়েছে। তা রুখতে রুখতে রাজ্যে মিষ্টির দোকানগুলিকে লকডাউনে বেলা ১২টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত ছাড় দেওয়ার কথা ঘোষণা করে নবান্ন।

ঘোষণার দিন বাদে কী অবস্থা? দেখা গেল অনিশ্চয়তা দূর হয়নি। সকলের নিরাপত্তার স্বার্থে এখনই দোকান খুলতে রাজি হচ্ছেন না শহরের অনেক নামকরা মিষ্টির দোকানের কর্ণধার। একটি প্রসিদ্ধ ব্রান্ডের ১১টি দোকান আছে কলকাতায়। এর মধ্যে কেবল যাদবপুরের দু'টি দোকান। মালিক ৮০ বছরের রবীন্দ্রনাথ পাল পশ্চিমবঙ্গ মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি, তিন দশক ছিলেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক। কেন বেশিরভাগ দোকান বন্ধ? এই প্রশ্নের জবাবে 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে বলেন, "বেশিরভাগ শ্রমিক বা কারিগরই তো আসতে পারছেন না। মিষ্টি কে তৈরি করবে? মিষ্টি তৈরি না হভে কী করে দোকান খুলে কী করব? দোকানকর্মীরাই বা বাড়ি থেকে যাতায়ত করবেন কী করে?'

রবীন্দ্রবাবু বলেন, "গোটা রাজ্যে মিষ্টির দোকান লক্ষাধিক। ছোট বেশ কিছু দোকান, বিশেষত গ্রামের দোকানগুলো অনেক জায়গায় খোলা। সে সব জায়গায় কারিগর-বিক্রেতা সবাই পরিবারের সদস্য। বাড়ির একাংশে বা পাশে দোকান, কারখানা। দূর থেকে আসার ব্যাপার নেই।" উত্তর কলকাতার সিমলেপাড়ার নামজাদা সন্দেশ-স্রষ্টার বড় কর্তা প্রতীপ নন্দী বলেন, "কারিগরেরাই তো দেশে, মিষ্টি বানাবে কে! শুনেছি, নোভেল করোনাভাইরাস সংক্রমণ হলেও বেশির ভাগেরই প্রথম দিকে কোনও লক্ষণ বোঝা যায় না। তাই এই সঙ্কটে তাঁদের ফিরিয়ে এনে এখনই সন্দেশ তৈরি করাটা ঝুঁকির হয়ে যাবে।"

করোনায় মৃতদের দাহ করতে জনপ্রতিনিধিদের সতর্ক থাকার আবেদন তৃণমূলের

কলকাতা, ৫ এপ্রিল (হি. স.) : রাজ্যে করোনায় মৃতদের দাহ বা সমাধিস্থ করতে জনপ্রতিনিধিদের সতর্ক থাকার আবেদন জানাল রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস। সম্প্রতি একাধিক ক্ষেত্রে এ নিয়ে জটিলতা দেখা দেয়।দলীয় সূত্রের খবর, তৃণমূলনেত্রী নিজে চান জনপ্রতিনিধিরা স্থানীয় মানুষদের বিষয়টি বোঝান। করোনা আক্রান্ত ব্যক্তির দেহ শহরের কোনও শ্মশানে দাহ করা হলে বা কবরস্থানে গোর দেওয়া হলে তা থেকে সংক্রমনের কোনও আশঙ্কা নেই। মানুষ যেন অযথা ভয় না পান।করোনায় আক্রান্ত হয়ে যিনি প্রথম মারা গিয়েছিলেন তাঁর দেহ দাহ করতে গিয়ে কার্যত জনতা-পুলিশের খন্ডযুদ্ধ প্রত্যক্ষ করতে হয়েছিল প্রশাসনকে। নিমতলা শ্মশানে ওই ব্যক্তির দেহ দাহ করতে গিয়ে পুলিশকে স্থানীয় বাসিন্দাদের বিক্ষোভ ও প্রতিরোধের মুখে পড়তে হয়েছিল। কারণ বিক্ষোভকারীদের ভয় ছিল ওই ব্যক্তির দেহ ওখান দাহ করা হলে বাতাসের মাধ্যমে মারণ ভাইরাস পার্শবর্তী এলাকায় ছড়িয়ে পড়বে। সেদিন শেষে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের মাঠে নামিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া গেলেও ওই ব্যক্তির দেহ দাহ করতে প্রশাসনকে যেতে হয়েছিল ধাপার শ্মশানে। রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর এ ব্যাপারে একটি নোটিস কলকাতা পুরনিগমের কাছে পাঠিয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, মৃত ব্যক্তির দেহ থেকে সংক্রমনের কোনও সম্ভাবনা নেই। জানা গিয়েছে কলকাতা পুরনিগম এবার এই নোটিস শুধু শহরের শ্মশানে বা কবরস্থানেই টাঙাবে না, ওই সব শ্মশান ও কবরস্থানের পার্শবর্তী এলাকাতেও টাঙাবে।এই বিষয়ে মেয়র ফিরাদ হাকিম জানিয়েছেন, 'অনেক সময় করোনা আক্রান্ত ব্যক্তির মৃতদেহ সৎকার করতে গেলে স্থানীয় এলাকার মানুষ বাধা দিচ্ছেন। করোনা আক্রান্ত মৃত ব্যক্তির দেহ থেকে সংক্রমণের আশঙ্কা করছেন সাধারণ মানুষ। কিন্তু সবাইকে জানাছি ভয়ের কোনও কারণ নেই। রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর থেকে একটি নোটিশ জারি করা হয়েছে যেখানে স্পষ্ট জানানো হয়েছে মৃত ব্যক্তির দেহ থেকে সংক্রমনের সম্ভাবনা নেই। যারা সরকারের কাজ করছেন তাদের ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই।'

প্রকৃত মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করে না তবলীগীরা

আর কে সিনহা

করোনার মাধ্যমে দেশকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়ার গভীর চক্রান্ত করেছিল তবলীগী জামাত। গোটা দেশজুড়ে তারা নিজেদের জাল বিস্তার করেছে।এদের এত বাড়বাড়ন্ত পেছনে নিশ্চই রাজনৈতিক নেতা ও প্রশাসনিক আমলাদের হাত রয়েছে। এটি মোটেও বিশুদ্ধ ধর্মীয় সংগঠন নয়।

তবলীগী জামাতের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠার কারণও রয়েছে। এদের জন্যই ভারতে হঠাৎ করে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। তার জেরে অনেকের মৃত্যু হয়েছে। যা দুঃখ ও একই সঙ্গে লজ্জাজনক। একটা প্রশ্ন না করে পারছি না যে, রাজধানী দিল্লির মতো গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় নিজামুদ্দিনে কারা তবলীগী জামাতের মরকজ অর্থাৎ প্রধান কার্যালয় করার ছাড়পত্র দিয়েছিল। প্রায় দুই হাজার বর্গ মিটারের জুড়ে তবলীগী জামাতের বিশাল কার্যালয়। দুইটি বেসমেন্ট ও গ্রাউন্ড ফ্লোর ছাড়াও ছয়টি তলা রয়েছে। ভবনটির উচ্চতা ২৫ মিটার। প্রায় হাজার জামাত কার্যকর্তা এখানে থাকার ব্যবস্থা করা রয়েছে। প্রতিদিন কয়েক হাজার মানুষের আসা যাওয়া লেগেই থাকে এখানে। বর্ষীয়ান আইনজীবী ও মুসলিম সফর ফাউডেশনের সভাপতি মসরুর হাসান সিদ্দিকীর মতে ১৯৯২ সালে তবলীগী জামাতের মরকজ নির্মাণের জন্য আড়াই তলা ভবনের প্ল্যান পাশ হয়েছিল দিল্লি পৌরনিগমের। ১৯৯৫ সালে তা দুটি বেসমেন্ট ও ছয়টি ফ্লোর বিশিষ্ট বিশাল ভবনে রূপান্তর হয়। রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে এটি করা হয়েছে। দিল্লি পুলিশ, দিল্লি নগর নিগাম, দমকল ও স্থানীয় নেতারাও এতে যুক্ত ছিল।

লক্ষণীয় যে তবলীগী জামাতের বিশাল কার্যালয়ের ঠিক পাশেই ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের অধীনে থাকা সংরক্ষিত ঐতিহাসিক স্মারক ও স্থাপত্য রয়েছে। এর মধ্যে ৬৪ খাম্বা স্মারক রয়েছে। মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের শাসনকালে এটি বানানো হয়েছিল।নিয়ম অনুসারে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের অধীনে থাকা ঐতিহাসিক স্মারকের একশো মিটারের মধ্যে কোন নির্মাণ কাজ করা যাবে না। তবে কি করে তবলীগী জামাত নিজেদের প্রধান কার্যালয় গড়ে তুলল। দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারি আমলাদের জন্যই এমনটা হতে পেরেছে। প্রশ্ন হচ্ছে এই ক্ষেত্রে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের অনুমতি কি নেওয়া হয়েছিল।

আমরা কি শুধুমাত্র সরকারী আমলাদের দোষারোপ করে সেই যুগের সরকার এবং রাজনীতিবিদদের ক্ষমা করা দেবো? অবশ্যই না। প্রশ্ন আরও রয়েছে। গত বছর দিল্লির করোল বাগের অর্পিত প্যালেস হোটেলে আগুন লেগেছিল। এতে অনেক লোক প্রাণ হারিয়েছে। সেই আগুনে সমস্ত দিল্লি কেঁপে উঠেছিল। দমকল বিভাগ তখন রাজধানীর সমস্ত হোটেল, গেস্ট হাউস এবং ধর্মশালাগুলি পরিদর্শন করে যাবতীয় নির্দেশিকা দেয়। দমকলের তরফে আরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে অননুমোদিত উপরের তলাটি, যা দৈর্ঘ্যে ১৫ মিটারেরও বেশি, অবিলম্বে অপসারণ করা উচিত। পুলিশ, পৌরসভার, দমকল কি তবলীগী জামাতের মরকজে এসে এমন কোনও নিরীক্ষণ করেছিল। যদি করে থাকে তো কি পদক্ষেপ মরকজের তরফে নেওয়া হয়েছিল।

এই প্রশ্নের উত্তর মৌলানা সাদকেই দিতে হবে। দিল্লির নিজামুদ্দিনে যেখানে মরকজের ভবনটি অবস্থিত সেখানের রাস্তা বড়ই সংকীর্ণ। ফলে অগ্নিকাণ্ড বা দুর্যোগের সময় সেখানে দমকলের ইঞ্জিন প্রবেশের ক্ষেত্রে অসুবিধা হবে। এর থেকে কিছুটা দূরেই রয়েছে হজরত নিজামুদ্দিন ও আমির খুসর দরগা। এর পাশেই রয়েছে গালিব একাডেমি।ফলে প্রচুর জনসমাগম হয়।

এখান থেকে মরকজকে স্থানান্তর করা উচিত

এমন পরিস্থিতিতে তবলীগী জামাতের প্রধান কার্যালয় মরকজকে অন্যত্র ফাঁকা জায়গায় স্থানান্তর উচিত। এতে করে সবাই সুরক্ষিত থাকবে। কেউ আইনের অবহেলা করবে না। করোনা ভাইরাস ছড়ানোর ক্ষেত্রে তবলীগী জামাতের ভূমিকা স্পষ্ট ভাবে ফুটে উঠেছে। ফলে তাদের সভাপতি মহাম্মদ সাদের থেকে এইটুকু প্রত্যাশা করাই যায়। তাঁর নিজের উদ্যোগে প্রশাসনের কাছে গিয়ে মরকজের স্থানান্তর করার ব্যাপারটি বলাটা উচিত। তার মানে এই নয় তবলীগী জামাতের অপরাধ মাফ হয়ে যাবে।মরকজের ভবনের কোনও বৈধ কাগজপত্র পাওয়া যায়নি।এমনকি সাততলায় ভবনের কোন নকশা ও মেলেনি। এতে করে স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে যে অবৈধ ভাবে জমি দখল করে মরকজের ভবনটি রয়েছে।

একটা কথা স্পষ্ট করে দিতে চাই যে মুসলমানদের বহু সংগঠন ভারতের সক্রিয় রয়েছে। দেশ গঠনের কাজে নিজেদের নিয়োজিত করেছে এই সংগঠনগুলি। এর মধ্যে যেমন রয়েছে মুম্বইয়ের আঞ্জুমান - ই - ইসলাম, বহরায় মুসলমানদের বিভিন্ন সংগঠন, রয়েছে লখনউ এর বহু শিয়া সংগঠন। আঞ্জুমান - ই - ইসলামের অনেকগুলি স্কুল ও কলেজ রয়েছে। অভিনেতা দিলীপ কুমার, ক্রিকেটার ওয়াসিম জাফর এদের সংস্থায় লেখাপড়া করেছে।দিল্লীর অনাথ শিশুদের শিক্ষিত করার জন্য দরিয়াগঞ্জে "শিশুদের বাড়ি"নামক সংস্থা উল্লেখযোগ্য কাজ করেছে। এর মধ্যেই তারা একশো বছর পূর্ণ করেছে। এমন ধরনের মুসলিম সংগঠনের ওপর তো কোনও অভিযোগ দায়ের হয়নি। কিন্তু তবলীগী জামাতের গতিবিধি সন্দেহজনক। মানবতার নামে এরা কলঙ্ক। মূল কথা হচ্ছে তবলীগী জামাতের কালো দিক যখন বেরিয়ে আসবে। তখন যেন সেই সকল রাজনীতিবিদ ও আমলাদের রেয়াত না করা হয়। সরকারি আমলাদের মধ্যে অনেকেই এখন অবসর নিয়েছেন তাদের মধ্যে যদি কাউকে অভিযুক্ত পাওয়া যায় তবে তার পেনশন যেন আটকে দেওয়া হয়।সেই সকল রাজনীতিবিদদের নাম সামনে আসা উচিত যারা নির্লজ্জের মতন এদের সহায়তা করেছে।

(লেখক বরিষ্ঠ সম্পাদক ও কলম্নিস্ট)

টনি মরিসন ঃ এক মৃত্যুহীন প্রাণ

রতন ভট্টাচার্য

গত বছর এই সময় আমি আর প্রফেসর টালিন গ্রেগর প্রিন্সটনে ইরানি সাহিত্য নিয়ে আলোচনা ছিল। প্রিন্সটানে আইনস্টাইন-এর ফাল্ড হল যাওয়ার আগে খুব ইচ্ছে ছিল টনি মরিসনের সঙ্গে দেখা করার। গেলাম প্রিন্সটন এর আফ্রো মার্কিন বিভাগে, কিন্তু শুনলাম এমেরিটাস অধ্যাপিকা টনি মরিসন দীর্ঘ ছুটিতে শেষ উপন্যাস লিখতে বাড়ি চলে গিয়েছেন আর ক্লাস নিতে আসবেন না এই পুরো বছর।

'জীবন ও মৃত্যু নিয়ে একবার মরিসন ব্যলছিলেন, 'আমরা মারা যাব। খুব সম্ভবত এটিই জীবনের মানে। কিন্তু আমরা জীবনের উন্নতি ঘটাই, সম্ভবত এটাই আমাদের জীবনের মাপকাঠি।' মৃত্যু তাকে ডেকে নিল সম্প্রতি, কিন্তু তিনি বেঁচে থাকবেন তাঁর বিদ্রোহী সত্তা নিয়ে। কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের সংগ্রামের উজ্জ্বল প্রতীক। নোবেল পুরস্কার বিজয়ী মার্কিন ঔপন্যাসিক, প্রবন্ধকার, সম্পাদিকা ও প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের এমেরিটাস টনি মরিসন যাঁর অন্য নাম ছিল ক্লো আর্ডেলিয়া উওফোর্ড, সদ্য প্রয়াত। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর। বুগছিলেন বার্ধক্যজনিত অসুখে। নিউ ইয়র্কের এক হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়। ১৯৩১ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি আমেরিকার ওহায়োর এক আফ্রো-মার্কিন পরিবারে জন্মেছিলেন ক্লো আর্ডেলিয়া উওফোর্ড। বারো বছর বয়সে, ক্যাথলিক ধর্ম গ্রহণ করার সময়ে নিজের নাম পাল্টে 'অ্যান্টনি' করে নেন ক্লো। সেই 'অ্যান্টনি' থেকেই 'টনি'র জন্ম। হাওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পনার সময়ে বিয়ে করেছিলেন জামাইকান স্থপতিবিদ হ্যারাল্ড মরিসনকে। বছর কয়েক পরে বিয়ে ভেঙে যায়, থেকে যায় 'মরিসন' পদবিটি। এই টনি মরিসন নামেই প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর উপন্যাস-'দ্যা ব্লুয়েস্ট আই'। ১৯৩১ ক্লো- বয়স যখন মাত্র দুই, তাঁদের বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলেন বাড়িওয়ালা, ঠিক সময়ে বাড়ি ভাড়া না দেওয়ার জন্য। মরিসন এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, 'সেই ভয়ংকর ঘটনাতেও মা-বাবাকে চিন্তিত হতে দেখিনি। ওঁরা বলতেন, কঠিন পরিস্থিতির মধ্যেও বেঁচে থাকার রসদ খুঁজে নিতে হয়। তাঁদের সেই কথাটাই আমার জীবনের চালিকাশক্তি'।

তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাগুলির মধ্যে রয়েছে 'বিলাভেড', 'সং অফ সলোমন'স সুলা, 'দ্য ব্লুয়েস্ট আই'। ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম উপন্যাস 'দ্যা ব্লুয়েস্ট আই'। ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম উপন্যাস 'দ্যা ব্লুয়েস্ট আই'। এক কৃষ্ণাঙ্গ তরুণীর কাহিনী নিয়ে লেখা হয়েছে এ উপন্যাস, স্কুলে থাকার সময়ে তাঁর এক শ্বেতাঙ্গ সহপাঠিনী জিজ্ঞাসা করেছিল---'তোমার চোখ আমাদের মতো নীল নয়। তুমি নিশ্চয় চাও তোমার চোখও এ রকম সুন্দর নীল হোক। কুড়ি বছর পরেও নীল চোখের কালো মেয়েটিকে অনেক পরে সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন টনি। বলেছিলেন, 'নীল চোখ, সোনালী চুল, সাদা চামড়ার বাইরেও যে একটা জগৎ আছে নির্মম কিছু অপরূপ, শিকলে বাঁধা, কিন্তু ডানায় বর দিয়ে উড়ানে উন্মুখ, সেটাই বারবার লিখেছি আমি। কারণ মৃত্যুই যেমন জীবনের চরম ব্যঞ্জনা, ভাষা তেমনই জীবনের। ১৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় টনির আরেকটি বিক্যাত উপন্যাস 'বিলাভড'।এ উপন্যাসের জন্য পুলিৎজার পুরস্কার পেয়েছিলেন চিনি। উপন্যাসটি অবলম্বনে একটি চলচ্চিত্রও নির্মিত হয়। তাতে অভিনয় করেছিলেন ওপ্রা উইনেফ্রে। ১৯৮৮ সালে 'বিলাভড' গ্রন্থের জন্য পুলিৎজার পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়েছিল প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের এমেরিটাস এই লেখিকাকে। ১৯৯৩ সালে সাহিত্যের জন্য নোবেল পুরস্কার পান এই মার্কিন লেখিকা। তাঁর উল্লেখযোগ্য পুরস্কারের তালিকায় রয়েছে 'পেরিসিডেন্সিয়াল মেডেল অফ ফ্রিডম' ও 'ন্যাশনাল ইউম্যানিটিজ মেডেল'। সাহিত্যে নোবেল এবং পুলিৎজার পুরস্কার ছাড়াও ২০১২ খ্রিষ্টাব্দে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার কাছ থেকে 'প্রেসিডেন্সিয়াল মেডেল অফ ফ্রিডম' পুরস্কার গ্রহণ করেন। এছাড়া, আমেরিকার সাহিত্যে অসামান্য অবদান রাখার জন্য ১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দে তিনি 'ন্যাশনাল বুক ফাউন্ডেশন মেডেল' অর্জন করেন। টনি মরিসন 'র‍্যানডম হাউজে'র প্রথম আফ্রিকান আমেরিকান নারী সম্পাদক।

মরিসনের লেখক পরিচিতিতে এই 'কৃষ্ণাঙ্গ শব্দটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। তার কারণ শুধু এই নয় যে, তিনিই প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ লেখক, যিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। কারণটা লুকিয়ে আছে তাঁর উপন্যাসের পরতে পরতে। 'সে বছর শরৎকালে একটাও গাঁদা ফুল ফোটেনি। কারণটা, তা যতই চাপা দেওয়ার চেষ্টা করা হোক না কেন, আমরা সবাই জানতাম। তার বাবার বাচ্চা পেটে ধরেছিল পিকোলা, তাই তো একটা পুলও ফোটেনি সে বছর'। আপাতত সরল ভাষার আড়ালে চাবুকের মতো এই বাক্যগুচ্ছ দিয়ে তাঁর প্রথম উপন্যাস শুরু হয়েছিল। সেটা ১৭৯০-এর কথা রাষ্ট্রপতি ওবামা বলেছিলেন, মরিসনের ('distinct and inclusive volce') এর কথা কারণ আমেরিকাতে কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের কোনও কণ্ঠস্বর ছিল না। তাই মানুষের জন্য লিখতে গেলে প্রতমে অবহেলিত নির্যাতিত মানুষগুলোর কথা বলতে হয় এবং এই মানুষগুলো সমাজের মূলস্রোতে মিলতে পারলেই মার্কিন সমাজ সর্বজন গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করবে। তাই তাঁকে শুধু কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের লেখিকা বলে তাঁর সাহিত্যের সঠিক মূল্যায়ন করা যাবে না। পিকোলার যন্ত্রণা যে সব নারীর শুধু একজন কৃষ্ণাহগ নারীর নয়। মরিসনের দু-একটা বিশ্লেষণ করলেই অনুধাবন করা যায় তাঁর চরনাশৈলী। ১৯৮৭ সালের উপন্যাস 'বিলাভড'। এটি লিখেছিলেন টনি মরিসন ১৮৬১ থেকে ১৮৫৬ সাল পর্যন্ত আমেরিকার গৃহযুদ্ধ পরবর্তী পটভূমিতে আফ্রিকান-আমেরিকান ক্রীতদাস মার্গারেট গার্নারের জীবনী দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে লেখা উপন্যাসটি ১৯৮৮ সালে ফিকশনের জন্য পুলিৎজার পুরস্কার জেতে। ততদিনে তাঁর সব থেকে বিখ্যাত উপন্যাস 'বিলাভড' সর্বাধিক বিক্রীত বইয়ের তালিকা থেকে আমেরিকার স্কুলের পাঠ্যক্রম---সর্বত্র অনায়াস যাতায়াত শুরু করে দিয়েছে। ১৯৯৮ সালে উপন্যাসটি নিয়ে একই নামের একটি চলচ্চিত্র নির্মিত হয়। এতে অভিনয় করেছিলেন বিখ্যাত টেলিভিশন উপন্যাসের মূল চরিত্র সে একজন নারী ত্রীতদাস। মালিকের অত্যাচার থেকে বাঁচতে সে পালিয়ে যায়। কিন্তু ২৮ দিন পর ধরা পড়ে। এ সময়ে তাকে ও তার দুই বছর বয়সী বাচ্চাকে জোর করে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায়। সেথের মালিক। কিন্তু ফিরে যেতে চায় না সেথ। আর তাই নিজের দুই বছর বয়সী মেয়েকে মেরে ফেলে সে। ১৮৭৩ সালে অহিওর নিসসিনাতির পরিপ্রেক্ষিতে রচিত হয় উপন্যাস 'বিলাভড'। সেথ তার ১৮ বছর বয়সী মেয়ে ডেনভারের সঙ্গে থাকে। সেথের শাশুড়ি বেরি সাগস আট বছর আগে মারা গেছে। মৃত্যর আগে পর্যন্ত সে সেথের সঙ্গেই থাকত। সেথের দুই ছেলে হাওয়ার্ড ও বাগলার তাঁদের দাবি সাগের মৃত্যুর আগেই বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছিল। সেথের ধারণা বাড়িতে অশুভ আত্মা রয়েছে বলেই তার দুই ছেলে ভয়ে পালিয়ে গেছে। সবার ধারণা সেথের মেয়ের আত্মা ঘুরে বেড়ায় তাদের বাড়িতে । যে কি না খুন হয়েছিল সেথের হাতেই। উপন্যাসটি শুরু হয় যেদিন সেথের বাসায় পল ডি আসে। ২০ বছর আগে পল আর সেথ একসঙ্গে ক্রীতদাস হিসেবে কাজ করত মিস্টার গার্নারের কেন্টাকির বাড়িতে। পল আসার পর থেকেই পুরোনো দিনের কথা আলোচনা করতে থাকে সেথ। পুরোনো দিনের কথা আলাপ করতে করতে সেথের মনে পড়ে যায় তার জীবনের অনেক কথা, যা এত দিন ভুলে ছিল। সেথের মা ছিলেন একজন আফ্রিকান। যদিও কোনওদিন মায়ের দেখা পায়নি সে। ১৩ বছর বয়সে সেথকে দাসী হিসেবে বিক্রি করে দেওয়া হয়। সেথের মালিক ছিল দয়াবান মানুষ। তার বাড়িতেই ক্রীতদাসী হিসেবে কাজ শুরু করে সে। সেখানেই তার সঙ্গে পরিচয় হয় অন্য ক্রীতদাসদের সিক্সো, পল ডি, পল এ, পল এফ এবং হাল সবাই একসঙ্গে গার্নারের বাড়িতে দাস, হিসেবে কাজ করত তখন। সিক্সোকে বিয়ে করে সেখ। তাদের দুই ছেলে ও এক মেয়ে হয়। গার্নার মারা যাওয়ার পর মিসেস গার্নারের অনুরোধে ফার্মের দায়িত্ব নেয় গার্নারের বাই। দাসদের কাছে সে পরিচিত 'স্কুল টিচা'র নামে। সে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই দাসদের ওপর নেমে আসে নির্যাতন। গার্নারের বাই ও ভাতিজাদের নির্যাতন থেকে বাঁচতে পালিয়ে যায় সেথ, পল ডি ও সিক্সো।

পল ডিকে খুঁজে বের করে ধরে নিয়ে আসে গার্নারের দুই ভাতিজা আর সেথের স্বামী সিক্সোকে মেরে ফেলা হয়। সেথকে ধরে নিয়ে ধর্ষণ করে গার্নারের ভাতিজা। বাচ্চাদের আগেই শাশুড়ির কাছে সিনসিনাতিতে পাঠিয়ে দিয়েছিল সেথ। ধর্ষণের পর সন্তান সম্ভাবা হয়ে পড়ে সেথ। সেখান থেকে আবারও পালিয়ে যায় সেথ। অ্যামি ডেনভার নামেক এক শ্বেতাঙ্গ নারী সেথকে জঙ্গল থেকে উদ্ধার করে চিকিৎসা করায়। সেখানেই জন্ম নেয় সেথের মেয়ে। অ্যামির প্রচি কৃতজ্ঞতা থেএক মেয়ের নাম ডেনভার রাখে সেথ।

সিনসিনাতিতে ২৮ দিন থাকার পর সেথকে নিতে আসে গার্নারের ভাই। কিন্তু নিজের মতো সন্তানদেরও দাস হিসেবে গড়ে তুলতে চায় না সেথ। তাই সে নিজ হাতে সন্তানদের মেরে ফেলতে চায়। নিজেক তৃতীয় সন্তান ও প্রথম মেয়ের গলা কেটে হত্যা করে সেথ। মেয়েকে হত্যার অপরাধে সেথকে জেলে যেতে হয়। সে সময় তার সাথে তার ছোট মেয়ে ডেনভারও চিল। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে আবার শাশুড়ির কাছে যায় সেথ। ততদিনে হতাশায় জর্জরিত বেবি সাগসকে একঘরে করেছে এলাকার সবাই। সেখানেই সন্তান ও শাশুড়িকে নিয়ে নতুন করে জীবন শুরু করে সেথ। 'বিলাভড' উপন্যাসের জন্য ১৯৮৮ সালে 'পুলিৎজা'র ও 'আমেরিকান বুক অ্যাওয়ার্ড' পান টনি মরিসন।

সূলা বা সহ অপ সলোমন-এর মতো না হলেও টারে বেরি উপন্যাস মেলবন্ধ ঘটিয়েছে মিথ কল্পনা আর বাস্তব যন্ত্রণার উপাখ্যান। জাদিনে চাইল্ডস একজন ফ্যাশন মডেল, যার একজন শ্বেতাঙ্গ প্রেমিক আছে। ক্যারিবিয়ান থেকে ম্যানহাটান সামিল করেছেন এই বইয়ে টনি মরিসন। ব্যঙ্গ রসিকতার আড়ালে গভীর দুঃখের গল্পের ঠাস বুনন। কল্পনার জগত ছেড়ে এর রুক্ষ কঠিন সংগ্রাম কত ভয়ংকর দেখানো হয়েছে এই উপন্যাসে। সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার এসেছিল অবশ্য তার কয়েক বছর পরে—১৯৯৩ সালে। কিন্তু তার অনেক আগেই তিনি স্বীকৃতি পেয়েছেন গোটা মার্কিন মুলুক, তথা গোটা বিশ্বে। সোমবার রাতে নিউ ইয়র্কের হাসপাতালে মারা গেলেন ৮৮ বছর বসী সেই মার্কিন কৃষ্ণাঙ্গ লেখিকা টনি মরিসন। কিন্তু তিনি যে সঙ্গে করে এনেছিলেন মৃত্যুহীন প্রাণ। নিউ মরিসন নোবেল পুরস্কার পেয়ে মন্তব্য করেছিলেন 'oppressive language does more than represent. violence; it is violence; does more than represent the limits of knowledge; it limits knowledge'.

নোবেল পুরস্কার পেয়ে তিনি যা বলেছিলেন আজ তার উপন্যাস আলোচনা করতে গিয়ে আমরা সেই কথাই বলতে পারি 'We die, that many be the meaning of life.But we do language. That may be the measure of our lives'. কৃষ্ণাঙ্গদের জন্য সাহিত্যেই নয় তিনি বিশ্ব সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখিকার আসন লাভ করেছেন। বাংলাতে তার গ্রন্থ অনুদিত হয়েছে। 'গড হেল্প দ্য চাইল্ড' ভাষান্তর করেছেন দুলাল আল মনসুর । তবে মূল বইগুলোর অনুবাদ হওয়া জরুরি।

নিউইকর্য টাইমস লিখেছে 'Many writers are silenced by death but some rare ones like Shakespeare Marquez, Twain or Jane Austen grow more amplified by each new generation and here too we many safely conclude that we have had blessings of reading Morrison while our next generations will have the blessing of rediscovering her and she will in this way live for ever'.

আমরা তাঁর উপন্যাস পড়েছি সমৃদ্ধ হয়েছি।

প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর প্রয়ি কর্মস্থল। মুগ্ধ করে রেখেছিলেন সবাইকে নতুন ভাবনা নতুন চিন্তাতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন নতুন সংগ্রামে। মানুষ মানুষের জন্য এই বাণী ছড়িয়ে দিতে চেষ্টার কসুর করেননি। আমরা পরবর্তী প্রজন্ম আরও নতুন করে প্রেরণা পাবে তাঁর উপন্যাস পড়ে আর তিনি অমর হয়ে থাকবেন আমাদের মধ্যে। না মার্কিন না কৃষ্ণাঙ্গ একজন মহৎ প্রাণের লেখিকা, মানুষকে বালবাসার গল্প লেখিকা হিসেবে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

এক নজরে বাংলাদেশ

মনির হোসেন, ঢাকা,

বাংলাদেশের মানুষের রয়েছে আশ্চর্য এক সহনশীল মতা: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,এপ্রিল ০৫।। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের অর্থনীতিতে করোনাভাইরাসের প্রভাব মোকাবেলায় বেশ কিছু উদ্দীপনা প্যাকেজসহ তার সরকারের তরফ থেকে ৭২ হাজার ৭৫০ কোটি টাকার সার্বিক একটি প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন।প্রধানমন্ত্রী বলেন,এর আগে আমি রপ্তানিমুখী শিল্পকর্মী ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতা প্রদানের জন্য ৫ হাজার কোটি টাকা (জরুরি) প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছি এবং আজ আমি নতুন করে ৬৭ হাজার ৭৫০ কোটি টাকার চারটি নতুন আর্থিক উদ্দীপনা প্যাকেজ ঘোষণা করছি।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রবিবার সকালে তার সরকারি বাসভবন গণভবন থেকে করোনাভাইরাস পরিস্থিতি মোকাবিলায় অনুষ্ঠিত প্রেস কনফারেন্সে প্রদত্ত লিখিত ভাষণে আরও বলেন,নতুন বরাদ্দসহ মোট আর্থিক বরাদ্দ দাঁড়াবে ৭২ হাজার ৭৫০ কোটি টাকা, যা জিডিপির প্রায় ২ দশমিক ২২ শতাংশ।বাংলাদেশ টেলিভিশন, বাংলাদেশ বেতার এবং মাছরাঙ্গা টেলিভিশন এবং বেশকিছু ফেসবুক পেজে এই ব্যতিক্রমী সংবাদ সম্মেলনটি সরাসরি প্রচার করা হয়। যেখানে করোনা পরিস্থিতির কারণে প্রশ্নোত্তর পর্ব রাখা হয়নি।

সংবাদ সম্মেলনে অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল, অর্থ সচিব আব্দুর রউফ তালুকদার এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ফজলে কবির প্রধানমন্ত্রীর প্যাকেজ সম্পর্কে নিজস্ব অভিমত তুলে ধরেন। প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব ইহসানুল করিম সংবাদ সম্মেলনটি সঞ্চালনা করেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমি আশা করি, পূর্বে এবং আজকে ঘোষিত আর্থিক সহায়তার প্যাকেজসমূহ দ্রুত বাস্তবায়িত হলে আমাদের অর্থনীতি পুনরায় ঘুরে দাঁড়াবে এবং আমরা কাঙ্ক্ষিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির কাছাকাছি পৌঁছতে পারব ইনশাআল্লাহ।তিনি বলেন,বাংলাদেশের অর্থনীতির উপর সম্ভাব্য বিরূপ প্রভাব উত্তরণে তার সরকার তাৎণিক, স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদী- এ তিন পর্যায়ে বাস্তবায়নের লয একটি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।তিনি বলেন,বাংলাদেশের অর্থনীতির উপর সম্ভাব্য বিরূপ প্রভাব উত্তরণে আমি এখন ৪টি কার্যক্রমের বিষয়ে তুলে ধরছি। চারটি প্রোগ্রাম হলো- জনসাধারণের ব্যয় বৃদ্ধি, একটি উদ্দীপনা প্যাকেজ প্রণয়ন, সামাজিক সুরা নেট কভারেজ প্রশস্ত করা এবং আর্থিক সরবরাহ বৃদ্ধি করা।

চারটি প্যাকেজের মূল বিষয়বস্তু সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী বলেন,তিগ্রস্ত শিল্প ও সার্ভিস সেক্টরের প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য ব্যাংক ব্যবস্থার মাধ্যমে স্বল্প সুদে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল প্রদানের লয ৩০ হাজার কোটি টাকার একটি ঋণ সুবিধা প্রণয়ন করা হবে।তিনি বলেন,ব্যাংক-কায়েন্ট রিলেশনসের ভিত্তিতে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ সংশ্লিষ্ট শিল্প/ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে তাদের নিজস্ব তহবিল হতে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল বাবদ ঋণ প্রদান করবে।এ ঋণ সুবিধার সুদের হার হবে ৯ শতাংশ। প্রদত্ত ঋণের সুদের অর্ধেক অর্থাৎ ৪ দশমিক ৫০ শতাংশ ঋণ গ্রহীতা শিল্প/ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পরিশোধ করবে এবং অবশিষ্ট ৪ দশমিক ৫০ শতাংশ সরকার ভর্তুকি হিসেবে সংশ্লিষ্ট ব্যাংককে প্রদান করবে।

শেখ হাসিনা তার দ্বিতীয় প্যাকেজে বলেন,ুদ্র (কুটির শিল্পসহ) ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে ব্যাংক ব্যবস্থার মাধ্যমে স্বল্প সুদে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল প্রদানের লয ২০ হাজার কোটি টাকার একটি ঋণ সুবিধা প্রণয়ন করা হবে।তিনি বলেন,ব্যাংক-কায়েন্ট রিলেশনসের ভিত্তিতে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ সংশ্লিষ্ট ুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে তাদের নিজস্ব তহবিল হতে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল বাবদ ঋণ প্রদান করবে।এ ঋণ সুবিধার সুদের হার হবে ৯ শতাংশ। প্রদত্ত ঋণের ৪ শতাংশ সুদ ঋণগ্রহীতা শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিশোধ করবে এবং অবশিষ্ট ৫ শতাংশ সরকার ভর্তুকি হিসাবে সংশ্লিষ্ট ব্যাংককে প্রদান করবে, বলেন তিনি। বাংলাদেশ ব্যাংক প্রবর্তিত ইডিএফ (এক্সপোর্ট ডেভেলপমেন্ট ফান্ড) এর সুবিধা বাড়ানো, ব্যাক টু ব্যাক এলসি- এর আওতায় কাঁচামাল আমদানি সুবিধা বৃদ্ধির লয ইডিএফ-এর বর্তমান আকার ৩ দশমিক ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার হতে ৫ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করা হবে। ফলে ১ দশমিক ৫ বিলিয়ন ডলারের সমপরিমাণ অতিরিক্ত ১২ হাজার ৭৫০ কোটি টাকা ইডিএফ তহবিলে যুক্ত হবে।তিনি বলেন, ইডিএফ-এর বর্তমান সুদের হার এলআইবিওআর-লন্ডন ইন্টারব্যাংক অফার্ড রেটৃ১ দশমিক ৫ শতাংশ (যা প্রকৃত পে ২ দশমিক ৭তু) হতে কমিয়ে ২ শতাংশ নির্ধারণ করা হবে।চতুর্থ প্যাকেজে শেখ হাসিনা বলেন,প্রি-শিপমেন্ট ক্রেডিট রিফিন্যান্স স্কিম নামে বাংলাদেশ ব্যাংক ৫ হাজার কোটি টাকার একটি নতুন ঋণ সুবিধা চালু করবে।তিনি বলেন,এ ঋণ সুবিধার সুদের হার হবে ৭ শতাংশ। প্রধানমন্ত্রী এই বৈশ্বিক ও দেশীয় অর্থনৈতিক সংকট হতে উত্তরণের জন্য রপ্তানি খাতের পাশাপাশি দেশীয় পণ্যের প্রতি বিশেষ নজর প্রদানের আহ্বান জানান।তিনি বলেন,েেত্র আমি সকলকে দেশীয় পণ্যের উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধির জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।শেখ হাসিনা বলেন,বাংলাদেশের মানুষের রয়েছে আশ্চর্য এক সহনশীল মতা এবং ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করে দ্রুত ঘুরে দাঁড়ানোর সমতা। ১৯৭১ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে সাড়া দিয়ে যে জাতি মাত্র ৯ মাসে স্বাধীনতা ছিনিয়ে এনেছে— সে জাতিকে কোনো কিছুই দাবিয়ে রাখতে পারবে না।তিনি বলেন,মহান আল্লাহ বিশ্ববাসীকে এই মহামারী থেকে রা করুন।তিনি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে দেশের জনগণসহ বিশ্বের সকল মানুষের সুরাও কামনা করেন।

শেখ হাসিনা বলেন,দেশবাসীর যাতে কষ্ট লাঘব হয় এবং তারা ব্যবসা-বাণিজ্য যথাযথভাবে চালিয়ে যেতে পারেন সে জন্যই তার সরকারের এসব প্যাকেজ।প্রধানমন্ত্রী দেশবাসীকে ধৈর্য এবং সাহসিকতার সঙ্গে পরিস্থিতির মোকাবেলার এবং ভিড় এড়িয়ে চলার আহ্বান জানান।সবাইকে সততার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন,এইটুকু চাই সবাই যেন সততার সঙ্গে কাজ করেন। এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে কেউ যেন কোনোরকম দুর্নীতি, অনিয়ম বা অপব্যবহার না করেন।কেউ করবেন না, সেটাই আমার অনুরোধ। আমরা যদি সঠিকভাবে কাজ করতে পারি তাহলে সমাজের কোনো স্তরের মানুষই কোনো অসুবিধায় পড়বে না, যোগ করেন তিনি।

বাংলাদেশের অর্থনীতির উপর সম্ভাব্য বিরূপ প্রভাব উত্তরণে প্রধানমন্ত্রী তার সরকারের ৪ দফা কার্যক্রম তুলে ধরেন। যার মধ্যে রয়েছে- প্রথমত, সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি করা: সরকারি ব্যয়েরেেত্র ‘কর্মসৃজনকে’ মূলত প্রাধান্য

দেওয়া হবে। বিদেশ ভ্রমণ এবং বিলাসী ব্যয় নিরুৎসাহিত করা হবে।তিনি বলেন,আমাদের ঋণের স্থিতি-জিডিপি’র অনুপাত অত্যন্ত কম (৩৪ শতাংশ) বিধায় অধিকতর সরকারি ব্যয় সামষ্টিক অর্থনীতির উপর কোনো চাপ সৃষ্টি করবে না।দ্বিতীয়ত, আর্থিক সহায়তার প্যাকেজ প্রণয়ন: ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে স্বল্প সুদে কতিপয় ঋণ সুবিধা প্রবর্তন করা হবে।

তিনি বলেন,অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পুনরুজ্জীবিত করা, শ্রমিক-কর্মচারীদের কাজে বহাল রাখা এবং উদ্যোক্তাদের প্রতিযোগিতার সমতা অুণ্ণ রাখাই হলো আর্থিক সহায়তা প্যাকেজের মূল উদ্দেশ্য।

তৃতীয়ত, সামাজিক সুরা কার্যক্রমের আওতা বৃদ্ধি: দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী জনগণ, দিনমজুর এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক কাজে নিয়োজিত জনসাধারণের মৌলিক চাহিদা পূরণে বিদ্যমান সামাজিক সুরা কার্যক্রমের আওতা বৃদ্ধি করা হবে।এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ হলো-বিনামূল্যে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ,১০ টাকা কেজি দরে চাউল বিক্রয়, ল্যভিত্তিক জনগোষ্ঠীর মাঝে নগদ অর্থ বিতরণ,‘বয়স্ক ভাতা’ এবং ‘বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলাদের জন্য ভাতা’ কর্মসূচির আওতা সর্বাধিক দারিদ্র্যপ্রবণ ১০০টি উপজেলায় শতভাগে উন্নীত করা এবং জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উপলে গৃহীত অন্যতম কার্যক্রম গৃহহীন মানুষদের জন্য গৃহ নির্মাণ কর্মসূচি দ্রুত বাস্তবায়ন করা ইত্যাদি।

চতুর্থত, মুদ্রা সরবরাহ বৃদ্ধি করা: অর্থনীতির বিরূপ প্রভাব উত্তরণে মুদ্রা সরবরাহ বৃদ্ধি করা অত্যন্ত জরুরি।তিনি বলেন,বাংলাদেশ ব্যাংক ইতোমধ্যে সিআরআর এবং রেপোর হার কমিয়ে মুদ্রা সরবরাহ বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, যা আগামীতেও প্রয়োজন অনুযায়ী অব্যাহত থাকবে।তবে এেেত্র আমাদের ল্য থাকবে যেন মুদ্রা সরবরাহজনিত কারণে মুদ্রাস্ফীতি না ঘটে, যোগ করেন তিনি। শেখ হাসিনা বলেন,করোনাভাইরাসের দ্রুত বিস্তার, স্বাস্থ্য পরিষেবার উপর সৃষ্ট বিপুল চাপ এবং সংক্রমণ প্রতিরোধে নজিরবিহীন লকডাউন ও যোগাযোগ স্থবিরতা বিশ্ব অর্থনীতির উপর ইতোমধ্যেই ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে।তিনি বলেন,শিল্প উৎপাদন, রপ্তানি বাণিজ্য, সেবাখাত বিশেষত: পর্যটন, এভিয়েশন ও হসপিটালিটি খাত,ুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ, কর্মসংস্থান ইত্যাদিেেত্র ধস নেমেছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন,শুধু সরবরাহেেত্রই নয়, চাহিদারেেত্রও ভোগ ও বিনিয়োগ চাহিদা হ্রাস পেতে শুরু করেছে। আইএমএফ ইতোমধ্যে বিশ্ব অর্থনীতিতে মন্দা শুরু হয়েছে মর্মে ঘোষণা করেছে। পাশাপাশি পুঁজি বাজারে বিশ্বব্যাপী বিগত কয়েক সপ্তাহে ২৮-৩৪ শতাংশ দরপতন ঘটেছে।সরকার প্রধান বলেন, ওইসিডি (অর্গানাইজেশন ফর ইকোনমিক কো-অপারেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট- এর হিসাব মতে মন্দা প্রলম্বিত হলে বিশ্ব। প্রবৃদ্ধি ১ দশমিক ৫ শতাংশে নেমে আসবে। যাতে বিশ্বব্যাপী বিপুল জনগোষ্ঠী কর্মহীন হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। আর মন্দা দীর্ঘস্থায়ী হলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্ব এই প্রথম এমন মহামন্দা পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন,বাংলাদেশের অর্থনৈতিক তির পরিমাণ ৩ দশমিক শূন্য ২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার হবে মর্মে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক প্রাক্কলন করেছে। কিন্তু বর্তমান প্রোপটে মনে হচ্ছে এ তির পরিমাণ আরও বেশি হতে পারে।শেখ হাসিনা বলেন,সামষ্টিক চলকসমূহের নেতিবাচক প্রভাবের ফলে জিডিপি’র প্রবৃদ্ধি হ্রাস পেতে পারে।শেখ হাসিনা বলেন,চলতি অর্থবছরের রাজস্ব সংগ্রহের পরিমাণ বাজেটের ল্যমাত্রার তুলনায় কম হবে। এর ফলে অর্থবছর শেষে বাজেট ঘাটতির পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পেতে পারে।দীর্ঘ ছুটি বা কার্যত লক-ডাউনের ফলেুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের উৎপাদন বন্ধ এবং পরিবহন সেবা ব্যাহত হওয়ায় স্বল্প আয়ের মানুষের ক্রয় মতা হ্রাস এবং সরবরাহ চেইনে সমস্যা হতে পারে বলেও তিনি আশংকা প্রকাশ করেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন,নভেল করোনাভাইরাস-এর প্রাদুর্ভাব বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ইতোমধ্যে এটিকে বৈশ্বিক মহামারি হিসেবে ঘোষণা করেছে। এ যাবত ২০২টি দেশ ও অঞ্চলে এর সংক্রমণ দেখা দিয়েছে। বিশ্বে এখন প্রতিদিন ৭০ হাজারের বেশি মানুষ সংক্রমিত হচ্ছে এবং ৪ হাজারের বেশি মারা যাচ্ছে।তিনি বলেন,গতকাল পর্যন্ত প্রায় ১১ লাখ ৩০ হাজার ৮১৪ জন মানুষ আক্রান্ত হয়েছেন এবং ৬০ হাজার ১৪৯ মারা গেছেন। ২ লাখ ৩৫ হাজার ৯০২ সুস্থ হয়েছেন। কাজেই সুস্থ হবার হারটা বেশি।বাংলাদেশে সময়মত ও যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে আল্লাহর রহমতে এখনও আমাদের এখানে ব্যাপক সংক্রমণ ঘটেনি এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে, যোগ করেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী তার ভাষণে উল্লেখ করেন, বাংলাদেশে গতকাল পর্যন্ত ৭০ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ও ৮ জন মারা গেছেন। ৩০ জন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গেছেন। যারা মৃত্যুবরণ করেছেন, তাদের সবার বয়স সত্তরের উপরে এবং পূর্ব হতেই তারা বিভিন্ন জটিল রোগে ভুগছিলেন।এ সময় প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস মোকাবেলায় তার সরকারের পদপেসমূহের উল্লেখ করে তিনি বলেন,গত বছর ডিসেম্বর মাসের শেষে চীনে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ দেখা দেওয়ার পরপরই আমরা এই বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিই।তিনি বলেন,স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের রোগ নিয়ন্ত্রণ শাখা ও আইইডিসিআর যৌথভাবে কাজ শুরু করে। আইইডিসিআর-এ কন্টোল রুম খোলা হয় এবং রোগটি মোকাবিলায় প্রস্তুতি শুরু করা হয়। এ ছাড়া, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে পৃথক পৃথক কন্টোল রুম চালু করা হয়েছে। এগুলোর মাধ্যমে সার্বিক পরিস্থিতি পর্যবেণ এবং কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভাইরাসসহ সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণে আমাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গাইডলাইন অনুসরণ করে ‘ন্যাশনাল প্রিপেয়ার্ডনেস এন্ড রেসপন্স প্ল্যান ফর কোভিড-১৯, বাংলাদেশ’ প্রণয়ন করে তিন স্তর বিশিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছ- বিদেশে গমন এবং বিদেশ থেকে আগমন নিরুৎসাহিত করা, সংক্রমিত ব্যক্তির আগমন ঘটলে দ্রুত সনাক্তকরণ এবং এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তির মধ্যে ভাইরাসের বিস্তার রোধ এবং চিহ্নিত আক্রান্ত ও অসুস্থ ব্যক্তিদের দ্রুত পৃথক করে (কোয়ারেন্টিন) যথাযথ চিকিৎসা প্রদান।

প্রধানমন্ত্রী বলেন,গত জানুয়ারি থেকেই দেশের সকল বিমানবন্দর, সমুদ্রবন্দর এবং ছয়ের পাতায়

করোনা আতঙ্কে বাংলাদেশ ছেড়েছেন ৯ শতাধিক বিদেশি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঢাকা,এপ্রিল ০৫।। করোনাভাইরাস আতঙ্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দু’টি বিশেষ ফাইটসহ এখন পর্যন্ত ৬টি বিশেষ ফাইটে ৯০০-এর বেশি বিদেশি নাগরিক বাংলাদেশ ছেড়েছেন। এদের অধিকাংশই কোভিড-১৯ মহামারি শুরুর আগে বাংলাদেশে এসেছিলেন এবং নিয়মিত ফাইট বন্ধের কারণে এ দেশে আটকা পড়ে।

রোববার (৫ এপ্রিল) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প থেকে এ সব তথ্য জানানো হয়েছে। দূতাবাসগুলোর সঙ্গে নিজ নিজ দেশে প্রত্যাবর্তনের বিষয়ে যোগাযোগ কা হয়। এরই পরিপ্রেেত দূতাবাসগুলো বাংলাদেশ সরকারের সহযোগিতায় ভাড়া করা প্লেনের মাধ্যমে তাদেরকে দেশে ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করে।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানায়, এদের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রগামী অধিকাংশ যাত্রীই বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত এবং যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক ও স্থায়ী বাসিন্দা।

যারা বর্তমান পরিস্থিতিতে নিজ নিজ পরিবারের সঙ্গে থাকার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে গেছেন। যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত স্থায়ী বাসিন্দাদের একটি বড় অংশ স্থায়ী বাসিন্দা হিসেবে সেদেশে ফিরে যাওয়ার আইনি বাধ্যবাধকতার জন্য নির্ধারিত সময় সীমার পূর্বেই ফেরত গেছেন।

জাপানিজ এবং রাশিয়ান নাগরিক যারা বাংলাদেশ ত্যাগ করেছেন, তাদের একটি বড় অংশ এ দেশে বিভিন্ন প্রকল্পে কাজ করতেন। যা বর্তমান পরিস্থিতিতে বন্ধ রয়েছে। বর্তমানে তাদের কোনো কাজ না থাকায় তারা নিজ পরিবারের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য বাংলাদেশ ত্যাগ করেন।

বর্তমান পরিস্থিতি স্বভাবিক হলে তাদের সকলেই বাংলাদেশে ফিরে এসে ফের কাজে যোগ দেবেন। বাংলাদেশে অধ্যয়নরত বিদেশী শিার্থীদের অনেকেই শিাপ্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ থাকায় নিজ নিজ দেশে ফেরত গেছেন।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আরও জানায়, বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশে অবস্থানরত বিভিন্ন দেশের স্থায়ী বাসিন্দাদের সার্বিক সহায়তার বিষয়ে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। ঢাকায় অবস্থিত বিদেশি মিশনসমূহ যারা তাদের নাগরিক এবং স্থায়ী বাসিন্দাদের এই দুর্যোগকালীন দেশে নিয়ে যেতে ইচ্ছুক, তাদের যেকোনো সহযোগিতার বিষয়ে সরকার অত্যন্ত আন্তরিক।

একইসঙ্গে সরকার বাংলাদেশে অবস্থানরত বিদেশি নাগরিক ও স্থায়ী বাসিন্দা, বিশেষ করে কূটনীতিক ও তাদের পরিবারের সদস্যদেরকে যথাযথ স্বাস্থ্যসুবিধা এবং সহযোগিতা দেয়ার বিষয়েও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

উল্লেখ্য, গত ৩০ মার্চ সন্ধ্যায় কাতার এয়ারলাইন্সের একটি বিশেষ ফাইটে ঢাকা ছাড়েন ৩৫৬ মার্কিন নাগরিক-কূটনীতিক। এরপর ২ এপ্রিল বিমান বাংলাদেশের একটি বিশেষ ফাইটে ঢাকা ছাড়লেন ৩২৭ জাপানি নাগরিক।

ঢাকায় ঢোকা, বের হওয়া বন্ধ কার্যত লকডাউন হলো ঢাকা

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,এপ্রিল ০৫।। আজ সোমবার থেকে বাইরে থেকে ঢাকায় ঢুকতে বা ঢাকা থেকে বাইরে যাওয়া বন্ধ করার ঘোষণা দিয়েছে পুলিশ। পুলিশ সদর দপ্তর থেকে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে রবিবার এই কথা জানানো হয়েছে।তবে জরুরি সেবার সঙ্গে যুক্তরা এই নিষেধাজ্ঞার বাইরে থাকবেন। আইজিপির এই নির্দেশে ঢাকা লকডাউনের কথা উল্লেখ না করা হলেও কার্যত ‘লকডাউন’ হলো ঢাকা

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, জরুরি প্রয়োজন ছাড়া একা কিংবা দলবদ্ধভাবে বাইরে ঘোরাফেরা করতে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলো। পরবর্তী সরকারি নির্দেশ না আসা পর্যন্ত জনসাধারণকে ঢাকায় প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। এমনকি তাদের ঢাকা ছেড়ে যেতেও দেওয়া হবে না।করোনাভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা এবং জনগণের ঘরে অবস্থানের বিষয়টি নিশ্চিত করতে পুলিশ এই কাজ করছে বলেও বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়।

এদিকে, করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে আরও এক জন মারা গেছেন। এ নিয়ে মোট মৃতের সংখ্যা নয়। আক্রান্ত আরও ১৮ জনকে শনাক্ত করা হয়েছে। মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ৮৮ জনে দাঁড়িয়েছে। এক দিনে সর্বোচ্চ সংখ্যক করোনা রোগী শনাক্ত হওয়ার পর সাধারণ ছুটি বাড়ানোরও ঘোষণা দিয়েছে সরকার।এর আগে, প্রথম দফায় ২৬ মার্চ থেকে ৪ এপ্রিল পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় দফায় ১১ এপ্রিল পর্যন্ত ছুটি ঘোষণা করা হয়েছিল। এই ছুটি বাড়িয়ে ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সর্বশেষ প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, শাটডাউনের সময় পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস, টেলিফোন এবং ইন্টারনেটের মতো জরুরি সেবা চলমান থাকবে। কৃষি পণ্য, সার, কীটনাশক, গণমাধ্যম, খাদ্য, মালপত্র, চিকিৎসা সামগ্রী, নিত্যব্যবহার্য সামগ্রী, কাঁচাবাজার, রেস্তোরাঁ, ওষুধের দোকান এবং হাসপাতাল শাটডাউনের আওতার বাইরে থাকবে।এতে আরও বলা হয়, কেবল জরুরি কাজে অফিস খোলা যাবে। ওষুধ শিল্প এবং রপ্তানি সংশ্লিষ্ট শিল্প ও কারখানা প্রয়োজনে চালু থাকতে পারে।কেবল স্বাস্থ্য সুরা নিশ্চিত করতে জরুরি পরিষেবার কাজে নিয়োজিতরা ঢাকায় ঢুকতে ও বের হতে পারবেন।

উল্লেখ্য, করোনাভাইরাস মোকাবিলায় আগামী ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত সরকারের ছুটি ও পদপে বাস্তবায়নে শনিবার রাতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের অনুরোধের পর এই নির্দেশনা দেন আইজিপি। মন্ত্রীর নির্দেশ বাস্তবায়নে আইজিপি সবাইকে এ কথা জানান।

বাংলাদেশে করোনায় আরও একজনের মৃত্যু নতুন আক্রান্ত ১৮ সহ মোট ৮৮

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঢাকা,এপ্রিল ০৫।। করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে আরও এক জন মারা গেছেন। এ নিয়ে মোট মৃতের সংখ্যা নয়। আক্রান্ত আরও ১৮ জনকে শনাক্ত করা হয়েছে। মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ৮৮ জনে দাঁড়িয়েছে। এ ছাড়া, এখন পর্যন্ত ৩৩ জন সুস্থ হয়েছেন।

রোববার দুপুর ২টার দিকে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে করোনা পরিস্থিতি নিয়ে অনলাইন ব্রিফিংয়ে যুক্ত হয়ে এ তথ্য জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক।তিনি বলেন,সংক্রামিত ব্যক্তির সংখ্যা বেড়ে গেছে, আজকে হয়েছে ১৮ জন। প্রধানমন্ত্রী যেসব নির্দেশনা দিয়েছেন, সেগুলো মেনে চলতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে আপনারা ঘরে থাকবেন। অতি প্রয়োজনসীয় বিষয় ছাড়া ঘর থেকে বের হবেন না। সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখবেন। যখনই বাইরে যাবেন বা যেকোনো কাজের শেষে হাত ধুয়ে নেবেন। আমি আহ্বান করবো যে, আপনারা ঘরেই নামাজ আদায় করবেন। যখনই কোনো কাজে বাইরে যাবেন, মুখে মাস্ক লাগিয়ে যাবেন।যারা বয়স্ক ও অসুস্থ তাদেরকে নিরাপদে রাখতে হবে। কারণ, করোনায় তারা আক্রান্ত হলে সেখানে ঝুঁকি বেড়ে যাচ্ছে। আমি ল্য করেছি, আমাদের বিভিন্ন বাজার-ঘাটে অনেক লোকজন, অনেক ভিড়। মনে হয় সাধারণভাবে চলাফেরা করছে। রাস্তাঘাটে অনেক লোকজন দেখছি। বিজেএমইএ বলেছে, এখন ফ্যাক্টরি বন্ধ রাখবে এবং বেতন তারা দেবেন। কাজেই আপনারা রাস্তাঘাটে ভিড় করবেন না, বলেন তিনি।

তিনি আরও বলেন,আমাদের সরকারি হাসপাতালগুলো সার্বণিক চিকিৎসা দিয়ে যাচ্ছে। ডাক্তার-নার্সরা সার্বণিকভাবে আছে। আলাদা কর্নারও করা আছে প্রত্যেকটি হাসপাতালেই। যেখানে হাঁচি-কাশি বা সন্দেহজনক পেশেন্ট হলে তারা সেখানে যাবেন। তাদেরকে চিকিৎসা দেওয়োর জন্য ডাক্তার-নার্স রয়েছেন। কেউ যদি করোনার রোগী হয়, যেসব হাসপাতালগুলো করোনার রোগীদের জন্য আলাদাভাবে তৈরি করা আছে, সেখানে চলে যাবেন। তার মধ্যে রয়েছে কুর্মিটোলা হাসপাতাল, কুয়েত মৈত্রী হাসপাতাল, গ্যাস্ট্রোলিভার হাসপাতাল। আরও তৈরি হচ্ছে। রেলওয়ে হাসপতাল, মহানগর হাসপতাল, এ ধরনের আরও বেশ কয়েকটি হাসপাতাল আমরা তৈরি করেছি। সেখানে ভালোভাবে চিকিৎসা নিবেন।পারসোনাল প্রোটেকটিভ ইকুইপমেন্ট (পিপিই) সব হাসপাতালে

দেওয়া হচ্ছে। রোজই আমরা পিপিই গ্রহণ করছি। আমি মনে করে বর্তমানে পিপিইর তেমন সংকট নাই। আমাদের টেস্টিং কার্যক্রম আমরা অনেক বৃদ্ধি করেছি। ইতোমেধ্য ১৪-১৫ জায়গায় টেস্টিং কার্যক্রম হচ্ছে। টেস্টিং কার্যক্রম জেলা-উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত আমরা নিয়ে যেতে চাচ্ছি। আমাদের যারা টেস্টিং করে, তারা অনেক টেস্টিং করতে পেরেছে। আমাদের ডিজি অফিসের মাধ্যমে আইইডিসিআর তারা গতকাল প্রায় পাঁচ শেরও অধিক টেস্ট করেছে। আগামীতে আমরা এটাকে এক হাজারেরও উপরে, দেড় হাজারেরও উপরে প্রত্যেকদিন নিয়ে যেতে চাচ্ছি। চায়না, কোরিয়া, সিঙ্গাপুর থেকে আমরা অনেক কিছুই শিখি। তারা কিন্তু এটাকে নিয়ন্ত্রণ করেছে টেস্টিংয়ের মাধ্যমে, আইসোলেশনের মাধ্যমে এবং মুখে মাস্ক ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে। আমাদেরকে সেখান থেকেও শিা নিতে হবে। আমাদের এখনই সময়। আমরা চাই না এটা বেড়ে যাক, নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাক, যোগ করেন তিনি।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন,আমাদের যারা ডাক্তাররা আছেন ,যারা প্রাইভেটে প্র্যাকটিস করেন, হাসপাতাল, কিনিক ও চেম্বারে, আমি আবারো অনুরোধ করবো, আপনারা এই দুঃসময়ে দূরে থাকবেন না। আপনারা মানুষকে সেবা দেন, মানুষের পাশে থাবেন।

আপনাদের যদি কোনো সমস্য থাকে, আমাদের অবশ্যই বলবেন। আমরা আপনাদের সাহায্য করবো। কিন্তু, আপনারা আপনাদের দায়িত্ব থেকে দূরে থাকবেন না।

ব্রিফিংয়ে সরকারের রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (আইইডিসিআর) পরিচালক অধ্যাপক ডা. মীরজাদী সেব্রিনা ফোরা বলেন,আপনারা ইতোমধ্যে জানেন, গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ১৮ জনের মধ্যে আমরা এই সংক্রমনের উপস্থিতি পেয়েছি। এ পর্যন্ত মোট সংক্রমিত মানুষের সংখ্যা ৮৮। সারা বাংলাদেশে ১৪টি কেন্দ্রের মাধ্যমে নমুনা সংগ্রহ করে পরী করা হচ্ছে। ৩৬৭টি নমুনা পরী করে ১৮ জনের মধ্যে আমরা সংক্রমণ পেয়েছি। ১৩ জনের সংক্রমণ পেয়েছি আইইডিআরের নমুনা পরীার মাধ্যমে। আরও পাঁচ জনের সংক্রমণ পেয়েছি অন্যান্য হাসপাতালের পরী ফলাফল হিসেবে।

গত ২৪ ঘণ্টায় একজন মৃত্যুবরণ করেছেন। এ পর্যন্ত মোট মৃত্যুর সংখ্যা নয়। যিনি মারা গেছেন তার বয়স ৫৫ বছর। তিনি পুরুষ এবং নারায়ণগঞ্জের অধিবাসী। গত ২৪ ঘণ্টায় আরও তিন জন সুস্থ হয়েছেন। মোট এ সংখ্যাটি ৩৩। এখন বর্তমানে সংক্রমণ রয়েছে এরকম সংখ্যা ৪৬। যার মধ্যে ৩২ জন হাসপাতালে থেকে চিকিৎসা নিচ্ছেন। ১৪ জন বাড়িতে থেকে চিকিৎসা নিচ্ছেন। তাদের লণ, উপসর্গ খুবই মৃদু। তারা আমাদের নিবিড় পর্যবেণে রয়েছেন। নতুন আক্রান্ত ১৮ জনের মধ্যে ১১-২০ বছর বয়সের মধ্যে একজন, ৩১-৪০ এর মধ্যে দুজন, ৪১-৫০ বছর বয়সের মধ্যে চার জন, ৫১-৬০ বছর বয়সের মধ্যে নয় জন, ষাটোর্ধ রয়েছেন দুজন। ১৮ জনের মধ্যে পুরুষ ১৫ জন এবং নারী তিন জন। ১৮ জনের মধ্যে ১২ জনই ঢাকার, নারায়ণগঞ্জের পাঁচ জন এবং মাদারীপুরের একজন, বলেন তিনি।

স্বাস্থ্যবিধি মেনে ভারত থেকে বাংলাদেশে গেলো ১২শ মেট্রিক টন পাটের বীজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঢাকা, এপ্রিল ০৫।। সরকারি স্বাস্থ্যবিধি মেনে বিশেষ ব্যবস্থার মাধ্যমে ভারত থেকে এক হাজার দুইশ মেট্রিক টন পাটের বীজ আমদানি করা হয়েছে।

বুড়িমারী স্থলবন্দর কর্তৃপরে উপ-পরিচালক (ডিডি) মাহফুজুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।গত শনিবার ভারতের চ্যাংড়াবান্ধা স্থলবন্দর থেকে লালমনিরহাটের বুড়িমারী স্থলবন্দর দিয়ে এগুলো আমদানি করা হয়।

করোনাভাইরাস প্রার্দুভাব মোকাবিলায় চ্যাংড়াবান্ধা স্থলবন্দর গত ২২ মার্চ থেকে ৩১ মার্চ পর্যন্ত বন্ধ ঘোষণা করা হয়। ফলে, বাংলাদেশে আমদানির আগে এগুলো ভারতের চ্যাংড়াবান্ধা স্থলবন্দরে ১৩ দিন আটকা ছিল।

বুড়িমারী স্থলবন্দরের সিএন্ডএফ এজেন্ট ব্যবসায়ী ফারুক আহমেদ বলেন, সরকারি স্বাস্থ্যবিধি মেনে বিশেষ ব্যবস্থায় ট্রাকগুলো বাংলাদেশে প্রবেশ করে। এরপর সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে খালাস করা হয়।

বুড়িমারী স্থলবন্দর কাস্টমস সহকারী কমিশনার (এসি) সোমেন কুমার চাকমা বলেন,জরুরি বৈঠক শেষে গতকাল পাটবীজের ট্রাকগুলো বাংলাদেশে প্রবেশ করে।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

কীভাবে বুঝবেন আপনার স্কিন ক্যান্সার হয়েছে কিনা?

স্কিন ক্যানসার বা চামড়ায় ক্যানসার। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই চামড়ায় ক্যানসার হলে আমরা বুঝতে পারি না। আর এর পরিণতি ভয়ানক হয়। চামড়ায় ক্যানসার এমন একটা রোগ, যা ছড়ায় তাড়াতাড়ি। আর বুঝতে দেরি হলেই পরিস্থিতি খারাপ হয়ে আপনার মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। কীভাবে বুঝবেন আপনার স্কিন ক্যানসার হয়েছে?

চামড়ায় ক্যানসার হয়েছে কিনা তা বোঝার জন্য বেশ কিছু লক্ষণ রয়েছে। তবে চামড়ার ক্যানসার একেবারেই ফেলে রাখা উচিৎ নয়। এতে বিপদের সম্ভাবনাই বেশি।

১) যদি দেখেন আপনার শরীরের কোথাও চামড়ার কোনও একটু জায়গায় গোল দাগ হয়ে গিয়েছে, তাহলে বাড়াবাড়ি হওয়ার আগে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। হতে পারে এটিইচামড়ার ক্যানসারের লক্ষণ। ২) চামড়ায় ক্যানসার হলে, চামড়ার উপরিভাগে কালো, গোলাপি, লাল এবং ব্রাউন এই ধরনের দাগ দেখা যায়। এই সমস্ত দাগকে ভুলেও অবহেলা করবেন না।

৩) চামড়ায় এই ধরনের দাগ খুব ছোট হলেও অগ্রাহ্য করবেন না। দাগ ছোট হলেও তা ভয়ঙ্কর।

৪) বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই চামড়ার এরকম দাগে চুলকানি না জ্বলুনি দেখা দেয়। এরকম কিছু বুঝলেই সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসকের কাছে যান।

আবিষ্কৃত নতুন প্রোটিন, শরীরে ক্যানসার ছড়িয়ে পড়া প্রতিরোধ করবে

সম্প্রতি গবেষণায় এক ধরনের প্রোটিন আবিষ্কৃত হয়েছে। জানা গিয়েছে, আবিস্কৃত সেই প্রোটিনের মাধ্যমে সারা শরীরে ক্যানসার ছড়িয়ে পড়া প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে। ওন্টারিওর গুয়েলফ ইউনিভার্সিটির গবেষকরা জানিয়েছেন যে, ক্যাধেরিন -২২ নামের এই প্রোটিন শরীরে ক্যানসার ছড়িয়ে পড়া প্রতিরোধ করে। বিশেষত স্তন এবং মস্তিষ্কের ক্যানসার সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ার হার কমাতে সাহায্য করে এই প্রোটিন। অধ্যাপক জিম উনাইক এই প্রসঙ্গে বলেন, ক্যাধেরিন -২২ খুবই শক্তিশালী এক ধরনের প্রোটিন। রোগীর দেহে প্রথম স্টেজে থাকা ক্যানসার গোটা শরীরে ছড়িয়ে পড়তে দেয় না এই প্রোটিন। ফলে রোগী তাড়াতাড়ি ক্যানসার সারিয়ে সুস্থ হতে পারেন। 'গবেষকরা আরও জানান, খুব কম অক্সিজেন এমন পরিবেশে তাঁরা ক্যানসার কোষের উপর পরীক্ষা নিরীক্ষা করছেন। টিউমারের মধ্যে থেকে অক্সিজেনের পরিমাণ কমিয়ে দিলেই তাদের শক্তি ক্রমশ কমতে থাকে। তাঁদের মতে, ক্যানসার কোষ থেকে প্রোটিন বের করে দেওয়া সম্ভব।

কী দিয়ে তৈরি হয় প্যাকেট দুধ?

দুধ আমাদের শরীরের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটা খাবার। আমাদের শরীরে অনেক ঘাটতি পূরণ করে দুধ। কিন্তু কখনও কি ভেবে দেখেছেন, দুধের মাধ্যমে শরীরের ঘাটতি পূরণ করতে গিয়ে উল্টে আরও ক্ষতি করে ফেলছেন না তো?

বাড়িতে বাচ্চা থেকে শুরু করে আমরা সবাই দুধ খেয়ে থাকি। বাচ্চাদের বেশি পরিমাণে দুধ খাওয়ানো হয়। কারণ: এতে তাদের শরীরে অনেক উপকার হয়।

শুধু তাই নয়, শরীরে পুষ্টির অভাব পূরণ করে দুধ। সেই দুধেই মেশানো হচ্ছে ভেজাল। এমন ভেজাল, যা শরীরের ক্ষতি করবে। বেশিরভাগ মানুষই দোকান থেকে প্যাকেট দুধ কিনে খান। সারা দেশে যত পরিমাণ দুধ বিক্রি হয়, তার বেশিরভাগটাই ভেজাল। এই ভেজাল দুধে মেশানো হচ্ছে সাবান, কস্টিক সোডা, গ্লুকোজ, সাদা রং আর তেল। এই সমস্ত উপাদান দিয়েই তৈরি হচ্ছে ভেজাল দুধ। এর সংখ্যাটা ৬৮ শতাংশ। মানে আমাদের দেশে ৬৮ শতাংশ প্যাকেট দুধই ভেজাল।

সারা দেশে প্রায় ২ লক্ষ গ্রামে এই ভেজাল দুধ খাচ্ছে মানুষ। খুব তাড়াতাড়ি যাতে এই ভেজাল দুধ বিক্রি বন্ধ করা যায়। তার জন্য লোকসভায় আবেদন করা হয়েছে।

সুষম খাদ্যের মধ্যে কি ধরনের উপাদান থাকে

বাজার অনেক নানারকম ফল পাওয়া যায়। এনজাইম, মিনারেল, ভিটামিন, প্ল্যান্ট ফাইটোকেমিক্যালে ভরপুর ফল শরীরকে ভাল রাখতে সাহায্য করে। আজ আপনার সামনে উপস্থাপন করছি আমাদের চারপাশে পাওয়া যায় এমন কিছু ফলের পুষ্টিগুণ সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য।

সুষম খাবার কি?

যে খাদ্যে ভিটামিন, শর্করা, আমিষ, চর্বি, লবণ ও জলের এই ছয়টি উপাদান থাকে।

আমিষ বা প্রোটিন—

প্রোটিন, শ্বেতসার আর স্নেহ পদার্থ আমাদের শরীরের বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় এবং এরা আমাদের শরীরের শক্তি বৃদ্ধি করে থাকে।

বাজারে ওষুধ আকারে বিভিন্ন খনিজ লবণ সমৃদ্ধ ও ভিটামিন ওষুধ কিনতে পাওয়া যায়। তবে আমাদের দেশীয় বিভিন্ন ফল ও শাকসবজি গ্রহণের মাধ্যমে এসব ভিটামিন ও খনিজ লবণ অতি সহজে, সুলভ মূল্যে গ্রহণ করাই বাঞ্চনীয়। কারণ শাকসবজি ও ফলমূল সরাসরি গ্রহণ করলে শরীরের পুষ্টি ও উপকারিতা বেশি পাওয়া যায়।

শর্করা বা শ্বেতসার —

শ্বেতসার বা শর্করা জাতীয় খাবারগুলো হচ্ছে চাল, আটা, ময়দা, আলু, গুড় চিনি ইত্যাদি।

স্নেহ বা তেলজাতীয় খাদ্য—

ঘি, মাখন, তেল, চর্বি ইত্যাদি চর্বি বা স্নেহজাতীয় খাবার। ভিটামিন। আমাদের শরীরের স্বাভাবিক সুস্থতা রক্ষায় প্রয়োজন ভিটামিন। এই ভিটামিন আবার এ বি, সি, ডি কে এবং ইত্যাদি নামে পরিচিত। আর এসব ভিটামিন আমরা সহজেই সরাসরি গ্রহণ করতে পারি বিভিন্ন ফলমূল, শাকসবজি ও বিভিন্ন সুগন্ধি মসলাজাতীয় দ্রব্যের মাধ্যমে। দেশী ফলে এসব ভিটামিন প্রচুর রয়েছে। সাধারণ দেশীয় ফলে, যেমন— কলা, পেঁপে, পেয়ারা, বেল, আম, জাম কাঁঠাল প্রভৃতি ভিটামিন সমৃদ্ধ ফল। খনিজ লবণ--- ক্যালশিয়াম সর্বাধিক পরিচিত ও গুরুত্বপূর্ণ একটি খনিজ লবণ। ক্যালসিয়াম আমাদের হাড় ও দাঁতের গঠন মজবুত ও শক্তিশালী করে, ক্ষয়রোধ করে এবং আর্থ্রারাইটিস, বাত জাতীয় রোগের সাথে লড়াই করে। গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়ের ক্যালসিয়ামের অবদান অনস্বীকার্য। এছাড়াও আয়োডিন গলগন্ড, দুর্বলতা, স্তন ক্যান্সার সহ বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ করে থাকে। কডলিভার অয়েল, বিভিন্ন সামুদ্রিক মাছ, আয়োডিন মিশ্রিত খাবার লবণ হতে খুব সহজেই আয়োডিন পাওয়া যায়। কডলিভার অয়েলে আয়োডিন ছাড়াও আছে একটি মূল্যবান উপাদান ভিটামিন এ যা অন্ধত্ব ও রাতকানা প্রতিরোধ করে। এছাড়া আরো আছে ক্যালশিয়াম যা শিসুদের হাড় ও দাঁত মজবুত করে।

জল— সব খাদ্যে কমবেশি জল থাকে। খাদ্যগ্রহণ, পরিপাক ও শোষণ করতে জলের প্রয়োজন। জল রক্ত তরল রাখে এবং মলমূত্রের সাথে দূষিত পদার্থ দেহ থেকে বের করে দেয়। মানুষের দেহের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ জল। জলের অভাবে হজমে সমস্যা ও কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা দেয়।

সন্তানকে নিয়ে মা-বাবাদের উদ্বেগের কারণ

সন্তানকে নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়া দোষের কিছু নয়। তবে মাত্রাতিরিক্ত দুঃশ্চিন্তা হলে আগে নিজেকে নিয়ে একবার ভাবুন।

বিশেষ কারণে ভয় ঃ যদি সবসময় সন্তানের ফলাফল ও স্বাস্থ্য নিয়ে আতঙ্কিত থাকেন তাহলে নিজেকে একটু পরীক্ষা করে নিন, এই ভয়ের মূল কারণ আসলে কী?

যেমন - সন্তান যদি অংকে খারাপ করে তবে আপনি কি তার ফলাফল নিয়ে চিন্তিত? নাকি ছোটবেলা এই বিষয়ে নিজেই কাঁচা ছিলেন বলে সেই ভয়টা এখনও কাজ করে?

উদ্বেগের কারণগুলো লিখে রাখুন ঃ সন্তানের বিষয় আপনার উদ্বেগের কারণগুলো লিখে রাখুন। তখন নিজেই বুঝতে পারবেন আপনি সন্তানের বিষয়ে অতিরিক্ত রক্ষণশীল কিনা।

উদাহরণ স্বরূপ, অপরিচিত কেউ খারাপ কিছু করতে পারে এই শংকায় আপনি হয়ত সন্তানকে বাইরে যেতে দিতে চান না। অভিবাক হিসেবে সন্তানের নিরাপত্তা নিয়ে আপনি সতর্ক থাকেন, ফলে শিশুর স্বাভাবিক উন্নয়ন ঘটবে। সন্তানকে যথার্থ জ্ঞান দিন ঃ সন্তানের জন্য উদ্বেগ কমাতে তাকে পরিবেশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে শিক্ষা দিন। যেমন -সবসময় তো আর সন্তানকে আগলে রাখতে পারবেন না। তাই অপরিচিত মানুষের সঙ্গে কীভাবে কথা বলতে হবে এবং অস্বস্তিকর পরিবেশ কীভাবে সামাল দিতে হবে সে সম্পর্কে ছোটবেলা থেকেই শিক্ষা দিন। শান্ত থাকার চর্চা করুন ঃ- গভীর নিঃশ্বাস, ধ্যান এবং সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে পার্কে হাঁটতে যাওয়া এসব করে উদ্বেগ কমিয়ে আনতে পারবেন। ফলে আপনি কেবল শান্ত থাকবেন তা নয় পাশাপাশি সন্তানকেও মনোযোগ সহকারে শেখাতে পারবেন।

উদ্বেগ অনুযায়ী কাজ ঃ যদি সত্যি কোনো কারণে চিন্তিত হন তবে সেই হিসেবে কাজ করুন।

যেমন - সন্তান শেখার অক্ষমতায় ভুগছে তাহলে তার প্রতিমনযোগ দিন। কেবল কম্পিউটার বা গুগলে সমাধান না খুঁজে শিশু বিশেষজ্ঞের সহায়তা নিন।

শীতে পা ভালো রাখতে সোল থেরাপি

সৌন্দর্যচর্চা মানে শুধুমাত্র মুখেরত্বকের পরিচর্য বা কেশচর্চা নয়, তার মধ্যে আপনার পদযুগলও পড়ে। ঠিকঠাক পরিচর্যা না করলেই সর্বনাশ। দিনের পর দিন যত্নের অভাবে শ্রীহীন হয়ে পড়ে পা দুটি। কিভাবে পায়ের সৌন্দর্য ফিরিয়ে আনা যায় সে সঙ্গে শরীর এবং মনকেও উজ্জীবিত করে তোলা যায়। তারই খোঁজ মিলবে সোল থেরাপি তে।

যাদের দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে কাজ করতে হয় বা কাজের সুবাদে সারাদিনই দৌড়াদৌড়ি করতে হয়, তাদের পায়ের উপর চাপ বেশি পড়ে। মাসল স্টিফ হয়ে যায়, টান ধরে। চেয়ার বহুক্ষণ বসে কাজ করার পর ব্যাক পেনের সমস্যায় নাজেহাল হয়ে পড়ি আমরা।

স্পন্ডালাইটিসের সমস্যায় ভোগেন, কেউ কেউ। দীর্ঘক্ষণ কম্পিউটার কাজ করা, টিভি দেখার ফলে চোখের সমস্যা নিত্যদিনের ব্যাপার। মাথা ব্যাথায় একেবারে কুপোকাত অবস্থা। ফুড হ্যাবিট ঠিকঠাক না থাকার ফলে স্টমাকে অ্যাসিডিটি, ঠান্ডা লেগে সাইনাস, মাইগ্রেন-এর সমস্যায় জেরবার হয়ে জোগাড়। এই ধরনের নানা সমস্যার সমাধানে সোল থেরাপি একবারে অব্যর্থ ওষুধ।

আমাদের শরীরে যতগুলি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আছে, সে সবকিছুই সোল অর্থাৎ পায়ের তলায় রয়েছে এ তথ্য বোধহয় অনেকেরই অজানা। সোল থেরাপি মূলত হাঁটুর নিচে থেকে পায়ের তলা পর্যন্ত করা হয়। যার যা সমস্যা সেই অনুযায়ী ম্যাসাজ দেওয়া হয়। এই ম্যাসাজ ডিপ মাসল টিস্যুর সার্কুলেশনের উন্নতি ঘটানোর পাশাপাশি টেনশন কমাতে সাহায্য করে। রিল্যাক্সেশানের কাজ করে। শারীরিক ও মানসিক ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়। একই সঙ্গে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতারও বৃদ্ধি ঘটে। মূলত সুইডিস ম্যাসাজ, ডিপ টিস্যু ম্যাসাজ, রিফ্লেকসোলজি এবং হট স্টোনথেরাপি দেওয়া হয় সমস্যা বুঝে।

প্রথমে জেনে নেওয়া যাক এই ম্যাস্যাজের দরুণ আমরা কিকি সমস্যা থেকে রেহাই পেতে পারি—

সুইডিস ম্যাসাজ— এটি একটি কমন ম্যাসাজ। এই ম্যাসাজ মাসলকে রিল্যাক্স করে, ক্লান্তি দূর হয় সে সঙ্গে শরীরের যাবতীয় ব্যথা বেদনা থেকে মুক্তি মেলে। ডিপ টিস্যু ম্যাসাজ— মাসল এর ওপর বেশি জোর দিয়ে বা চাপ দিয়ে এই ম্যাসাজ করা হয়। পেশিতে টান ধরার সমস্যায় যারা ভোগেন তারা এই ম্যাসাজটি নিলে উপকৃত হবেন। এই ম্যাসাজের ফলে টেনশন দূর হয় এবং শরীরে রিল্যাক্সেশন হয়। বেশি চাপ দিয়ে এই ম্যাসাজ করা হয় বলে এটাকে কানেকটিভ টিস্যু ম্যাসাজও বলা হয়। পেশিতে টান ধরার সমস্যায় যারা ভোগেন তারা এই ম্যাসাজটি নিলে উপকৃত হবেন। এই ম্যাসাজের ফলে টেনশন দূর হয় এবং শরীরে রিল্যাক্সেসন হয়। বেশি চাপ দিয়ে এই ম্যাসাজ করা হয় বলে এটাকে কানেকটিভ ম্যাসাজও বলা হয়। রিফ্লেকসোলজি--- আমাদের শরীরের যে যে অঙ্গে সমস্যা দেখা দিয়েছে তার নার্ভ পায়ের তলায় ঠিক কোনো জায়গায় রয়েছে তা চিহ্নিত করে ঠিক পার্টিকুলার পয়েন্টে প্রেশার দিয়ে এই ম্যাসাজ করা হয়। পায়ের একটা ম্যাসাজ সারা শরীরকে রিল্যাক্স করে। হট স্টোন থেরাপি— স্টোনকে গরম করে সেটা দিয়ে পায়ের তলায় ম্যাসাজ করা হয়।

সে সঙ্গে হাঁটুর নিচে থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত গরম স্টোন রাখা হয়। হাত বা পায়ে ব্যথা হলে আমরা অনেকেই গরম সেঁক নিয়ে থাকি। এক্ষেত্রেও সে কাজটি হয়। বেসল স্টোন পেশিতে হিট জেনারেট করে। নার্ভাস সিস্টেমকে ভালো রাখতে হট স্টোন থেরাপি এককথায় অনবদ্য।

মায়েদের বুকের দুধ নিয়ে ভ্রান্ত ধারণা এবং সঠিক পন্থা

শিশু জন্মের পর সাধারণত মা ও শিশুর পাশে পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠরা থাকেন। না জানার কারণে তারা মা ও শিশুরখাবার, খাবারেরর পরিমাণ, পুষ্টি খাওয়ানোর কৌশল নিয়ে নানা ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন, যা মা ও শিশুর জন্য ক্ষতিকর।

ভুল ধারণা— সন্তান প্রসবের পর প্রথম তিন দিন মায়ের বুকের দুধ আসে না, তাই এই সময় শিশুকে মধু, মিসরির জল বা অন্য কোনো দুধ খাওয়াতে হবে।

সঠিক — তিন দিন পর যখন মায়ের বুকের দুধ দিতে হবে। ওই সময় মায়ের বুকে যতটুকু শালদধু আসে ততটুকুই শিশুর জন্য যথেষ্ট। শিশু যত ঘন ঘন মায়ের বুকের দুধ পান করবে, তত তাড়াতাড়ি দুধ আসবে। এজন্য তিন দিন অপেক্ষা করার প্রয়োজন হয় না। এ সময় শিশুকে অন্য কোনো খাবার দিলে তার ছোট পেট ভরে থাকবে, মায়ের দুধ খেতে চাইবে না এবং মায়ের বুকে দুধ দেরিতে আসবে।

ভুল ধারণা— নবজাতক বা শিশু কান্নাকাটি করলে মনে হয় যে তার ক্ষুধা পেয়েছে।

সঠিক— নবজাতক অনেক কারণে কান্নাকাটি করে থাকে, বিশেষ করে জন্মের পরপরই পৃথিবীর নতুন পরিবেশে মানিয়ে নিতে তার একটু সময়ের দরকার হয়। এছাড়া সে মায়ের কোলে বা বুকে থাকতে চায়, অতিরিক্ত গরম অথবা ঠান্ডার কারণেও কান্নাকাটি করতে পারে। কান্নার স ঠিক কারণ খুঁজে বের করা অবশ্যই দরকার। শুধু ক্ষুধার জন্য কান্নাকাটি করে, এমনটি ভাবা উচিত নয়।

ভুল ধারণা— মা শাকসবজি ডাল বা মাছ মাংস ইত্যাদি বা ঝোল জাতীয় খাবার খেলে শিশুর ঠান্ডা লাগে বা কাশি হয় এবং মায়ের বুকের দুধের ওপর খারাপ প্রভাব ফেলে বলে ধারণা করা হয়। এছাড়া প্রসবের পরপরই যদি মা এই খাবারগুলো খান তবে শরীরের রস বা জরায়ু শুকাতে দেরি হয়, তাই শুকনো রুটি, শুধু লবণ বা ভর্তা দিয়ে খেতে দেয়া উচিত।

সঠিক--- মায়ের খাদ্যভ্যাসের কারণে বুকের দুধের পরিবর্তন হয় না, যেমন—মা সাধারণ মশলাযুক্ত খাবার, শাক সবজি ফল, মাছ মাংস যাই খান না কেন, তার কারণে শিশুরক কোনো ক্ষতি হয় না, বরং মাকে কম খেতে দিলে মা দুর্বল হয়ে পড়েন এবং অপুষ্টিতে ভোগেন। তাই কোনো মায়ের বেছে খাওয়া উচিত নয়। বরং মাকে কম খেতে দিলে মা দুর্বল হয়ে পড়েন।

প্রতি বেলা স্বাভাবিক খাবারের সঙ্গে একবাটি সবজি এক বাটি ডাল ও পোয়া বাটির বেশি খাবেন। এছাড়া দেশি ফল খাবেন। জলও স্বাভাবিক তাপমাত্রায় খাওয়া যাবে এবং দিনে ৮ গ্লাস জল পান করবেন।

ভুল ধারণা--- সিজারিয়ান ডেলিভারির ক্ষেত্রে শিশু প্রথম ২ থেকে ৩ দিন ভালোভাবে বুকের দুধ পায় না বা দুধ খাওয়াতে পারেন না। এছাড়া ওষুধ খাওয়ার কারণে বুকের দুধ শুকিয়ে যায়।

সঠিক— সিজারিয়ান ডেলিভারি হলেও মায়ের বুকে ভালোভাবে দুধ আসতে পারে, যদি জন্মের সঙ্গে সঙ্গে শিশুকে মায়ের দুধ খেতে দেওয়া হয়। অপারেশনের পর মা শুয়ে শুয়ে শিশুকে দুধ খাওয়াতে পারবেন, তবে এ সময় হাসপাতালের দক্ষ সহযোগিতা প্রয়োজন। শিশু যদি খুব ছোট হয় এবং মায়ের বুকের দুধ খেতে পারে না, তখন প্রয়োজনে মায়ের দুধ চিপে বের করে চামচে করে শিশুকে খাওয়াতে হবে। মনে রাখতে হবে, ওষুধে মায়ের বুকের দুধ শুকিয়ে যায় না।

ভুল ধারণা— বুকের দুধের পরিমাণ বাড়ানোর জন্য মাকে বিশেষ বিশেষ খাবার খেতে হয়, যেমন— লাউয়ের ঝোল, শিং মাছের ঝোল, ছোট মুরগি, দুধ সাগু ইত্যাদি। এসব খাবারের অভাবে মায়ের বুকের দুধের পরিমাণ কমে যায়।

সঠিক--- মা এধরনের খাবার অবশ্যই খেতে পারেন, তবে এই খাবার না খেলে মায়ের বুকে দুধ তৈরি হবে না বা বুকের দুধের পরিমাণ কমে যাবে, এটা ঠিক নয়। ঘরে যা রান্না হবে তাই একটু বেশি করে মাকে খেতে হবে। তাহলেই প্রয়োজনমতো দুধ আসবে।

ভুল ধারণা— ৬ মাস বয়সের পর থেকে শিশু পারিবারিক সব ধরনের খাবার খেতে পারে বা হজম করতে পারে।

সঠিক— শিশুর বয়স ৬ মাস পূর্ণ হলে পারিবারিক বাড়তি খাবার দিতে হবে। তবে যেসব খাবার সে হজম করতে পারবে সেগুলোই দিতে হবে।

ভুল ধারণা— প্যাকেট বা টিনজাত খাবার বা তৈরি খাবার, যেমন— জুস, চিপস, বিস্কুট, হরলিকস ইত্যাদি শিশুর জন্য পুষ্টিকর।

সঠিক--- প্যাকেট বা টিনজাত খাবার বা তৈরি খাবার শিশুর জন্য পুষ্টিকর নয়। এধরনের খাবার অনেক সময় শিশুর স্বাস্থ্যের জন্য খারাপ এবং ক্ষুধা নষ্ট করে। শিশুকে কখনোই বাইরের খাবার অভ্যাস করানো উচিত নয়। বরং এসবের পরিবর্তে মাছ, মাংস, ডিম, বিভিন্ন ধরনের দেশি ফল, ঘরে তৈরি খাবার শিশুকে দেয়া উচিত।

ভুলধারণা— একটু বেশি বিরতি দিয়ে বুকের দুধ খাওয়ালে বুকে অনেক দুধ জমবে এবং শিশু বেশি দুধ পাবে। বুক ভারি না হলে বা নরম থাকলে বুকে দুধ কম আছে ধরে নিতে হবে। সঠিক— শিশুরা যখনই খেতে চাইবে তখনই বুকের দুধ দিতে হবে।

রবিবার আগরতলায় মুখ্যমন্ত্রী জায়া দুস্থদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেন। ছবি- নিজস্ব।

চুঁচুড়ায় আইসোলেশন সেন্টার হবার কথা শুনে ক্ষোভ স্থানীয়দের

হুগলি, ৫ এপ্রিল (হি.স) : চুঁচুড়া পৌরসভার অন্তর্গত মল্লিকাসেম হাটের সংলগ্ন এলাকায় ১৬ নং ওয়ার্ডে অজন্তা সেবা সদন নামে একটি বেসরকারি হাসপাতালে পৌরসভার উদ্যোগে করোনা আক্রান্তদের জন্য আইসোলেশন ওয়ার্ড বানাতে চলেছিল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। খবর চারিদিকে ছাড়াতেই এলাকার মানুষ হাসপাতালের সামনে গিয়ে বিক্ষোভ দেখায় এবং তারা প্রশাসনের কাছে দাবি জানায় এখানে করোনা রুগীদের কোনো চিকিৎসা করা চলবে না, সরকারের নিজেস্ব হাসপাতাল থাকতে এই জন বসতি এলাকায় এভাবে রুগী পাঠানোর মানে কি? প্রশ্ন এলাকাবাসীদের। এদিন এই হাসপাতালে ৫৪ জন রুগীও নিয়ে আসা হয়েছিল কিন্তু এলাকাবাসী বিক্ষোভে পুলিশের সহযোগীতায় তাদের অন্যত্র স্থানান্তরিত করা হয়। এ বিষয়ে ওই এলাকার বিজেপি নেতা ইন্দজীৎ মল্লিক বলেন সরকার বলছে প্যানিক নেবেন না অথচ এসব করে উনিই সকলকে প্যানিকের মধ্যে ঠেলে দিচ্ছে। ৯ বছরে মাননীয়া উন্নয়নের ঢোল পিটিয়ে গেছে জেলায় জেলায় মেডিকেল হাসপাতাল করেছে নাকি আজ সব হাসপাতাল গুলি গেলো কোথায়। স্বাস্থ্য ব্যবস্থা রাজ্যের তলানিতে ডাক্তার থেকে নার্সদের কাছে নেই পর্যাপ্ত চিকিৎসার সরঞ্জাম চিকিৎসা করতে গিয়ে ডাক্তারাই নিজেদের জীবন হানির চিন্তা করছে পরিস্তিতি এমন হয়ে দাড়িয়েছে। মানুষ না খেয়ে দিন কাটাচ্ছে কেন্দ্রের দেওয়া চাল ডালও চুরি করেছে তৃণমূলের নেতা মন্ত্রীরা। মানুষ কেবল বেচে আছে নিজের মনের জোরে। এভাবে বেসিদিন চলতে দেবো না আমরা অবিলম্বে পরিস্তিতির বদল না ঘটালে বিহত্তর আন্দলনে নামবো আমরা।

টিফিন বাক্স ও মোমবাতি নিয়ে দীপ প্রজ্জ্বলনের বিরোধিতা আইএনটিইউসির

কলকাতা,৫ মার্চ (হি স):দেশবাসীর উদ্দেশ্যে রবিবার রাত ৯ টায় ৯ মিনিটের জন্য বৈদ্যুতিক লাইট বন্ধ করে দীপ প্রজ্বলনে আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তবে , রবিবার বউবাজারে একহাতে টিফিন বাক্স ও অন্যহাতে মোমবাতি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী এই উদ্যোগের বিরোধিতা জানালো আইএনটিইউসি পশ্চিমবঙ্গ সেলের সদস্যরা।

হাতে মোম ও টিফিন বাক্স নিয়ে বউবাজার মোড়ে জড়ো হন আইএনটিইউসি পশ্চিমবঙ্গ সেলের সদস্যরা। সুরক্ষা বলয় কেটে একহাতে টিফিন বাক্স অন্য হাতে মোমবাতি নিয়ে তারা প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে স্লোগান তোলেন, "আমাদের সুরক্ষা দিন, কুসংস্কার নয় সেখান থেকেই তাঁরা, পাশে থাকুন, পাশে নয়"।

শ্রীনিকেতনের পল্লী সংগঠন বিভাগের কাজ চলছে হোয়াটস অ্যাপ গ্রুপ খুলে

শান্তিনিকেতন, ৫ এপ্রিল (হি. স.): বিশ্বভারতী বন্ধ থাকলেও, শ্রীনিকেতনের পল্লী সংগঠনের কাজ পুরোপুরি থেমে নেই।

গ্রামের সমিতিগুলোকে নিয়ে একটা হোয়াটস অ্যাপ গ্রুপ খোলা হয়েছে। তার মাধ্যমে সরকারি তথ্য আদান প্রদান হচ্ছে। কোন গ্রাম ভালো উদ্যোগ নিলে ঐ গ্রুপে আমাদের জানাচ্ছেন। সমিতির সমস্ত সম্পাদকদের কাছে আবেদন করা হয়েছে, গ্রামের উপর নজর রাখতে। করোনা সচেতনতা প্রচার চালাতে। বাইরের মানুষ গ্রামে ঢুকলে প্রশাসনকে জানানো হয়। স্যানিটাইজার পাওয়া না গেলে ক্ষার যুক্ত সাবান, মাস্ক ইত্যাদি যেন গ্রামে পৌঁছে দেওয়া হয়। তারজন্য যা খরচপাতি হবে, তা বিভাগীয় দফতর বহন করবে, বলে সূত্রের খবর।

জানা গেছে, দশটা গ্রাম নিয়ে একটা ক্লাস্টার আছে। সেই ক্লাস্টারের প্রধানকে বলা হয় কনভেনার বা আহ্বায়ক। ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে গ্রামের পরিস্থিতি জানা হচ্ছে। পল্লী সংগঠনের অধীন কোন গ্রাম থেকে কোন রকম অসুস্থতার কথা শোনা যায় নি। আমরা সরকারের সাথে সমন্বয় রেখে কাজ চালানো হচ্ছে। বোলপুর — শ্রীনিকেতন পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি মিহির রায় এই সচেতনতা উদ্যোগের পাশে আছেন। আপদকালীন অবস্থায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বপ্নের গ্রাম মুখ থুবড়ে যাতে না পড়ে, সেব্যাপারে তিনিও নজর রাখছেন, একজন জন প্রতিনিধি হিসেবে। সমিতির সম্পাদকরা, পল্লী সংগঠনের প্রধান আধিকারিক, আহ্বায়কের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিকেও তথ্য সরবরাহ করছেন।দুঃস্থ ভিক্ষুকদের খাদ্য সরবরাহ থেকে বাঁচার তাগিদে সুরক্ষা প্রচারে গ্রাম সমিতির সম্পাদকরা কাজ করে যাচ্ছেন। এই মুহূর্তে কাজের জন্য অর্থ নিয়ে তাঁদের উদ্বিগ্নতা দূর করা হয়েছে সংশ্লিষ্ট বিভাগ থেকে। এই মুহূর্তে ৫৪ টি গ্রামের মধ্যে ৫৪ টি সমিতি আছে। ১০৬টি গ্রাম চিহ্নিত হলেও এখনও সব সমিতির সাথে মউ চুক্তি স্বাক্ষর হয় নি। সবটায় পদ্ধতির মধ্যে আছে। বেশিরভাগ গ্রামে একটা সমিতি আছে। যেমন পারুল ডাঙা, লালদহতে একটা সমিতি। কিন্তু বোলপুরের কাছে সুপুর, রায়পুরের মত গ্রামে একটি আদি ক্লাবকে নিয়ে সমিতি গঠন করা হয়েছে।

বিশ্বভারতী সূত্রে জানা গেছে, আগে বন্যা হলে বিশ্বভারতী তার ঐতিহ্য মোতাবেক কাজ করে গেছে। ১৯৭৮ সালে বন্যার সময় কোপাই নদীর ধারের গ্রামগুলির প্রায় হাজার খানেক মানুষকে নাট্যঘরে রাখা হয়েছিল। সেখানে খিচুড়ি, তরকারি এই সব খাওয়ানো হয়েছিল।

ছাত্রছাত্রীরা সেই খাবার সরবরাহ করেছেন।

উল্লেখ্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সময়ে তিনটি গ্রামের দায়িত্ব নেওয়া হয়। শ্রীনিকেতনে পল্লী সংগঠনের ডিরেক্টরের পদ ২০১৮ সাল থেকে ফাঁকা আছে। পল্লী সংগঠন বিভাগের এক অধ্যাপক বলেন, বিশ্বভারতী বন্ধ আছে। তবে ব্যক্তিগত উদ্যোগেও আমরা কাজ চালিয়ে যাচ্ছি। গ্রামগুলিতে সচেতনতা প্রচার চালানো হচ্ছে। বর্তমানে ৫৪ টি গ্রাম গ্রহণ করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী আসার সময় মোট ১০৬টি গ্রামকে চিহ্নিত করা হয়েছে। সাধারণতঃ পল্লী সংগঠনের উদ্যোগে স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে গ্রামবাসীদের মাছের ও ফলের চাষের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। তবে করোনা মহামারী উদ্ভুত পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকলেও, বিশ্ববিদ্যালয়ের পল্লী সংগঠনে বিভাগের গৃহিত গ্রামগুলিতে আপদকালীন মানবিক সহায়তার কাজ থেমে নেই।

লোকালয়ে মুখে মাস্ক এবং হাত পরিষ্কার রাখা বাধ্যতামূলক মেঘালয়ে

শিলং, ৫ এপ্রিল (হি.স.) : মহামারি নোভেল করোনা ভাইরাসের থাবায় থরহরি সারা বিশ্ব। এ পর্যন্ত গোটা বিশ্বে ১২ লক্ষ ছাড়িয়েছে করোনা সংক্রমণের সংখ্যা। মৃত্যু হয়েছে ৬৪ হাজারেরও বেশি মানুষের। সেই কথা মাথায় রেখে করোনা ভাইরাসের হামলা থেকে বাঁচতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রকাশ্য লোকালয়ে প্রত্যেক নাগরিককে মুখে মাস্ক, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা, কাশি এলে মুখে রুমাল চাপা দেওয়া, শিষ্টাচার ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা বাধ্যতামূলক করেছে মেঘালয় সরকার।

শুক্রবার মেঘালয় সরকার কর্তৃক গঠিত মেডিক্যাল বিশেষজ্ঞের একটি দল এ ব্যাপারে রাজ্যের মুখ্যসচিবের সঙ্গে বৈঠক করেছে। বৈঠকে মহামারি করোনা ঠেকাতে মাস্কের ব্যবহার ও প্রাসঙ্গিক বিষয় নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয়।

রবিবার এই খবর দিয়ে মুখ্যসচিব জানিয়েছেন, করোনা সংক্রমণ ঠেকাতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সুপারিশ অনুযায়ী মুখে মাস্ক ব্যবহারের কার্যকারিতা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। মেডিক্যাল বিশেষজ্ঞের দলটি করোনা ঠেকাতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা, মুখে মাস্ক ব্যবহার এবং হাত পরিষ্কার রাখার ওপর বার বার জোর দিয়েছে।

মেডিক্যাল বিশেষজ্ঞ দলের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি আরও জানিয়েছেন, মহামারি করোনা সংক্রমণ ঠেকাতে মুখে মাস্কের ওপর হাত দেওয়া এড়িয়ে চলতে হবে। ভারত সরকারের বৈজ্ঞানিক পরামর্শদাতাদের পরামর্শের ভিত্তিতে এই নিয়মগুলো সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচার করা হচ্ছে, জানান তিনি।

মুখ্যসচিব জানান, সাধারণ মানুষকে বাড়িতে বসে তুলো দিয়ে দুই স্তরের মাস্ক সেলাই করে তৈরি করতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। মাস্কগুলি যাতে নাক, মুখ এবং চিবুক পর্যন্ত ঢেকে থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। ইতিমধ্যেই মেঘালয়ের শিল্প ও বাণিজ্য দফতর স্থানীয় স্বনির্ভর দল এবং বেসরকারি সংগঠনগুলিকে পুনঃব্যবহার্য দুই স্তরের মাস্ক তৈরি করার দায়িত্ব দিয়েছে। বাণিজ্য ও শিল্প বিভাগের উদ্যোগে ১০ এপ্রিলের মধ্যে ৩ লক্ষ মাস্ক তৈরি হয়ে যাবে। এছাড়া সরকারের তরফ থেকে ১০ দিনের মধ্যে আরও ১০ লক্ষ মাস্ক সংগ্রহের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে জানান মুখ্যসচিব।

৩০ হাজার দরিদ্র পরিবারে অত্যাবশ্যক সামগ্রী বণ্টন পাথারকান্দির বিধায়ক কৃষ্ণেন্দুর

পাথারকান্দি (অসম), ৫ মার্চ (হি.স.) : কৌভিড-১৯ নোভেল করোনা ভাইরাসের সঙ্গে মোকাবিলা করতে গোটা দেশের সঙ্গে লকআউট পালিত হচ্ছে করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দি বিধানসভা এলাকায়ও। লকআউটের জেরে সর্বাধিক জেরবার দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী মানুষ। তাঁরা কর্মহীন হয়ে পড়েছেন। ঘরে খাদ্যদ্রব্যের অভাব দেখা দিয়েছে। এমতাবস্থায় দুর্দশাগ্রস্ত দরিদ্র পরিবারগুলির পাশে দাঁড়ালেন পাথারকান্দির বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল।

ব্যক্তিগত উদ্যোগে পাথারকান্দি বিধানসভা এলাকার ২০টি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রায় ৩০ হাজার দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী দুস্থ পরিবারের হাতে প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা হাতে নিলেন বিধায়ক। গত দুদিন থেকে পাথারকান্দির বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতের দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী পরিবারদের মধ্যে বিধায়ক কর্তৃক বরাদ্দকৃত এই সব খাদ্য সামগ্রীগুলো বণ্টন করা হচ্ছে। রবিবার বিধায়ক নিজে এলাকার মেদলি, পুতনি, চাঁদখিরা, লোয়াইরপোয়া ও বাজারিছড়া গ্রাম পঞ্চায়েতে দলীয় কার্যকর্তাদের সঙ্গে নিয়ে গৃহবন্দি অসহায় পরিবারবর্গের মধ্যে অত্যাবশ্যক সামগ্রী চাল, ডাল, নুন ও তেলের মতো খাদ্য সামগ্রীর প্যাকেট তুলে দেন।

খাদ্য সামগ্রী বিলি করতে গিয়ে বিধায়ক বলেন, এলাকার নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি হিসেবে তিনি তাঁর কর্তব্য পালন করছেন মাত্র। আগামী কয়েতকদিনের মধ্যে গোটা নির্বাচন ক্ষেত্রের অন্য গ্রাম পঞ্চায়েতেও এভাবে অত্যাবশ্যক খাদ্য সামগ্রী বণ্টন চলবে।

এলাকার ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বিধায়ক পাল বলেন, এই সংকটকালে যে যার মতো গরিব ও অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ান।

জাতি ধর্ম ও রাজনৈতিক ভেদাভেদ ভুলে এখন সবাইকে জোটবদ্ধভাবে অসহায় লোকদের সাহায্য করা প্রত্যেক ভারতবাসীর মানবিক কর্তব্য। কারণ বর্তমানে গোটা দেশ তথা রাজ্য এক কঠিন সংকটজনক পরিস্থিতির শিকার।

লকডাউনের জন্য সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হতে হচ্ছে সমাজের দরিদ্র ও খেঁটে খাওয়া মানুষের। তাই পরিস্থিতি উপলব্ধি করে গরিব মানুষজনের সহায়তায় সকলকে এ মুহূর্তে এগিয়ে আসা সকলের কর্তব্য।

করোনা সতর্কতায় বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ফিভার ক্লিনিক'

কলকাতা, ৫ এপ্রিল (হি স)। করোনা ভাইরাসের প্রাথমিক পরীক্ষার জন্য বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে তৈরি হচ্ছে 'ফিভার ক্লিনিক'। রবিবার ছুটির দিনে বিষয়টি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে একটি বৈঠকে বসেন পিয়ার্সন মেমোরিয়াল হাসপাতালের চিকিৎসকরা।

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন এই হাসপাতালে ইউজিসি-র বরাদ্দ অর্থে তৈরি হয়েছে আধুনিক একটি দোতলা ভবন। কিন্তু চিকিৎসকের অভাবে এখনও এটি চালু করা সম্ভব হয়নি। ঠিক হয়েছে এই হাসপাতালে দুটো ঘরে দশটি করে শয্যা অর্থাৎ মোট ১০টি শয্যা রাখা হবে কোয়ারেন্টাইন হিসাবে। এ ছাড়া নিচে পাঁচটি ঘরে হবে ফিভার ক্লিনিক।

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে একান্ত সাক্ষাৎকারে এ খবর জানিয়ে বলেন, "বিষয়টি নিয়ে কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের কর্তাদের সঙ্গে কথা হয়েছে। কিছু থার্মাল যন্ত্র, এক্সরে মেশিন, ব্লাড কাউন্টিং মেশিন এখানে বরাদ্দ করা হচ্ছে। এর জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো এবং নার্স এই হাসপাতালে রয়েছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে, বীরভূমে জয়দেবভিটের কাছে একটি বেসরকারি হাসপাতাল রাজ্য সরকার করোনা চিকিৎসার জন্য ইতিমধ্যে চিহ্নিত করেছে। বিদ্যুৎবাবু বলেন, টাইফয়েড সর্দি-কাশি বা নানা রকম শরীর খারাপ হয়। যে কোনোও অসুখ হলেই লোকের মধ্যে আতঙ্ক দেখা দিচ্ছে। কিন্তু জ্বর, কাশি হাঁচি, পেট খারাপ প্রভৃতি জিনিস খতিয়ে যদি রোগীর করোনার প্রকৃত উপসর্গ থাকে তবেই আইসোলেশন বা কোয়ারান্টিনে পাঠানোর প্রশ্ন আসবে। সেই ব্যাপারে এই 'ফিভার ক্লিনিক' যথেষ্ট কাজে দেবে। মঙ্গলবার থেকেই চালু এটি চালু হয়ে যাবে।

বিশ্বভারতীর এই পিয়ার্সন হাসপাতালে ৯ জন চিকিৎসক, ৩০ জন নার্স এবং ৩০ শয্যার অস্ত্রোপচার বিভাগ (ওটি) আছে। কিন্তু তিন বছর ধরে চিকিৎসকের অভাবে এই ওটি কাজ করছে না। হাসপাতালটিকে পূর্ণ কার্যকরী করতে পাঁচটি নামী হাসপাতালের সঙ্গে কথা হয়েছে। তাদের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে পিপিপি-তে বিশ্বভারতীর হাসপাতালের মানোন্নয়ন করবে লাগাবে কর্তৃপক্ষ।

করোনা ভীতি দূর করা প্রয়োজন দাবি অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ৫ এপ্রিল (হি. স.): করোনা নিয়ে মানুষের মনের মধ্যে যে ভীতি তৈরি হয়েছে, তা দূর করা প্রয়োজন। সরকারের তরফ থেকে এই বিষয়ে জনগণকে আশ্বস্ত করাটা একান্ত জরুরি বলে মনে করেন রাজ্যের অন্যতম বিরোধী দল এসইউসিআই - এর নেতা অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়। রাজ্য তথা গোটা দেশের করোনা পরিস্থিতি নিয়ে বলতে গিয়ে বর্ষীয়ান এই রাজনীতিবিদ বলেন, করোনায় গোটা বিশ্ব হাঁসফাঁস করছে। সেখানে দাঁড়িয়ে দেশের চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীরা যদি পর্যাপ্ত পরিমাণে পার্সোনাল প্রটেক্টিভ ইকুইপমেন্ট না পায়, তবে ত না কোনও মতেই মেনে নেওয়া যায় না। দেশবাসী সাধ্য মত করোনা রোধে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করে চলেছে। কিন্তু চিকিৎসা পরিকাঠামোর অবস্থা ভালো নয়। দেশের প্রতিটি রাজ্য সরকারও নিজের মতো চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কেন্দ্র পর্যাপ্ত পরিমাণে চিকিৎসার সরঞ্জাম সরবরাহ করতে ব্যর্থ হচ্ছে।

রবিবার রাত ৯ টায় প্রদীপ জ্বালানো সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি কটাক্ষ করে বলেন, দায়িত্বজ্ঞানহীন এর মতন উদ্ভট নির্দেশ দেওয়া থেকে নেতাদের বিরত থাকা উচিত। পাশাপশি তিনি আরও বলেন, বরাবরের মতো এসইউসিআই গঠনমূলক বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করে যাবে। উল্লেখ করা যেতে পারে পশ্চিমবঙ্গে এখনো পর্যন্ত করোনা আক্রান্ত ৪৯। গোটা দেশ এই সংখ্যাটা তিন হাজার ছাড়িয়ে গেছে।

প্রধানমন্ত্রীর ডাকে জ্বললো বাতি, নিভলো আলো

হুগলি, ৫ এপ্রিল (হি.স.): করোনা মোকাবিলায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বাড়ির আলো নিভিয়ে রবিবার রাত ৯ টায় নয় মিনিটের জন্য মোমবাতি জ্বালাবার জন্য ডাক দিয়েছিলেন লকডাউনে থাকা দেশবাসীর উদ্দেশ্য। আর এই বিষয়টি নিয়েই চলছিল নানা রাজনৈতিক চাপানোতোর।

প্রশ্ন ছিল প্রধানমন্ত্রীর কথামতো গৃহবন্দীরা করোনা মোকাবিলায় মোমবাতি জ্বালাবে তো! রবিরার রাত ৯ টা বাজতেই তার উত্তর পেলো দেশবাসী।হুগলি জেলায় বেশির ভাগ বাড়িতেই ঘরের আলো নিভিয়ে মানুষকে মোমবাতি জ্বালাতে দেখা গেলো।শুধু মোমবাতি নয়, টর্চের আলো, মোবাইলে আলো জ্বালাতে দেখা গেলো বহু। এমনকি এই সময়টাতে ফানুশ উড়িয়েছে বহু মানুষ।কিছু কিছু জায়গায় বাজিও ফাটলো, কাঁসর ঘন্টার আওয়াজ শোনা গেলো। এক বাসিন্দা জানান, প্রধানমন্ত্রী ডাক দিয়েছিলেন সেই মতো এই কাজটি করলাম, করোনা মোকাবিলা আমারা এক জোট হয়ে তার কথা মতো মোমবাতি জ্বালালাম।তবে উনি যেটা বলছেন ভালোর জন্যই বলছেন।এই করোনা থেকে কিভাবে মুক্তি পাবো দিনের পর দিন সেই পথ খুঁজে চলেছেন। এদিকে ভিন্ন চিত্র দেখা গেলো বহু জায়গায়, করোনা মোকাবিলা মোমবাতি জ্বালাবার যুক্তি খুঁজে পাচ্ছে না অনেকেই, তাদের বক্তব্য অনুযায়ী আজব চিন্তা ধারার কোনো মানে নেই।এই মুহূর্তে হাতপাতালে পর্যাপ্ত পরিমানে কিট নেই, ডাক্তারর, নার্স তারা চিকিৎসা করার উপযুক্ত জিনিস পাচ্ছে না।সেটা না দেখে উনি মোমবাতি জ্বালাতে বলছে।

লকডাউনে গৃহবন্দি দুস্থদের খাদ্য সামগ্রী বিলি ডিমা হাসাও পুলিশের

হাফলং (অসম), ৫ এপ্রিল (হি.স.) : অতিমারি কোভিড-১৯ সমগ্র বিশ্বকে এক মহা সঙ্কটের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। ভারতে ও করোনা আক্রান্তের সংখ্যা দিনের পর দিন বেড়ে চলছে। রবিবার এই খবর লেখা পর্যন্ত গোটা বিশ্বে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ২০ ছাড়িয়েছে। প্রতিটি মানুষই এখন করোনার বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। করোনা প্রতিরোধে দেশে চলছে ২১ দিনের লকডাউন। এই লক ডাউনের জেরে এখন সবাই গৃহবন্দি। এর ফলে দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসরত মানুষ ও দিনমজুরদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়েছে। অনাহারে অর্ধাহারে দিন কাটছে অনেকের।

এদিকে ডিমা হাসাও জেলার বেশিরভাগ গ্রাম লক ডাউনের আওতায়। জেলার বিভিন্ন এলাকার গ্রামে যেমন বাইরের মানুষের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে, তেমনি সংশ্লিষ্ট গ্রামবাসীরা গ্রামের কোনও মানুষকে বের হতে দিচ্ছেন না। অগত্য কেউ যদি একবার গ্রাম থেকে বাইরে বেড়িয়ে আসেন, তা হলে ওই ব্যক্তিকে পুনরায় গ্রামে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। জেলার প্রত্যন্তগ্রামগুলির বর্তমান পরিস্থিতি এমন। তার মধ্যেই এবার এই সব দরিদ্র ও দিনহাজিরা করে পরিবার চালানো মানুষগুলির সাহায্যে এগিয়ে এসেছে ডিমা হাসাও পুলিশ।

রবিবার ডিমা হাসাও জেলা সদর হাফলং, মাহুর, মাইবাং, গুঞ্জং, দিহাঙ্গ এলাকায় ডিমা হাসাও পুলিশ দুস্থ পরিবারগুলির মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বন্টন করেছে। লক ডাউন শুরু হওয়ার পর থেকে ডিমা হাসাও পুলিশ পাহাড়ি জেলায় প্রতিদিন এভাবে চাল ডাল তেল সহ বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করে চলছে। এই প্রক্রিয়া আগামী কয়দিনও চলবে বলে জেলা পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

কাটছাঁট করে হলেও হোক আইপিএল, চান পিটারসন

নয়াদিল্লি, ৫ এপ্রিল (হি.স.): সারা বিশ্বে থাবা বসিয়েছে মারণ ভাইরাস করোনা। যার জেরে বন্ধ প্রায় সব ধরনের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। চলতি বছর আইপিএলের আশা যে ক্ষীণ হচ্ছে। তবে কাটছাঁট করে হলেও হোক আইপিএল, প্রয়োজনে ফাঁকা গ্যালারিতে।এমনটাই চান প্রাক্তন তারকা ইংরেজ ব্যাটসম্যান কেভিন পিটারসন।

যে কোনও মূল্যে আইপিএল আয়োজনের পক্ষে সওয়াল করলেন প্রাক্তন ইংরেজ তারকা বলেন, পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগের জন্য তিনটি নিরাপদ ভেন্যু বেছে, ফাঁকা গ্যালারিতেই আইপিএল আয়োজন হোক। আইপিএল সম্প্রচারকারী ব্রডকাস্টিং সংস্থাকে পিটারসন জানিয়েছেন, 'জুলাই-আগস্টের আগে আইপিএল আয়োজন করা সম্ভব নয়। কিন্তু আমি ভীষণ আশাবাদী আইপিএল আয়োজনের বিষয়ে।'

কেপি'র কথায় আইপিএল দিয়েই মরশুমের ক্রিকেট শুরু হয়। টুর্নামেন্টের সঙ্গে যুক্ত বিশ্বের সমস্ত ক্রিকেটার উদগ্রীব হয়ে থাকেন মাঠে নামতে। পাশাপাশি আইপিএল না হওয়া মানে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোরও চরম আর্থিক ক্ষতি। তাই ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর কোষাগারে যদি কিছুটা অর্থ আসে তাই এই সকল প্রস্তাব দিয়েছেন ২০০৫ অ্যাশেজের নায়ক।

কোভিড-১৯ মোকাবিলায় তৎপর এমএসএমই-র কারিগরি কেন্দ্রগুলি

নয়াদিল্লি, ৫ এপ্রিল (হি.স.): কোভিড-১৯ মোকাবিলায় স্বল্প মূল্যের ভেন্টিলেটর তৈরি এমএসএমই-র কারিগরি কেন্দ্রগুলি । কেন্দ্রীয় অতিক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগ মন্ত্রকের ১৮টি চালু কারিগরি কেন্দ্র ও স্বশাসিত সংস্থাগুলি কোভিড-১৯ মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। কলকাতার সেন্ট্রাল টুল রুম ও ট্রেনিং সেন্টার সাগর দত্ত সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের সঙ্গে সহযোগিতায় স্বল্প মূল্যের ভেন্টিলেটর তৈরি করছে তারা। এই ভেন্টিলেটরগুলির গুণমান যাচাই করার জন্য পরীক্ষায় পাঠানো হচ্ছে। সেই সঙ্গে, এই ভেন্টিলেটরগুলির কার্যকরিতাও খতিয়ে দেখা হবে। উল্লেখ করা যেতে পারে, কলকাতার এই প্রতিষ্ঠানটি খুব শীঘ্রই প্রতি মাসে ২০ হাজার এই ধরনের ভেন্টিলেটর উৎপাদন শুরু করবে।

চেন্নাই-স্থিত সেন্ট্রাল ফুটওয়্যার ট্রেনিং ইন্সটিটিউট সিলিং মাস্ক এবং মেডিকেল গ্রাউন সংগ্রহ করে সেগুলিকে কাজে লাগানোর জন্য পাঠানো হচ্ছে। হায়দরাবাদের এমএসএমই টেকনোলজি সেন্টার প্রটোটাইপ ভেন্টিলেটর তৈরির কাজে যুক্ত রয়েছে। এই ধরনের ভেন্টিলেটরগুলিতে সেন্সর-ভিত্তিক ইলেক্ট্রো মেকানিক্যাল পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে।

এদিকে কনৌজ-স্থিত এমএসএমই টেকনোলজি সেন্টার অ্যালকোহল-ভিত্তিক স্যানিটাইজার উৎপাদন শুরু করেছে। এই স্যানিটাইজার রেল সহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকেও সরবরাহ করা হবে। এছাড়াও, ইন্সটিটিউট ফর ডিজাইন অফ ইলেক্ট্রিক্যাল মেজারিং ইন্সট্রুমেন্ট আয়ন-ভিত্তিক স্যানিটাইজার উৎপাদন করছে।

এই হ্যান্ড স্যানিটাইজারের কার্যকরিতা যদি প্রমাণিত হয়, তা হলে এর ব্যবহার একাধিক ক্ষেত্রে সম্ভব।

মন্ত্রকের উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলি ছাড়াও হায়দরাবাদ, ভুবনেশ্বর ও জামশেদপুরের টেকনোলজি সেন্টারগুলি করোনা টেস্টিং কিট উৎপাদন শুরু করবে। ভুবনেশ্বর সেন্টারে ইতিমধ্যেই এ ধরনের টেস্টিং কিট তৈরি করা হয়েছে। এগুলির কার্যকরিতা একবার প্রমাণিত হলে অন্যান্য সেন্টারেও উৎপাদন প্রক্রিয়া শুরু হবে।

রবিবার রাজধানী আগরতলায় দুস্থদের মধ্যে খাদ্যসামগ্রী প্রদান করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

রবিরার ৩০ মিনিটের ঝড়ে তছনছ উদয়পুর এলাকা। ছবি- নিজস্ব।

করোনা সতর্কতায় বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ফিভার ক্লিনিক'

কলকাতা, ৫ এপ্রিল (হি স)। করোনা ভাইরাসের প্রাথমিক পরীক্ষার জন্য বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে তৈরি হচ্ছে 'ফিভার ক্লিনিক'। রবিবার ছুটির দিনে বিষয়টি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে একটি বৈঠকে বসেন পিয়ার্সন মেমোরিয়াল হাসপাতালের চিকিৎসকরা।

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন এই হাসপাতালে ইউজিসি-র বরাদ্দ অর্থে তৈরি হয়েছে আধুনিক একটি দোতলা ভবন। কিন্তু চিকিৎসকের অভাবে এখনও এটি চালু করা সম্ভব হয়নি। ঠিক হয়েছে এই হাসপাতালে দুটো ঘরে দশটি করে শয্যা অর্থাৎ মোট ১০টি শয্যা রাখা হবে কোয়ারেন্টাইন হিসাবে। এ ছাড়া নিচে পাঁচটি ঘরে হবে ফিভার ক্লিনিক।

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী 'হিন্দুস্তান সমাচার'-কে একান্ত সাক্ষাৎকারে এ খবর জানিয়ে বলেন, "বিষয়টি নিয়ে কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের কর্তাদের সঙ্গে কথা হয়েছে। কিছু থার্মাল যন্ত্র, এক্সরে মেশিন, ব্লাড কাউন্টিং মেশিন এখানে আনার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এর জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো এবং নার্স এই হাসপাতালে রয়েছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে, বীরভূমে জয়দেবভিটের কাছে একটি বেসরকারি হাসপাতাল রাজ্য সরকার করোনা চিকিৎসার জন্য ইতিমধ্যে চিহ্নিত করেছে। বিদ্যুৎবাবু বলেন, টাইফয়েড সর্দি-কাশি বা নানা রকম শরীর খারাপ হয়। যে কোনোও অসুখ হলেই লোকের মধ্যে আতঙ্ক দেখা দিচ্ছে। কিন্তু জ্বর, কাশি হাঁচি, পেট খারাপ প্রভৃতি জিনিস খতিয়ে যদি রোগীর করোনার প্রকৃত উপসর্গ থাকে তবেই আইসোলেশন বা কোয়ারান্টিনে পাঠানোর প্রশ্ন আসবে। সেই ব্যাপারে এই 'ফিভার ক্লিনিক' যথেষ্ট কাজে দেবে।

মঙ্গলবার থেকেই চালু এটি চালু হয়ে যাবে।

বিশ্বভারতীর এই পিয়ার্সন হাসপাতালে ৯ জন চিকিৎসক, ৩০ জন নার্স এবং ৩০ শয্যার অস্ত্রোপচার বিভাগ (ওটি) আছে। কিন্তু তিন বছর ধরে চিকিৎসকের অভাবে এই ওটি কাজ করছে না। হাসপাতালটিকে পূর্ণ কার্যকরী করতে পাঁচটি নামী হাসপাতালের সঙ্গে কথা হয়েছে। তাদের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে পিপিপি-তে বিশ্বভারতীর হাসপাতালের মানোন্নয়ন করবে লাগাবে কর্তৃপক্ষ।

হামলাকারী

● প্রথম পাতার পর

করা হয় শতাধিক টিএসআর জওয়ান।

সেই বিষয়ে কদমতলা থানার ওসি কৃষ্ণধন সরকার জানান, রাতের অন্ধকারে ঢিল ছোড়া দুষ্কৃতীদের শনাক্ত করা যায়নি। তবে মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করা হয়েছে। সেই ঘটনায় কারা যুক্ত তা বেরিয়ে আসবে। তবে প্রশ্ন হচ্ছে পুলিশ যখন করুণা ভাইরাসকে উপেক্ষা করে দিনরাত এক করে কাজ করছে সাধারণ মানুষের জন্য তখন যদি সাধারণ মানুষের কাছ থেকেই ইট,পাটকেল খেতে হয় তাহলে কিসের ভিত্তিতে ওরা ডিউটি করবে। অপরদিকে এই ঘটনায় জড়িত সন্দেহে কাল মাঝ রাতে কদমতলা থানার পুলিশ একজনকে গ্রেপ্তার করেছে তার নাম রাজিবুল আলম (২৩) সে দক্ষিণ কদমতলা বাসিন্দা হলেও বর্তমানে সে কুর্তি মধ্য রাজনগরে থাকে। আক্রান্ত পুলিশ কর্মী জানান কে বা কারা মেরেছে তা দেখেন নি রাতের অন্ধকারে ইট দিয়ে ঢিল ছোড়া হয়েছে। গ্রামের প্রধানের বাড়িতে আক্রমণের নাকি পরিকল্পনাও হয়েছিল। শতাধিক লোক লাঠি নিয়ে রেডি ছিল। অপরদিকে গ্রাম প্রধান সুব্রত শব্দকর জানান, এই সংকটক কালে গ্রামবাসীদের উসকে দিয়ে নগ্ন রাজনীতির চেষ্টা হচ্ছে। দা লাঠি নিয়ে মানুষ ঘর থেকে বেরিয়েছে,পুলিশকর্মী আক্রান্ত হয়েছে এটা ভালো লক্ষণ নয়। সকলের প্রতি শান্তি বজায় রেখে লকডাউন পালনের কথা বলেন গ্রাম প্রধান সুব্রত শব্দকর।

অভিযোগকারী

● প্রথম পাতার পর

পুলিশ আজ গোপাল রায়ের বাড়িতে যায়। কিন্তু, তাকে গ্রেফতার না করেই পুলিশ ফিরে যায়। নিউ ক্যাপিটাল কমপ্লেক্স এসডিপিও-র নেতৃত্বে পুলিশ কেন গোপাল রায়কে গ্রেফতার না করে ফিরে এসেছে, সে বিষয়ে পুলিশের শীর্ষ আধিকারিকের কোনও বক্তব্য জানা যায়নি। গোপাল রায়ের দাবি, তাঁর প্রতিবাদী কণ্ঠ রোধ করার জন্যই বিজেপি-আইপিএফটি জোট সরকার পুলিশ লেলিয়ে দিয়েছে।

প্রদেশ কংগ্রেসের অস্থায়ী সভাপতি আইনজীবী পীযূষকান্তি বিশ্বাস বলেন, অশোক স্তম্ভ ব্যবহারের জন্য পুলিশ নোটিশ দেওয়া উচিত ছিল। জোর করে তাঁর বাড়িতে প্রবেশ এবং ভয়ভীতি প্রদর্শন দুর্ভাগ্যজনক।

এদিকে, প্রদেশ বিজেপি মুখপাত্র ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী হেয় প্রতিপন্ন করার জন্যই প্রাক্তন কংগ্রেস বিধায়ক মামলা করেছেন বলে দাবি করেছেন। তিনি গোপাল রায়ের ওই ভূমিকার সমালোচনা করেন এবং বেআইনিভাবে অশোক স্তম্ভ ব্যবহারের জন্য তার শাস্তির দাবি জানান। তাঁর সাফ কথা, করোনা ভাইরাসে সংকটের পরিস্থিতি নোংরা রাজনীতি কাম্য নয়। প্রাক্তন বিধায়ক গোপাল রায় তারই পরিচয় দিয়েছেন।

গ্রাম

● প্রথম পাতার পর

প্রভৃতি এলাকার প্রচুর সংখ্যায় ঘরের টিনের ছাউনি উড়ে যায়। বিদ্যুৎ পরিবাহী তার রাস্তার উপর ছিড়ে পড়ে। বিদ্যুতের খুঁটি ভূপাতিত হয়েছে।

এদিকে, ঝড় তুফান থেমে যাওয়ার পর দুর্যোগ মোকাবিলার কর্মীরা, মহকুমা প্রশাসনের আধিকারীকরা এবং তহশিলদাররা ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা সফর করেছেন। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির নামের তালিকা তৈরী করা হয়েছে। তাদের ত্রাণ সামগ্রিও দেওয়া হয়েছে। পরবর্তী সময়ে সরকারী নিয়ম অনুযায়ী আর্থিক সহায়তা করা হবে বলে মহকুমা প্রশাসনের তরফ থেকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। এদিকে, জানা গিয়েছে এদিন তুফানে ওই এলাকার প্রায় ২৩টি পানের বরজ পুরোপুরি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।

ছিন্ন হবে না

● প্রথম পাতার পর

এদিন তিনি বলেন, বিদ্যুতের মিটার রিডিং নিতে কেউ এখন ভোক্তাদের বাড়িতে যাবেন না। সে-ক্ষেত্রে ভোক্তাদের মিটার রিডিং লিখে রাখতে হবে। সাথে মিটারের ছবি তুলে বিদ্যুৎ নিগমের কেন্দ্রীয় গ্রাহক সেবা কেন্দ্রে পাঠাতে পারবেন। শুধু তা-ই নয়, অনলাইনে বকেয়া বিল পরিশোধ করতে পারবেন। সে-ক্ষেত্রে গড় হিসাবে করে একাংশ বিল পরিশোধ করতে পারবেন ভোক্তারা। তাঁর কথায়, লকডাউন চলাকালীন বিদ্যুতের বিল পরিশোধে বিলম্বের জন্য জরিমানার ৫০ শতাংশ মকুব করা হবে। তাঁর দাবি, দেশের প্রথম তিনটি রাজ্য হিসেবে ত্রিপুরা বিদ্যুৎ গ্রাহকদের ওই স্বস্তি দিয়েছে।

দেশবাসীর

● প্রথম পাতার পর

দ্রুত মুক্ত হোক এই পৃথিবী।এই মুহূর্তে গোটা দেশে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৩৪৯৭। শেষ ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৫০৫ জন।যা উদ্বেগে রাখছে দেশবাসীকে।

আহত যুবক

আটের পাতার পর

অসাবধানতা বসত গাছের ডাল ভেঙ্গে সে গাছ থেকে পড়ে যায়। এতে সে গুরুতর ভাবে আহত হয়। দমকল বাহিনীর কর্মীরা ঘটনার খবর পেয়ে আহত যুবককে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। কিন্তু হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক আহত শম্ভু দাসকে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করে দেয়।

ফোন করলেন মোদী

আটের পাতার পর

সে বিষয়ে দুই প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির পরামর্শ ও মতামতও চেয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। মনমোহন সিংহ এবং এইচ ডি দেবগৌড়া দুই প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গেও একই ভাবে কথা বলেছেন এবং মতামত চেয়েছেন মোদী।

সেই সঙ্গে আর ফের বেশ কয়েকটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা রাজনৈতিক দলের প্রধানদের সঙ্গেও কথা বলেছেন মোদী। তালিকায় ছিলেন সোনিয়া গান্ধী, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, মুলায়ম সিংহ যাদব, অখিলেশ যাদব, নবীন পট্টনায়ক, কে চন্দ্রশেখর রাও, এম কে স্তালিন, প্রকাশ সিংহ বাদলের মতো নেতারা।

যদিও শনিবারই প্রধানমন্ত্রীর ডাকা বৈঠকে যোগ দেওয়া হবে না বলে তৃণমূলের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়। তবে রবিবার প্রধানমন্ত্রী নিজে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ফোন করেছেন। ৮ এপ্রিলের ভিডিও কনফারেন্সে মমতাকে উপস্থিত থাকতে আবেদন জানিয়েছেন। এই অবস্থায় মোদীর আবেদনে মমতা সাড়া দেন কিনা সেটাই দেখার। লকডাউনে অসহায় উপজাতি অংশের লোকজনের পাশে দারালো শান্তির বাজারের দেশবন্ধু ক্লাবের সদস্যরা।

বর্তমানে সমগ্র দেশ জুরে চলছে লকডাউন পক্রিয়া। বিশ্বের মহামারি করুনা ভাইরাস দমনে এই লকডাউন চালুকরাহয়েছে। এই লকডাউন এর ফলে গ্রাম ও পাহাড় এলাকার খেটে খাওয়া লোকজনের নিজদের কর্মসংস্থান হারিয়ে ঘরে বসে রয়েছে। যারফলে কষ্টেরসঙ্গে কোনোপ্রকার দিন কাটাচ্ছে অসহায় গরিব অংশের লোকজন। এই অসহায় লোকজনদের কথা চিন্তা করে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ক্লাব থেকে শুরু করে বিভিন্ন সামাজিক সংস্থার সদস্যরা এগিয়ে আসছে। এরইমধ্যে শান্তির বাজার বিধানসভার অন্তর্গত বিভিন্ন এডিসি ভিলেজ থেকে শুরু করে ভিন রাজ্যের খেটে খাওয়া শ্রমিকদের মুখে দুমুঠু অন্নের ব্যাবস্থা করতে এগিয়ে আসলো শান্তির বাজার দেশবন্ধু ক্লাবের সদস্যরা। এরইমধ্যে আজ শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত বীরচন্দ্র মনু এডিসি ভিলেজের উপজাতি অংশের গরিব লোকজনের কিছু দিনের খাদ্য সামগ্রী তুলে দিলেন দেশবন্ধু ক্লাবের সদস্যরা। আজকের এই খাদ্য সামগ্রী বিতরনি অনুষ্ঠানে ক্লাবের সদস্যদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন ৩৬ শান্তির বাজার বিধানসভার বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং। বিধায়ক নিজহাতে উপজাতি অংশের লোকজনদের হাতে খাদ্য সামগ্রী তুলেদেন। এই খাদ্য সামগ্রী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ৩৬ শান্তির বাজার বিধানসভার বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং, দেশবন্ধু ক্লাবের সেক্রেটারি প্রবীর বরন দাস, প্রেসিডেন্ট সত্যব্রত সাহা, সদস্য দেবাশিষ ভৌমিক, লক্ষন দেবনাথ ও অন্যান্য সদস্যগন। আজকের এই খাদ্যসামগ্রী বিতরন সম্পর্কে সংবাদমাধ্যমের সামনে কিছু বক্তব্য তুলেধরেন প্রেসিডন্ট সত্যব্রত সাহা। তিনি জানান দেশবন্ধু ক্লাব প্রতিনিয়ত নানানভাবে সামাজিক কাজের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। এরইমধ্যে এইবার করুনাভাইরাসের লকডাউন পক্রিয়া জারিথাকার কারনে গ্রামে ও পাহাড়ে অভুক্ত দরিদ্র অংশের লোকজনদের প্রতিনিয়ত খাদ্য সামগ্রী বিতরন করে আসছে এবং আগামী দিনেও তা জারি থাকবে। অপরদিকে বিভিন্ন ক্লাব ও সংস্থার লোকজনদের আদর্শে অনুপ্রানিত হয়ে নিজের অর্থদিয়ে সামাজিক কাজে এগিয়ে আসলো শান্তির বাজার মহামুনি এলাকার যুবক সুভ্রজিৎ পাটারি। শুভ্রজিৎ পাটারি প্রতিনিয়ত নিজ উদ্দোগে রাস্তার পাশে থাকা কুকুরদের খাদ্য বিতরন করে। যখন শুনতে পায় কেউ খাদ্যের অভাবে রয়েছে তখন সে গরিব অংশের লোকজনদের হাতে খাদ্য সামগ্রী তুলেদেয়। আজ রাধাকিশোর গঞ্জের কিছু সংখ্যক গরিব অংশের লোকজনদেরহাতে খাদ্য সামগ্রী তুলেদেয় শুভ্রজিৎ। এছারা সে নিজ উদ্দোগে হাসপাতালে রুগি নয়েযাবারজন্য গাড়ির পরিষেবা চালুকরে। এই লকডাউন চলাকালিন বাড়ি থেকে অনেক রুগিকে হাসপাতাল নিয়েযেতে বিশেষ অসুবিধার সন্মুখিন হতেহয়। এরমধ্যে শুভ্রজিৎকে ফোনকরেজানালে সে বিনামূল্যে রুগিদের হাসাপাতালে পৌঁছেদিতে সাহায্যের হাত বারিয়ে দিয়েছে। শুভ্রজিৎ এইধরনের মানসিকতাকে শান্তির বাজারের সকল লোকজন সাধুবাদ জানিয়েছে। সকলে আশাবেক্ত করছে শুভ্রজিতের অনুপ্রেরনায় আগামীদিনে অন্যান্য যুবকরাও সামাজিক কাজে ও লোকজনের সাহায্যে হাতবারিয়েদেবে।

রবিবার সিপাহীজলা জেলায় স্থানীয় সাংবাদিকরা দুস্থদের মধ্যে খাদ্যসামগ্রী প্রদান করেন। ছবি- নিজস্ব।

লকডাউন আমায় যেন প্রকৃতির আরো কাছাকাছি এনে দিয়েছ প্রসূন মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৫ এপ্রিল (হি. স.): এমনিতেই আমি আগের মত বাইরে বার হতাম না। প্রয়োজন হয় না। লকডাউন আমার পায়ে যেন আরও বেশি করে বেড়ি পরিয়ে দিয়েছে। মন্তব্য কলকাতার প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার প্রসূন মুখোপাধ্যায়ের।

তিনি বলেন, সকালে প্রায় দু''ঘণ্টা বারান্দায় বসে উপভোগ করি এই নিরিবিলি পরিবেশ। চারপাশে সুন্দর প্রকৃতি আর প্রচুর গাছ। কেবল আমার বাড়িতে নয়, সল্টলেকের বিএল ব্লকের প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই। আমার বাড়িতে নানা রকম ফুল, পাতাবাহার ছাড়াও কলাগাছ, আমগাছ। এগুলি দেখার জন্য মালি আছে। কিন্তু লকডাউনের জন্য সে একেবারেই আসছে না। আমরাই দেখভাল করছি। আমরা মানে আমি আর আমার স্ত্রী। আগে শিক্ষিকা ছিলেন। পরে আমার বদলির সুবাদে ও-ও দিল্লি চলে আসে।

২০০৭ সালে সিএবি প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন।এ ছাড়া তিন বছর ছিলেন ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাথলেটিক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি, টানা আট বছর আইপিএস অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক, 'এনভারমেন্ট এন্ড ওয়াইল্ডলাইফ সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি হন তিনি। কলকাতার পুলিশ কমিশনার হন ২০০৪ এর ৩০ নভেম্বর। তারপর রিজওয়ানুর সেই বিতর্কিত ও বিখ্যাত ঘটনার পর শহর যখন উত্তাল। ২০০৭ সালের ১৭ ই অক্টোবর রাজ্য পুলিশের এডিজি পদে বদলি হন তিনি। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য সংবাদের শিরোনামে এসেছেন তিনি। পেয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। এখন অবসর জীবন কাটাচ্ছেন সল্টলেকের বাড়িতে। লকডাউনে বারান্দায় বসে প্রকৃতি উপভোগ, গাছে জল দেওয়া, টিভি দেখা এসবের ফাঁকে ফাঁকে ইংরেজি সিনেমা দেখা এবং বই পড়া। জানালেন এমনিতে দু - তিনজন কেউ না কেউ বাড়িতে আসেন প্রতিদিন। লকডাউনে তাঁরা আসছেন না। তাই পুরো সময়টাই আমার। জেমস ক্ল্যাভেলের ''শোগুন'' পড়ছি। জাপানের সামুরাইদের অনেক আপাত অজানা কথা, ফ্রেডরিক ফরসাইথের ছোটগল্পের সংকলন ''দি ভেটারেন'' অসাধারণ লাগছে। এই সংকলনের এক-আধটা মনে রাখার মতন গল্পের সংক্ষিপ্তসার এই প্রতিবেদককে জানিয়ে বললেন, "আমি ক্যালকাটা ক্লাবের সদস্য। সেখানকার গ্রন্থাগার থেকে মাঝে মাঝে বই নিয়ে আসি। বেশ কিছুদিন ওখানে যাওয়া হয়নি। খুব ভাল হত লকডাউনের কথা ভেবে যদি কিছু ভাল বই ওখান থেকে নিয়ে আসতে পারতাম। "ঘনিষ্ঠদের কারও জন্য চিন্তা হয় না? আপনি যখন ডেপুটি কমিশনার ছিলেন, লালবাজারে প্রতিদিন খবর সংগ্রহ করতে যেতাম। নানা কথা হত। আপনার দুই ছেলে ছোট ছিল স্কুলে পড়ত। ওদের কথা বলতেন। ওরা কথা ভাবছেন না?

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছেই দেশে

রায়পুর,৫ এপ্রিল (হি. স.): করোনা নিয়ে যখন সারা দেশ চিন্তিত। আক্রান্তের সংখ্যা যখন লাফিয়ে বাড়ছে। তখন সুখবর শোনাল ছত্তিশগড়। সেখানে করোনা থেকে সুস্থ হয়ে আরো তিনজন রোগী বাড়ি ফিরল। রবিবাসরীয় সকালে এমনি সুখবর শোনালেন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী টি এস সিং দেও।

এদিন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, করোনা আক্রান্ত তিনজন পুরোপুরি সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গিয়েছেন। করোনায় আক্রান্ত রোগীদের জন্য প্রতিনিয়ত কাজ করে চলেছে রাজ্যের চিকিৎসকেরা। তারই সুফল এখন মিলছে। রাজ্যে সব মিলিয়ে ১০ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছিল তার মধ্যে সাত জন সুস্থ হয়েছে। অন্যদিকে সাড়া দেশে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা ৩৩০০ ছাড়িয়ে গিয়েছে।

ারণ রোগ করোনার বাড়বাড়ন্ত অব্যাহত গুজরাটে। নতুন করে সেখানে ১৪ জনের শরীরে করোনার সংক্রমণ ছড়িয়ে গিয়েছে। ফলে সব মিলিয়ে সেখানে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১২২। রবিবার রাজ্যের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের তরফ থেকে জানানো হয়েছে যে নতুন করে আক্রান্তদের মধ্যে ১০ জন দিল্লির নিজামুদ্দিনে তবলীগী মরকজের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত ছিল। পাশাপশি ১২২ আক্রান্তের মধ্যে ৭২ জনের লোকাল ট্রান্সমিশন বা স্থানীয় ভাবে করোনায় সংক্রামিত হয়েছে। ৩৩ জনের বিদেশে যাওয়ার নজির রয়েছে। ১৭ জনের আন্ত: রাজ্য থেকে আসার ইতিহাস রয়েছে। আশার আলো এখানেই যে ১৭ জন করোনা থেকে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গিয়েছে।

করোনায় মহারাষ্ট্রে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৩৫। রাজ্যে এখনো পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা ৩৩ ছড়িয়ে গিয়েছে। রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রকের তরফ থেকে জানানো হয়েছে শনিবার বছর ৯৪ বয়সী এক রোগী করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছে। পুনেতে নতুন করে আরও তিন জনের মৃত্যু হয়েছে। উল্লেখ করা যেতে পারে শনিবার রাজ্যবাসী র উদ্দেশ্যে দেওয়া ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে বলেছিলেন যে করোনা কোন ধর্ম, বর্ণ দেখে না। ফলে সামাজিক ও ধার্মিক অনুষ্ঠান বিরত রাখতে হবে।

রাজ্যবাসী

● প্রথম পাতার পর

পাওয়া যায়। কিন্তু আজ সমস্ত রাস্তাঘাট ছিল জনমানবশূন্য। এই পরিবেশ দেখে মনে হচ্ছিল, প্রধানমন্ত্রীর ডাকে সাড়া দিতেই হয়ত সবাই ঘরমুখো হয়েছেন। তবে, কিছু ব্যতিক্রমী ছিলেন। তাঁরা ভিন্ন মতাদর্শে বিশ্বাসী। তাই তাঁরা ওই যজ্ঞে শামিল হননি। এমন কিছু মানুষের বাড়িতে যথারীতি আলো জ্বলছিল।

কর্মী

● প্রথম পাতার পর

প্রচার করেছেন। ন্যাশনাল ডিজাস্টার মেনেজমেন্ট এক্টের ৫৪ ধারায় পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করেছে। কলমচৌড়া থানার পুলিশ সিপাহীজলা ক্রাইম ব্রাঞ্চকে সাথে নিয়ে আজ তাকে গ্রেপ্তার করেছে। তিনি রূপাইছড়ি ব্লকে করণিক পদে কর্মরত আছেন। তবে, তার বিরুদ্ধে সাংবাদিক পরিচয়ে প্রতারণারও অভিযোগ রয়েছে। আগামীকাল তাকে আদালতে সোপর্দ করা হবে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

তিনের পাতার পর

স্থলবন্দরে বিদেশ প্রত্যাগত যাত্রীদের থার্মাল স্ক্যানার ও ইনফ্রারেড থার্মোমিটারের মাধ্যমে স্ক্রিনিং করা হচ্ছে। পাশাপাশি লণযুক্ত এবং সন্দেহভাজন যাত্রীদের কোয়ারেন্টিনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। পাশাপাশি বিমান যাত্রীদের মধ্যে অবতরণের পূর্বেই হেলথ ডিকারেশন ফরম ও প্যাসেঞ্জার লোকেটর ফরম বিতরণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়।তিনি বলেন, লণবিহীন ও সন্দেহজনক নয় এমন যাত্রীদের হোম কোয়ারেন্টিনে থাকার পরামর্শ দেওয়া হয় এবং তাদের নিয়মিত ফলোআপ করা হয়। স্বাস্থ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাসহ সংশ্লিষ্ট বিদেশি সংস্থা, চিকিৎসা পেশার প্রতিনিধি সকলকে নিয়ে জাতীয় কমিটি হয়েছে। বিভাগ, জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে কমিটি গঠিত হয়েছে।

দেশব্যাপী ছুটি ঘোষণা এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখারক্ষেত্রে তার সরকারের পদপে তুলে ধরে সরকার প্রধান বলেন, বিশ্বব্যাপী সংক্রমণ বিস্তার রোধে বিভিন্ন দেশে লকডাউন অথবা বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। বাংলাদেশেও গত ২৬ মার্চ থেকে ১৭ দিনের সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে।তিনি বলেন,শিল্প কারখানায় আংশিক ছুটি, পর্যটন কেন্দ্র, বিপণীবিতান এবং সড়ক, নৌ, রেলসহ সকল গণপরিবহণ বন্ধ করা হয়েছে এবং জনসাধারণকে ঘরে থাকার ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।প্রধানমন্ত্রী বলেন,আগামী ১৪ এপ্রিল আমাদের বাংলা নববর্ষ শুরু। এই নববর্ষ সকলে ঘরে বসে নিজের মত করে উদযাপন করেন। আমাদের নববর্ষকে ঘিরে যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বা যা কিছু তা মিডিয়ার মাধ্যমেই হবে।তিনি বলেন,সামনেই আমাদের 'শবে বরাত' রয়েছে। সেক্ষেত্রেও আমি বলব সকলে ঘরে অবস্থান করেই আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে দোয়া করুন-আমাদের 'বরাত'টা যেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ভালো রাখেন এবং দেশের মানুষ যেন আর্থ-সামাজিকভাবে এগিয়ে যেতে পারেন। আর এই মহামারির থেকে যেন বাংলাদেশের জনগণসহ সমগ্র বিশ্ববাসী মুক্তি পায়। অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল তার বক্তৃতায় বলেন, বিপদ কেটে যায় এবং এই বিপদও কেটে যাবে। তবে, এই বিপদ কেটে যাওয়ার সঙ্গে যাতে আমরা আবার ঘুরে দাঁড়াতে পারি এবং আমাদের সমতার জায়গায় যেখানে ছিলাম, সেখানে আবার চলে যেতে পারি, সেই ল্য অর্জনেই প্রধানমন্ত্রী আজকে এসব উদ্দীপনামূলক প্যাকেজগুলো ঘোষণা করেছেন।তিনি প্রধানমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন,প্রধানমন্ত্রী দেরি করেন নাই। করোনা ঘটে যাওয়া পর্যন্ত অপো করেন নাই। তার অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান দ্বারা আগেই ব্যবস্থা নিয়েছেন।আর আমাদের এসব প্যাকেজে কৃষক, কামার, কুমার, জেলেসহ সকল প্রকার খেটে খাওয়া জনগণ এবং ুদ্র ব্যবসায়ীকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, কেউই বাদ পড়েন নাই', যোগ করেন তিনি।অর্থমন্ত্রী বলেন,আমাদের মূল্যস্ফীতি সাড়ে ৫ এর কোঠায় রয়েছে এবং অর্থনীতি একটি মজবুত অবস্থানে থাকায় প্যাকেজের অর্থ যদি ব্যাংক থেকে অর্থায়ন করি তাহলে আমরা আমাদের কাঙি ল্য অর্জন অব্যাহত রেখে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৮ শতাংশের কাছাকাছিই রাখতে সম হব।

ক্রীড়াঙ্গন

করোনাভাইরাস: বেতন কম নিবেন মারাদোনা

করোনাভাইরাসের প্রভাবে খেলাধুলা বন্ধ থাকায় আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েছে প্রায় সব ক্লাব। এমন কঠিন পরিস্থিতিতে ক্লাব হিমনাসিয়ার দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন এর কোচ দিয়েগো মারাদোনা। ক্লাবকে নিজের বেতন কম দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছেন আর্জেন্টাইন এই কিংবদন্তি।

নিজ দেশের প্রথম বিভাগের ক্লাব হিমনাসিয়ার প্রধান কোচের দায়িত্বে আছেন মারাদোনা। তিনি নিজেই ক্ষুদে বার্তায় বেতন কেটে রাখার প্রস্তাব দেন বলে জানান ক্লাবটির প্রেসিডেন্ট গাব্রিয়েল পেইয়েগ্রিনো।

"আমরা বার্তা বিনিময় করেছি এবং অনেকের মধ্যে তিনিই প্রথমে বলেছেন, যদি বেতন কেটে রাখার দরকার হয় তবে তাতে তার কোনো আপত্তি নেই।"

গত ১৭ মার্চ থেকে ফুটবল বন্ধ রয়েছে আর্জেন্টিনায়। থেমে আছে ক্লাবগুলোর রোজগারও। সুপারলিগার ক্লাবগুলো এই ধাক্কা সামাল দিতে ফুটবলার ও কর্মচারীদের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে বেতন কাটার ব্যাপারে।গত সেপ্টেম্বরে লা প্লাতা শহরের ক্লাবটির দায়িত্ব নেন ৫৯ বছর বয়সী মারাদোনা। অবনমনের ঝুঁকিতে থাকা ক্লাবটির সঙ্গে তার চুক্তির মেয়াদ শেষ হবে আগামী ২২ অগাস্ট। তবে চুক্তির পরেও মারাদোনা ক্লাবের সঙ্গে থাকবেন বলে বিশ্বাস পেইয়েগ্রিনোর।

অবরুদ্ধ সময়টা অন্যদের মত মারাদোনারও বিরক্তিতে কাটছে বলে জানান ক্লাব প্রেসিডেন্ট।

টি-টোয়েন্টিতে জয়ের পথের সন্ধানে শ্রীলঙ্কা

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ সামনে রেখে শ্রীলঙ্কা দলে কিছু সমন্বয় প্রয়োজন বলে মনে করেন মিকি আর্থার। পাশাপাশি এই সংস্করণে জয়ের একটি পথ খুঁজে বের করা দরকার বলেও জানালেন সাবেক বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের প্রধান কোচ। গত মাসে নিজেদের সবশেষ সিরিজে ঘরের মাঠে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হোয়াইটওয়াশ করে শ্রীলঙ্কা। তবে টি-টোয়েন্টি সিরিজে দুই ম্যাচেই হেরে যায় স্বাগতিকরা। এই সংস্করণে ফল হওয়া সবশেষ ৭ ম্যাচেই হেরেছে তারা।

আগামী অক্টোবর-নভেম্বরে অস্ট্রেলিয়ায় হওয়ার কথা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। ২০১৪ সালের চ্যাম্পিয়ন শ্রীলঙ্কা তাকিয়ে আছে দ্বিতীয় শিরোপা জয়ের দিকে।

করোনাভাইরাসের কারণে টুর্নামেন্ট নিয়ে যদিও রয়েছে অনিশ্চয়তা। তবে আর্থার জয়ের অন্য প্রস্তুত করতে চান দলকে।

"আমাদের টি-টোয়েন্টি দলের এখনও কিছুটা ঘষামাঝার দরকার আছে। এটা শক্তিশালী ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের বিপক্ষে দেখা গেছে যাদের আমাদের তুলনায় শক্তি অনেক বেশি ছিল।"

"আমি মনে করি নিজেদের সম্পদের ওপর ভিত্তি করে ম্যাচ জেতার একটা পদ্ধতি তৈরি করা বেশি গুরুত্বপূর্ণ, যেটা সাধ্যের মধ্যে। এরপর নিশ্চিত করা দরকার পদ্ধতিটা নিয়ে আমাদের খেলোয়াড়রা বিভ্রান্তিতে নেই।"

আর্থার শ্রীলঙ্কার দায়িত্ব নেন গত বছরের ডিসেম্বরে। এরপর শ্রীলঙ্কা টেস্ট সিরিজ হেরেছে পাকিস্তানে গিয়ে। তবে সিরিজ জিতেছে জিম্বাবুয়ে সফরে।

গত মাসে দেশের মাটিতে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ স্থগিত হয়ে গেছে করোনাভাইরাসের প্রকোপে। তাতে হতাশা আছে আর্থারের। তবে মোমেন্টাম ধরে রাখাটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ সাবেক পাকিস্তান কোচের কাছে।

"ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ খেলতে না পারা সত্যিই হতাশার। যদিও পরবর্তী সময়ে খেলা হবে। আমরা সবেমাত্র একটি ব্র্যান্ড তৈরি করেছি, যা দলের সব বিপক্ষে সফল হবে বলেই জানতাম। আশা করব, আমরা যে মোমেন্টাম তৈরি করেছি, আবার খেলা শুরু হলে আমাদের টেস্ট দল তা হারাবে না।"

করোনা: বেলারুশ প্রিমিয়ার লিগ বন্ধ করবে না কর্তৃপক্ষ

বৈশ্বিক মহামারি করোনা ভাইরাসের কারণে স্থগিত হয়ে গেছে ইউরোপের শীর্ষ পাঁচ লিগের ফুটবল। প্রায় চার সপ্তাহ ধরে মাঠে নেই লিওনেল মেসি-ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো-নেইমার-মোহামেদ সালাহ-রবার্ট লেভানডভস্কিরা। এমনকি বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশে কোভিড-১৯ সংক্রমণ এড়াতে সাময়িক বন্ধ রাখা হয়েছে ফুটবল। তবে এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বিপরীত পূর্ব ইউরোপের দেশ বেলারুশ।

ইতালি-স্পেন-ফ্রান্সের মতো উন্নত দেশে যখন করোনার কারণে দিনের পর দিন ভারী হচ্ছে মৃত্যুর মিছিল, তখন স্টেডিয়াম ভর্তি দর্শকে বেশ দাপটের সঙ্গে চলছে বেলারুশিয়ান প্রিমিয়ার লিগ। ইউরোপের একমাত্র দেশ হিসেবে শীর্ষ ফুটবল লিগ স্থগিত করেনি রাশিয়ার প্রতিবেশিরা। আজব এই দেশটি ফুটবল কর্তারা মনে করেন লিগ বন্ধ করে দেওয়ার মতো পরিস্থিতি এখনও তৈরি হয়নি।

এমনটি জানিয়েছেন বেলারুশ ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান সের্গেই ঝারদেস্কি।

সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী বেলারুশে কোভিড-১৯ রোগে আক্রান্তের সংখ্যা ৪৪০, যেখানে এখন পর্যন্ত মারা গেছেন ৫ জন।

এদিকে এতদিন না হলেও অবশেষে বেলারুশ সরকার সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়াসহ আন্তর্জাতিক সব ইভেন্ট ৬ এপ্রিল পর্যন্ত স্থগিত করে। কিন্তু এখনও বেঁকে আছে বেলারুশ ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন। সংস্থাটির প্রধান জানান, ঘরোয়া ফুটবল লিগ ঠিকই চলবে। 'আমরা প্রতিদিন পরিস্থিতি বিবেচনা করছি। আমাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ওপর আমাদের ভরসা আছে। এখন লিগ বন্ধ করার কোনো কারণ দেখছি না।'

এর আগে পেশাদার ফুটবলারদের আন্তর্জাতিক সংগঠন ফিফপ্রোর জেনারেল সেক্রেটারি জন্স বেয়ার-হফম্যান বেলারুশকে লিগ বন্ধের আহ্বান জানিয়েছেন।

করোনাভাইরাস আক্রান্ত বার্সেলোনার সহ-সভাপতি

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন বার্সেলোনার সহ-সভাপতি জর্দি কার্দোনের। স্প্যানিশ পত্রিকা মুন্দো দেপোর্তিভো শনিবার খবরটি জানিয়েছে। তবে ক্লাবের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে এখনও কিছু জানানো হয়নি।

এই নিয়ে কাতালান ক্লাবটির মোট তিন জন কোভিড-১৯ রোগে আক্রান্ত হলেন।

কার্দোনের অবশ্য দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠছেন বলেও মুন্দো দেপোর্তিভোর প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে।

আইপিএল নিয়ে এখনও আশাবাদী পিটারসেন

করোনা ভাইরাসের ভয়াবহতার কারণে পুরো ক্রীড়াঙ্গন স্থবির। মাঠের খেলা নেই আপাতত। ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস সহ সবধরনের আন্তর্জাতিক ও ঘরোয়া টুর্নামেন্ট অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত। তারই ধারাবাহিকতায় ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ (আইপিএল) স্থগিত করা হয়। ইংল্যান্ডের সাবেক ক্রিকাটার কেভিন পিটারসেন মনে করেন ক্রিকেট মৌসুমেই আইপিএল শুরু করা উচিৎ।গত ২৯ মার্চ আইপিএল মাঠে গড়ানোর কথা ছিল। তবে করোনা ভাইরাসের কারণে সেটি ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত স্থগিত রাখা হয়। কিন্তু পরিস্থিতি আরও খারাপ হওয়ায় এখন আসরটি ১৩তম সংস্করণ নিয়ে শঙ্কা তৈরি হয়েছে। পিটারসেন বলেন, 'জুলাই-আগস্ট মাসের দিকে আইপিএল শুরু করা যেতে পারে। 'আমার বিশ্বাস, ক্রিকেট মৌসুম দ্রুত শুরু হবে। খেলা শুরু হওয়ার অপেক্ষায় বসে আছে প্রত্যেক ক্রিকেটার।'তবে পিটারসেনের মতে আপাতত দর্শকশূণ্য ভাবেই আইপিএল হতে পারে। তিনি বলেন, 'আমার কাছে মনে হয় এই মুহূর্তে দর্শকদের মাঠে এসে ঝুঁকি নিয়ে খেলা দেখাটা ঠিক হবে না। তাদের এটা বোঝা উচিৎ তারা এখন মাঠে বসে খেলা দেখতে পারবে না। কিছুদিন তাদের সরাসরি খেলা দেখা থেকে দূরে থাকাটাই ভালো।আইপিএল না হলে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) মনে করছে তাদের প্রায় ৪ হাজার কোটি টাকার ক্ষতি হবে।

৩ অগাস্টের মধ্যে শেষ করতে হবে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ

মৌসুম শেষ করতে কতদূর অপেক্ষা করবে উয়েফা? একটা সম্ভাব্য সময় জানা গেল ইউরোপের ফুটবল প্রধান আলেকসান্দের চেফেরিনের কথায়। উয়েফার দুই ক্লাব প্রতিযোগিতা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ও ইউরোপা লিগ আগামী ৩ অগাস্টের মধ্য শেষ করতে হবে জানিয়েছেন তিনি। জার্মানির একটি টেলিভিশন চ্যানেলকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মৌসুম শেষ করার সময়সীমা নিয়ে বলেন চেফেরিন। 'চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ও ইউরোপা লিগ পুনরায় শুরু করার জন্য আমাদের হাতে অনেকগুলো বিকল্প আছে। এটা হতে পারে মে, জুন, জুলাই... আবার খেলা নাও হতে পারে। সেই বিকল্পও আলোচনায় আছে।' 'একটা গ্রুপ এটা নিয়ে কাজ করছে, তবে এটা কর্তৃপক্ষের খেলতে দেওয়ার ওপরও নির্ভর করছে। চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ও ইউরোপা লিগ, সবই আগামী ৩ অগাস্টের মধ্যে অবশ্যই শেষ করতে হবে।' টুর্নামেন্ট শেষ করতে বর্তমান নিয়মে পরিবর্তন আসতে পারে বলেও জানান চেফেরিন। হতে পারে এক লেগের খেলা। শেষ চার অথবা শেষ আটের খেলা হতে পারে একটা শহরে। 'অনেকগুলো বিকল্প আছে। এটা ব্যতিক্রমী একটা পরিস্থিতি। আমাদের সবাইকে তাই সহনশীল হতে হবে।'

মেসিই সেরা, রোনালদিনিয়ো গ্রেটদের একজন: চাভি

সর্বকালের সেরা ফুটবলারের প্রশ্নে বার্সেলোনা তারকা লিওনেল মেসিকে বেছে নিলেন চাভি এরনান্দেস। তার আরেক সাবেক ক্লাব সতীর্থ রোনালদিনিয়োকে গ্রেটদের একজন বলে মনে করেন বিশ্বকাপজয়ী সাবেক স্প্যানিশ এই তারকা মিডফিল্ডার।

ক্রিস্তিয়ানো রোনালদোর পাশাপাশি রেকর্ড ছয়বারের বর্ষসেরা ফুটবলার মেসি বর্তমানের সেরা ফুটবলার বলে বিবেচিত। তবে আর্জেন্টাইন তারকাই যে ইতিহাসের সেরা ফুটবলার, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই চাভির।

"রোনালদিনিয়ো সেরাদের কাতারেরসম্ভবত তার শুধু ধারাবাহিকতার অভাব ছিল। আমার কাছে, তার ওপরে কেবল মেসি। আর এর কারণ গত কয়েক বছরে তার ধারাবাহিক পারফরমান্স।"

কাতারের ক্লাব আল সাদের বর্তমান কোচ চাভি গ্লোবো স্পোর্তোকে আরও বলেন, "মেসি ইতিহাসের সেরা, তবে রোনালদিনিয়ো সেরাদের সাথেই আছেন। বাকিদের সঙ্গে-রোনালদো(দা ফেনোমেনন), মেসি ও ক্রিস্তিয়ানো রোনালদো যে গ্রুপে আছে।"

করোনাভাইরাসের মহামারীতে চলতি মৌসুম স্থগিত হওয়ার আগে ৩১ ম্যাচে ২৪ গোল করেন মেসি।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে শুরু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর শেষ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দামামা যখন বাজতে শুরু করেছে, তখনই প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে পা রেখেছিলেন বিল অ্যাশডাউন। ক্যারিয়ারের শেষ ম্যাচ যখন খেললেন এই অলরাউন্ডার, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেমে গেছে তার বেশ আগেই! কোনো ম্যাচেই পারফরম্যান্স দুর্দান্ত কিছু ছিল না অ্যাশডাউনের। কিন্তু ক্যারিয়ার শুরু আর শেষের দুটি ম্যাচ তাকে অমর করে রেখেছে ক্রিকেটে।

করোনাভাইরাসের প্রকোপের এই সময়কে বিশ্বজুড়েই তুলনা করা হচ্ছে যুদ্ধাবস্থার সঙ্গে। বলা হচ্ছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এত বড় সঙ্কটে আর পড়েনি বিশ্ব। ক্রিকেটের ইতিহাসকেও অনেক সময় বিভাজন করা হয় বিশ্বযুদ্ধের সঙ্গে মিলিয়ে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে বা পরে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে বা পরে। অ্যাশডাউন ক্রিকেট ইতিহাসে পাকাপাকি জায়গা পেয়ে গেছেন সময়ের ভেলায় চেপেই। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ইংল্যান্ডে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট খেলেছেন কেবল তিনিই। অন্যান্য দেশেও কেউ পেরেছেন কিনা বা কতজন পেরেছেন, সেটির নিশ্চিত হিসাব নেই।

১৯১৪ সালের জুলাইয়ে শুরু হয়েছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। অ্যাশডাউনের অভিষেক ঠিক আগের মাসেই। তখন তার বয়স মোটে ১৫। অভিষেকে করেছিলেন ৩ ও ২৭ রান। বল হাতে পাননি উইকেট। পরের ম্যাচটি খেলার জন্য তাকে অপেক্ষা করতে হয় ৬ বছর।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেমে যায় ১৯১৮ সালে। অ্যাশডাউনের সুযোগ আসে ১৯২০ সালে। কেন্টের হয়ে মাঠে নামেন কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপের ম্যাচে। কেন্টে খেলে হয়ে ওঠেন তিনি এই কাউন্টির গ্রেট। মৌসুমে হাজারের বেশি রান করেছেন ১১ বার। ১৯৩৪ সালে এসেক্সের বিপক্ষে অ্যাশডাউনের ৩৩২ রানের ইনিংসটি এখনও কেন্টের রেকর্ড।

কেন্টের হয়ে খেলেই প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট ক্যারিয়ার থেমে যায় ১৯৩৭ সালে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় আরও দুই বছর পর। থামে ১৯৪৫ সালে। ১৯৪৭ সালে আরেকটি মাচ খেলতে আবার মাঠে ফেরেন সেই অ্যাশডাউন। বয়স ততদিনে পেরিয়ে গেছে ৪৮। কিন্তু ব্যাটের হাত তখনও মন্দ নয়। করেছিলেন ৪২ ও ৪০।

সব মিলিয়ে ৪৮৭টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচে রান করেন ২২ হাজারের বেশি। উইকেট নেন ৬০২টি। তবে ইংল্যান্ডের হয়ে টেস্ট খেলার সুযোগ পাননি কখনও।

এরপরও মাঠে ছিল তার উপস্থিতি, তবে অন্য ভূমিকায়। টেস্ট খেলতে না পারলেও আম্পায়ার হিসেবে দাঁড়িয়েছেন ৩টি টেস্টে। পরে হয়েছেন লেস্টারশায়ারের কোচ। এই কাউন্টির স্কোরার হিসেবেও কাজ করেছেন। পৃথিবী থেকে বিদায় নেন ১৯৭৯ সালে।

ফুটবল মৌসুম শুরু করল তাজিকিস্তান

কভিড-১৯ মহামারীর কারণে বিশ্বের অধিকাংশ দেশে যখন প্রায় সব ধরনের খেলাধুলা বন্ধ, তখন ফুটবলের নতুন মৌসুম শুরু করেছে মধ্য এশিয়ার দেশ তাজিকিস্তান।

তাজিক সুপার কাপে শনিবার দর্শকশূন্য মাঠে ঘুরে দাঁড়িয়ে খুজান্দকে ২-১ গোলে হারায় লিগ চ্যাম্পিয়ন ইস্তিকলল।

করোনাভাইরাসের কারণে বিশ্বব্যাপী তৈরি হওয়া সঙ্কটের মাঝেও ফুটবল চালিয়ে যাচ্ছে বেলারুশ, নিকারাগুয়া ও বুরুন্ডি।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) তাজিকিস্তানের জনগণকে সব ধরনের জনসমাগম এড়িয়ে চলতে সতর্ক করেছে।

যদিও সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নভুক্ত দেশটিতে এখনো কোনো করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হয়নি।

দেশটির রাজধানী দুশানবের সেন্ট্রাল রিপাবলিকান স্টেডিয়ামে মৌসুমের পর্দা ওঠার আগে বিশ্বব্যাপী কভিড-১৯ রোগে প্রাণ হারানোদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

স্টেডিয়ামের খালি গ্যালারিতে বিশাল একটি ব্যানারে লেখা ছিল 'স্টপ করোনাভাইরাস'।

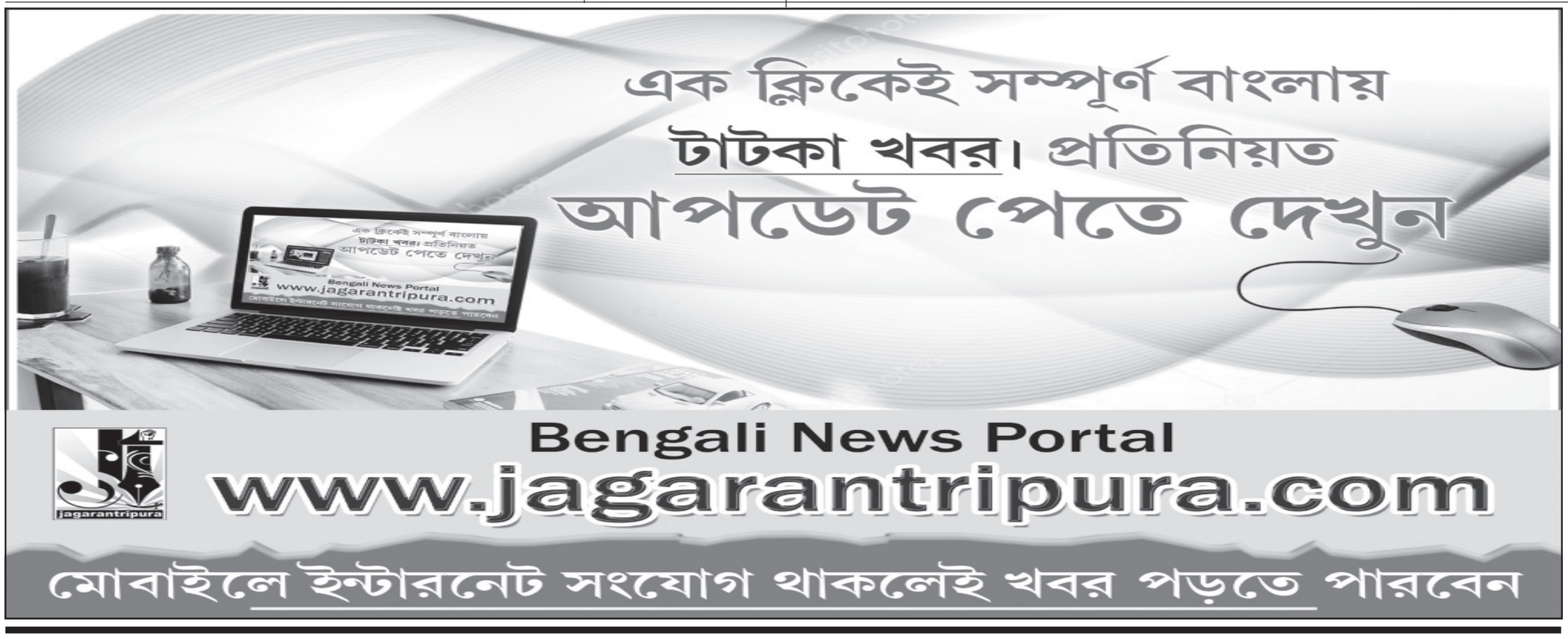

জাগরণ 6 April, 2020, Monday আগরতলা ৬ এপ্রিল, ২০২০ ইং, ■ ২৩ চৈত্র, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, সোমবার

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

রবিবার সরকারি আবাসে স্বপরিবারে রাত ৯টায় সমস্ত বৈদুতিন আলো নিভিয়ে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন ও মোমবাতি জ্বালাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। ছবি- নিজস্ব।

মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে দান অব্যাহত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ এপ্রিল ।। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে দান অব্যাহত রয়েছে। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ মোকাবিলায় লকডাউন ঘোষণা করায় মানুষ ঘরবন্দি হয়ে পড়েছেন। রুটি রোজি স্তব্ধ হয়ে পড়েছে। সরকার প্রত্যেকের কাছে খাবার পৌঁছে দেবার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। সরকারি উদ্যোগে পাশাপাশি সাধারণ মানুষ ও গরিব মানুষের পাশে দাঁড়াচ্ছেন। মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল স্ফীত করতে ত্রাণ তহবিলে ব্যাপক সংখ্যক মানুষ দান করে চলেছেন। শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথের কাছে রবিবারও বেশ কয়েকজন মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে দান করার লক্ষ্যে চেক তুলে দিয়েছেন। শিক্ষামন্ত্রী এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে জানান, দেশ ও রাজ্যের এই সঙ্কটময় মুহূর্তে মানুষ একদিকে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে মুক্তহস্তে দান করে চলেছেন, অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রীও দুস্থ মানুষের মধ্যে ত্রাণ পৌঁছে দেবার উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। রাজ্যের প্রত্যন্ত ১২টি ব্লক এলাকার ৯২ হাজার ৮৯৯টি পরিবারকে ৫০০ টাকা করে অনুদান প্রদানের কথা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রত্যেকের অ্যাকাউন্টে এই টাকা দেওয়া হবে। এজন্য খরচ হবে ৪ কোটি ৬৪ লক্ষ ৫৯ হাজার ৫০০ টাকা। শিক্ষামন্ত্রী জানান, মিড ডে মিল প্রকল্পে ৭ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা ছাত্রছাত্রীদের জন্য সংশ্লিষ্ট পরিবারের অ্যাকাউন্টে দেবার কাজ শুরু হয়েছে। প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীরা পাবে ১৫০ টাকা এবং ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণির ছাত্রচাত্রীরা পাবে ২১০ টাকা করে। শিক্ষামন্ত্রী জানান, গোটা বিশ্বে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ ব্যাপক আকার ধারণ করলেও সতর্কতা অবলম্বন করার আমাদের দেশে তা অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। আমাদের রাজ্যের প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে শিক্ষামন্ত্রী জানান, আমাদের রাজ্যে বর্তমানে হোম কোয়ারেন্টাইনে রয়েছেন ৪৭৮২ জন এবং ইনস্টিটিউশান কোয়ারেন্টাইনে রয়েছেন ১২৮ জন। রাজ্যে মোট ১৫১ জনের রক্তের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। কারোর মধ্যেই করোনা ভাইরাস সংক্রমণ মিলেনি।

লকডাউন ঃ হীরাপুর চা বাগানে খাদ্য সংকট

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৫ এপ্রিল ।। বেশ কিছুদিন ধরেই বন্ধ হয়ে রয়েছে হীরাছড়া চা-বাগান। এরই মধ্যে লকডাউন ঘোষণা করায় পরিস্থিতি আরও সঙ্কটজনক আকার ধারণ করেছে। উদ্ভুত পরিস্থিতিতে কৈলাসহরের বিধায়কের আহ্বানে বন্ধ হয়ে যাওয়া চা-বাগানের শ্রমিকদের সাহায্যে এগিয়ে এলেন কৈলাসহরের প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী আব্দুল মান্নান। রাজ্যে লকডাউনের দিন যতই বৃদ্ধি পাচ্ছে ততোই গ্রামীণ ও প্রত্যন্ত এলাকাগুলিতে খাদ্য সঙ্কট দেখা দিচ্ছে। রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার এই সঙ্কট দূরীকরণে বিভিন্ন প্রকল্প ঘোষণা করলেও সর্বত্র এর সুবিধা এখনো পৌঁছায়নি। বিশেষ করে চা-বাগান শ্রমিক ও প্রত্যন্ত এলাকায় উপজাতিরা যাদের অধিকাংশেরই রেশনকার্ড সহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নেই তারা সরকারি এই সুযোগ সুবিধাগুলি সঠিকভাবে পাচ্ছে না। সমাজের প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদের এই অসহায় পরিবারগুলির পাশে দাঁড়ানোর আবেদন করেছিলেন কৈলাসহরের বিধায়ক মবস্বর আলি। বিধায়কের এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে কৈলাসহরের প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী আব্দুল মান্নান রাজ্যের প্রাচীনতম চা-বাগান হীরাছড়া চা-বাগান এলাকায় শ্রমিকদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বণ্টন করলেন। রাজ্যের প্রাচীনতম চা-বাগান হলেও এই হীরাছড়া চা-বাগানটি বহুবছর ধরে বন্ধ হয়ে আছে। লকডাউন শুরু হওয়ার পূর্বেই এই বাগান এলাকায় চা শ্রমিকরা কাজকর্ম না থাকায় দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় জীবন কাটাচ্ছিল। লকডাউন শুরু হওয়ার পর খাদ্য সঙ্কট আরো তীব্র আকার ধারণ করে। বিধায়কের আহ্বানে ও আব্দুল মান্নানের আন্তরিক প্রচেষ্টায় হীরাছড়া চা-বাগান এলাকায় বাগান শ্রমিকরা কিছুটা হলেও স্বস্তি পেল।

হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে বিএসএফ জওয়ানের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ এপ্রিল ।। গোমতী জেলার অন্তর্গত শ্রীনগর বিওপিতে এক বিএসএফ জওয়ান হৃদরোগে আক্রান্ত হয় শনিবার। তৎক্ষনাত তাকে শ্রীনগর সিএইচসি হাসপাতালে আনা হয়। কিন্তু প্রাথমিক চিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গেই সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। মৃত জওয়ানের নাম চন্দন কুমার। তার বাড়ি বিহার রাজ্যে। সে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর ৩১নং ব্যাটেলিয়ানে কর্মরত ছিল। সেখান থেকে তার মৃতদেহ জিবি হাসপাতালে আনা হয়। রবিবার জিবি হাসপাতালে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তাকে শেষ শ্রদ্ধা জানান, সীমান্তরক্ষী বাহিনীর জওয়ানরা। সোমবার বিশেষ বিমানে তার মরদেহ বিহারে প্রেরণ করা হবে। জওয়ানের মৃত্যু বিএসএফ ৩১নং ব্যাটেলিয়ানে শোকের ছায়া নেমে আসে।

করোনায় তামিলনাড়ুতে মৃতের সংখ্যা বেড়ে পাঁচ

চেন্নাই, ৫ এপ্রিল (হি. স.): রবিবার সকালে করোনায় আক্রান্ত হয়ে তামিলনাড়ুতে দুইজনের মৃত্যু হয়েছে বলে প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে। ফলে রাজ্যে সব মিলিয়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো পাঁচ।

এদিন রাজ্য প্রশাসনের তরফ থেকে জারি করা বিবৃতিতে জানানো হয়েছে যে চেন্নাইয়ের বাসিন্দা এক ৬০ বছর বয়সের বৃদ্ধ এবং দক্ষিণ তামিলনাড়ুর রমাথাপুরমের বাসিন্দা বছর ৭১ বৃদ্ধ স্ট্যানলি মেডিকেল কলেজ হাসপাতলে মৃত্যু হয়। উল্লেখ করা যেতে পারে করোনা মোকাবিলায় রাজ্য প্রশাসন যে ব্যর্থ তা নিয়ে সরব হয়েছিলেন বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা পি চিদাম্বরম।

করোনা মোকাবিলায় পরামর্শ চেয়ে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীদের ফোন করলেন মোদী

নয়াদিল্লি, ৫ এপ্রিল (হি. স.): দেশে ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি করেছে মারণ ভাইরাস করোনা। এবার করোনাভাইরাসের মোকাবিলায় পরামর্শ চেয়ে প্রাক্তন দুই রাষ্ট্রপতি ও প্রাক্তন দুই প্রধানমন্ত্রীকে ফোন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এর বাইরেও এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ প্রায় সব রাজনৈতিক দলের প্রধানদের সঙ্গেও কথা বলেছেন মোদী। কথা হয়েছে কয়েকটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গেও।

রবিবার প্রণব মুখোপাধ্যায় এবং প্রতিভা পাতিলকে ফোন করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। দেশে বর্তমানে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা, চিকিৎসা পরিস্থিতি, লকডাউন-সহ যাবতীয় বিষয় নিয়ে দুই প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির সঙ্গে আলোচনা হয়েছে বলে প্রধানমন্ত্রীর দফতর সূত্রে খবর। পাশপাশি দেশে এই মারণ ভাইরাসের সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে রাখতে সরকারের আরও কী কী করা উচিত, ছয়ের পাতায় দেখুন

পশ্চিম ভুবনবনে দুই বাংলাদেশী আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ এপ্রিল ।। শনিবার সন্ধ্যায় পশ্চিম ভুবন এলাকা থেকে স্থানীয় বাসিন্দারা দুই সন্দেহ জনক ব্যক্তিকে আটক করে। তারা জিজ্ঞাসাবাদে জানতে পারে দুই জনই বাংলাদেশের নাগরিক। স্থানীয় বাসিন্দারা খবর দেয় পুলিশে। ঘটনা স্থলে যায় রামনগর ফাঁড়ির পুলিশ। আটক করা হয় দুই বাংলাদেশের নাগরিককে। তাদের নাম আমির হুসেন এবং আলি আব্বাস। তাদের দুজনের বাড়ি বাংলাদেশের চানপুর জেলার কচুয়া। তাদের কাছ থেকে কোন সামগ্রী পাওয়া যায়নি। তবে অবৈধ ভাবে অনুপ্রবেশ করেছে এই দুই জন বলে জানান পশ্চিম থানার ওসি। তবে তাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে বলে জানান তিনি।

গাছ থেকে পড়ে গুরুতর আহত যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ এপ্রিল ।। গাছের ডাল কাটতে গিয়ে গাছ থেকে পড়ে গুরুতর ভাবে আহত হল এক যুবক। ঘটনা চরিলাম ব্লকের অন্তর্গত রাজীব কলোনি কালী টিলা এলাকায়। আহত যুবকের নাম শম্ভু দাস। পেশায় সে গাড়ি চালক। ঘটনার বিবরণে জানা যায় লক ডাউনের ফলে এক ছেলে এক মেয়ের বাবা শম্ভু দাসের গাড়ি চালানো বর্তমানে বন্ধ। তাই সংসারের প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয়ের জন্য অর্থ উপার্জনের লক্ষ্যে সে এইদিন দুপুরে এলাকার এক ব্যক্তির বাড়িতে গাছের ডাল কাটতে যায়। গাছের ডাল কাটার সময় ছয়ের পাতায় দেখুন

করোনা মোকাবিলা নেওয়া হয়েছে সমস্ত রকম পদক্ষেপ, দাবি গেহলটের

জয়পুর, ৫ এপ্রিল (হি. স.): রাজস্থানের করোনা পরিস্থিতি নিয়ে রবিবার মুখ খুললেন মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট। এদিন তিনি বলেন, রাজ্যবাসীর জীবন বাঁচানোর জন্য বদ্ধপরিকর প্রশাসন। পরিস্থিতির উপর নজরদারি চালিয়ে ক্রমাগত পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়া থেকে শুরু করে পর্যাপ্ত পরিমাণে চিকিৎসা সরঞ্জাম সরবরাহ এবং শারীরিক অবনতি হওয়া রোগীদের বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে চিকিৎসা করা। সমস্তটাই গুরুত্ব সহকারে করা হচ্ছে। করোনা সংক্রমণ রুখতে লকডাউন যে মেনে চলা উচিত তা এদিন স্পষ্ট করে দেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি কঠোরভাবে এই লকডাউন পালন করা উচিত বলে মনে করেন তিনি। উল্লেখ করা যেতে পারে রাজস্থানী এখনো পর্যন্ত কোন আক্রান্তের সংখ্যা ২০০ ছাড়িয়ে গিয়েছে।

করোনায় গৌতম বুদ্ধ নগর জেলায় আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ৫৮

লখনউ, ৫ এপ্রিল (হি. স.): গত ২৪ ঘন্টায় উত্তরপ্রদেশের গৌতম বুদ্ধ নগরে জেলার নয়ডা শহরে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত আট জন। ফলে জেলায় সব মিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো ৫৮। শহরের সেক্টর ফাইভের জেজে কলোনীতে চারজনের শরীরে করোনার সংক্রমণ ছড়িয়েছে। সেক্টর ৬২ ডিজাইনার পার্ক সোসাইটিতে তিনজনের আক্রান্ত হওয়ার খবর পাওয়া গিয়েছে। অন্যদিকে জেলার ভাজিপুর গ্রামে আক্রান্ত এক। উল্লেখ করা যেতে উত্তরপ্রদেশের সার্বিক করোনা পরিস্থিতি নিয়ে প্রশাসনের শীর্ষ স্তরে রবিবার বৈঠক করবেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। গৌতম বুদ্ধ নগর জেলার নয়ডা শহরের পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন তিনি। প্রসঙ্গত গোটা দেশে করোনার আক্রান্তের সংখ্যা তিন হাজার ছাড়িয়ে গিয়েছে।

সেনাবাহিনীতে কর্তব্যরত অবস্থায় মৃত্যু সাগরের যুবকের

সাগর,৫ এপ্রিল (হি. স.): সেনাবাহিনীতে কর্তব্যরত অবস্থায় উত্তরাখণ্ডে মৃত্যু হল সাগরের এক যুবকের। মৃত ভারতীয় সেনা জওয়ান দেবব্রত মাইতি (৩৬)। তিনি দক্ষিণ ২৪ পরগনার গঙ্গাসাগর থানা এলাকার দক্ষিণ হারাধন পুরের বাসিন্দা ছিলেন। সেনাবাহিনী সূত্রে খবর, উত্তরাখণ্ডে কর্তব্যরত অবস্থায় গত ৩ রা এপ্রিল অসুস্থ হয়ে পড়েন দেবব্রত মাইতি। এরপরেই সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। সেখানেই মৃত্যু হয় দেবব্রত মাইতির। সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে গঙ্গাসাগরে দেবব্রত মাইতির পরিবারের লোকজনকে তার মৃত্যুর খবর দেয়া হয়। কর্তব্যরত অবস্থায় দেবব্রত মাইতি মৃত্যুর খবর শুনে কান্নায় ভেঙে পড়েন তার পরিবার ও এলাকার সাধারণ মানুষজন। রবিবার সকালে দেবব্রত মাইতির কফিনবন্দি মৃতদেহ পৌঁছয় তার গ্রামের বাড়ি গঙ্গাসাগর এলাকার দক্ষিণ হারাধনপুরে। এরপরেই শোকস্তব্ধ হয়ে পড়ে গোটা গ্রাম। দেবব্রত মাইতির পরিবার সূত্রে খবর, গত দু ” বছর আগে কর্তব্যরত অবস্থায় বিশেষ অভিযানে গিয়ে গুরুতর জখম হয়েছিল ভারতীয় সেনা জওয়ান দেবব্রত। তারপর সুস্থ হয়ে নতুন করে কাজে যোগদান করেছিলেন তিনি। তার অবসর নেওয়ার জন্য বাকি ছিল মাত্র আর এক বছর। এরইমধ্যে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে মৃত্যু হল গঙ্গাসাগরের ভূমিপুত্র দেবব্রত মাইতির।

নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী ও চিকিৎসা সরঞ্জাম প্রতিদিনই পূর্বোত্তরে পৌছানো হচ্ছে ঃ ডঃ জিতেন্দ্র সিং

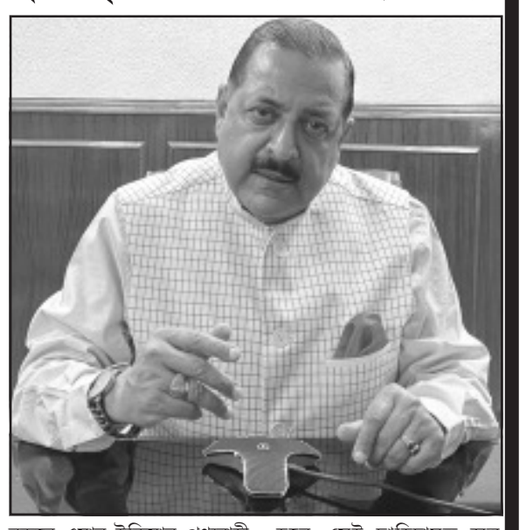

নয়াদিল্লি, ৫ এপ্রিল।। উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রকের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত, প্রধানমন্ত্রীর দফতর, গণ অভিযোগ, পেনশন, আণবিক শক্তি, মহাকাশ দফতরের প্রতিমন্ত্রী ডঃ জিতেন্দ্র সিং জানিয়েছেন প্রতিদিনই পণ্যবাহী বিমানে নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী এবং চিকিৎসা সরঞ্জাম উত্তর-পূর্বাঞ্চলে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে।

সেখানে কোন দ্রব্যের অভাব নেই এবং আগামী দিনে তার কোন সম্ভাবনাও নেই বলে জানিয়েছেন তিনি।

ডক্টর জিতেন্দ্র সিং আজ এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন দেশজুড়ে লকডাউন ঘোষণার পর প্রধানমন্ত্রীর পৌরহিত্যে এক বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, জম্মু কাশ্মীর, লাদাখ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল গুলি সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চল ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে পণ্যবাহী বিমানের মাধ্যমে নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী পৌঁছে দেওয়া হবে।

সেই মতোই এয়ার ইন্ডিয়ার পণ্যবাহী বিশেষ বিমান এবং ভারতীয় বায়ুসেনার বিমানের সাহায্যে এই কাজ চালানো হচ্ছে বলে তিনি জানিয়েছেন। নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রী সরবরাহের কথা বলতে গিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জানান গত ৩০ মার্চ মধ্যরাতে গুয়াহাটি বিমান বন্দরে এয়ার ইন্ডিয়ার পণ্যবাহী বিমান এবং পরের দিন সকালে অর্থাৎ ৩১ শে মার্চ ডিমাপুর বিমানবন্দরে ভারতীয় বায়ুসেনার বিশেষ বিমানে পণ্য সামগ্রী পৌঁছে দেওয়া হয়।মণিপুর ও নাগাল্যান্ডেও একই ভাবে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রী সরবরাহ করা হয়েছে বলেও তিনি জানান। মাস্কের চাহিদার কথা মাথায় রেখে ইতিমধ্যেই ৩০,০০০ এন-৯৫ মাস্ক গুয়াহাটি পৌঁছে দেয়া হয়েছে। স্বয়ংভর গোষ্ঠীগুলি যে ভাবে মাস্ক এবং স্যানিটাইজার তৈরির জন্য এগিয়ে এসেছে তার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন তিনি।

ডক্টর জিতেন্দ্র সিং জানিয়েছেন আগামী দিনে যেরকম নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রীর প্রয়োজন হবে, সেই চাহিদামত অল্প সময়ের নির্দেশেয় পণ্যবাহী বিমানে প্রয়োজনীয় সামগ্রী পৌঁছে দেওয়ার জন্য সবরকম প্রস্তুতি রাখা হয়েছে।

এ ক্ষেত্রে এয়ার ইন্ডিয়া এবং ভারতীয় বায়ুসেনা পরস্পরের সঙ্গে সমন্বয় বজায় রেখে কাজ করে চলেছে বলেও শ্রী সিং জানিয়েছেন।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আরো জানিয়েছেন, ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ৫,৫০০ কিলোমিটার দীর্ঘ আন্তর্জাতিক সীমান্ত পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এর ফলে করোনাভাইরাস সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়া কিছুটা রোধ পাবে বলেও আশা প্রকাশ করেছেন তিনি।

রাজস্থানে করোনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে পাঁচ

জয়পুর, ৫ এপ্রিল (হি. স.): করোনায় আক্রান্ত হয়ে রবিবার সকালে প্রাণ হারিয়েছেন বছর ৮২ র এক ব্যক্তি। রবিবার সকালে রাজস্থানের জয়পুরে ঘটনাটি ঘটেছে। এদিন প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে শনিবার করোনায় আক্রান্ত হয়ে জয়পুরের এস এম এস হাসপাতালে ভর্তি হন বছর ৮২ ওই ব্যক্তির। এদিন সকালে তার মৃত্যু হয়। উল্লেখ করা যেতে পারে মরুরাজ্যে করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে পাঁচ। রাজ্যের অতিরিক্ত মুখ্য সচিব রোহিত কুমার সিং জনিয়েছেন, করোনায় নতুন করে আক্রান্ত ছয় ।সব মিলিয়ে বর্তমানে গোটা রাজ্যে আক্রান্ত ২১০।

অনুপ্রবেশের চেষ্টা রুখে দিল ভারতীয় সেনা নিকেশ পাঁচ জঙ্গী

শ্রীনগর, ৫ এপ্রিল (হি. স.): পাকিস্তান মদতপুষ্ট জঙ্গিদের অনুপ্রবেশের চেষ্টা রুখে দিল ভারতীয় সেনাবাহিনী। নিকেশ পাঁচ জঙ্গি।

রবিবাসরীয় সকালে উত্তর কাশ্মীরের কুপওয়ারা জেলার নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর কিরান সেক্টরে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করে একাধিক পাকিস্তানি মদতপুষ্ট জঙ্গী। সেই সময় অনুপ্রবেশ রুখতে টহলরত ভারতীয় সেনা জওয়ানরা জঙ্গিদের লক্ষ্য করে গুলি চালাতে থাকে। শুরু হয় দুই তরফের তুমুল গুলির লড়াই নিজেদের স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে অবিরাম ধারায় গুলি চালাতে থাকে জঙ্গিরা। পাল্টা প্রতিরোধ গড়ে তোলে ভারতীয় সেনা। পরে সেনা জওয়ানদের গুলিতে নিকেশ হয় পাঁচ জঙ্গি। পাশাপাশি জঙ্গিদের গুলিতে শহীদ হন এক জওয়ান ও গুরুতর আহত হন দুই জওয়ান। আহত জওয়ানরা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

উল্লেখ করা যেতে পারে দক্ষিণ কাশ্মীরের কুলগামে শনিবার রাতে নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে নিকেশ করা হয় চার হিজবুল জঙ্গিকে।

প্রমোদনগর মসজিদের হোম কোয়ারেন্টাইন পরিদর্শন করলেন জেলা প্রশাসনের এক প্রতিনিধিদল

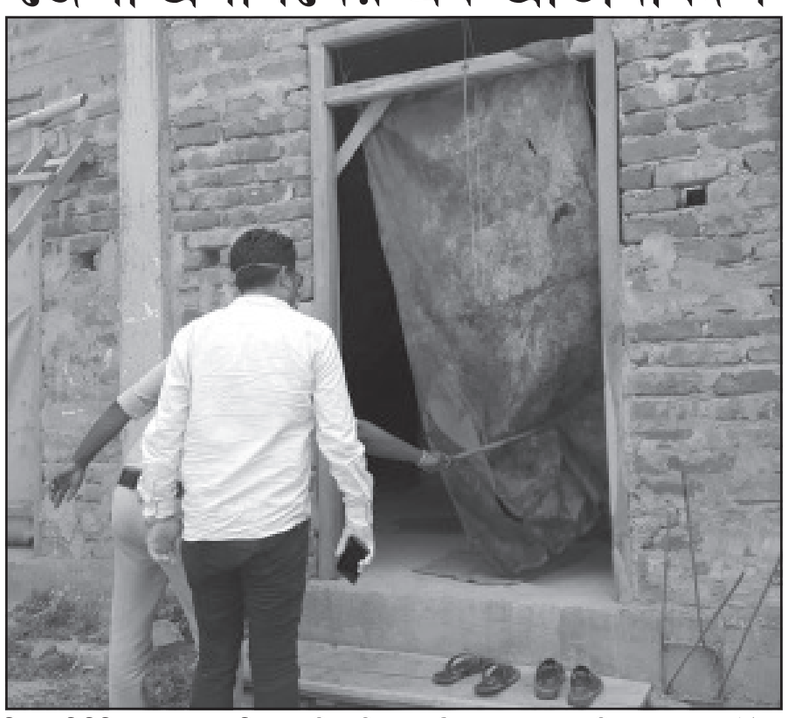

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ এপ্রিল ।। শনিবার বিকাল ৩ ঘটিকায় প্রমোদনগর মসজিদে হোম কোয়ারেন্টাইন পরিদর্শন করলেন সিপাহী জলা জেলার অতিরিক্ত জেলা শাসক উদয়ন সিনহা এবং জেলার সিনিয়র ম্যাজিস্ট্রেট অরিন্দম দাস। পরিদর্শনকালে প্রতিনিধিদল আসামের করিমগঞ্জ জেলা থেকে আসা তাবলীগ জামাতের ১১ জন সাথীর পরিপূর্ণ খোঁজখবর নিলেন। অতিরিক্ত জেলাশাসক উদয়ন সিনহা হোম কোয়ারেন্টাইন এ থাকা ব্যক্তিদের অবস্থানের দিকটি ঘুরে দেখেন। মসজিদে প্রবেশ করে তাদের সার্বিক খোঁজখবর নেন তিনি। এক সাক্ষাৎকারে সিপাহী জলা জেলার অতিরিক্ত জেলা শাসক উদয়ন সিনহা জানান প্রমোদনগর মসজিদে অবস্থানরত হোম কোয়ারেন্টাইন এ থাকা ব্যক্তিরা সরকারি গাইডলাইনস মোতাবেক রয়েছে। তবলীগ জমাতের সাথীরা বর্তমানে যে অবস্থা আছে এইভাবে থাকার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। লকডাউন মুহূর্তে সিপাহী জলা জেলার অন্তর্গত বিভিন্ন স্থানে যাদেরকে হোম কোয়ারেন্টাইন এ রাখা হয়েছে তারা যেন বাকি দিনগুলো এরকম গাইডলাইন মেনে থাকেন তার জন্য আবেদন করেন তিনি। হোম কোয়ারেন্টাইন ছাড়াও প্রত্যেকে যেন সামাজিক দূরত্ব এবং জনসমাগম এড়িয়ে চলেন তার জন্য আবেদন করেন তিনি। হোম কোয়ারেন্টাইন যারা রয়েছেন তাদের যে কোন অসুবিধা হলে সাথে সাথে প্রশাসনের নজরে নেওয়ার জন্য বলেন তিনি। বর্তমান এই পরিস্থিতির মধ্যে প্রশাসনকে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করার জন্য জনসাধারণের প্রতি আবেদন করেন তিনি। সিপাহীজলা জেলা প্রশাসন লক ডাউন এর নিয়মাবলী সকলে যাতে মেনে চলে তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানান তিনি।

রবিবার উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা বিশ্রামগঞ্জ প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে রোগীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করেন। ছবি- নিজস্ব।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।